অন্তরীপ



শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক—
শ্রীরাধারমণ দাস
ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস
৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম—তিন টাকা

প্রিণ্টার—
শ্রীরাধারমণ দাস
ফাইন আর্ট প্রেস,
৬০, বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা

অপরাজেয়া মহিলা কবি

শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা রাধারাণী (ওরফে অপরাজিতা) দেবী

করকমলেষু !

কবিভগ্নি !

জীবনের যাদুঘরে কাব্যের আলেখ্য আঁকি
পরিচ্ছিন্ন আপনারে বর্ণময় করি দিবাযামী।
আত্মপ্রচারের যুগে দল-কেন্দ্রী সংকীর্ত্তনে
মৃদঙ্গ দুলায়ে কণ্ঠে শোভাযাত্রা করিনিক আমি।
আলো আঁধারের সাথে শুধু ভাব বিনিময়,
অববাহিকার দূরে রাখিয়াছি এই 'অন্তরীপ'
যা পেয়েছি, যা লিখেছি রাখি নাই মূল্য তার
নূতন করিয়া লিখি নিরিবিলি জ্বালায়ে প্রদীপ।

সার্থকতা কোন্ পথে ! কেবা জানে ! তুমি জানো
মোর কথা : নাহি বা কহিলে কিছু প্রীতি পরিচয়ে
প্রতিভা প্রবাহে তব গাহন করেছি কত !
হৃদিচিত্ত ভরে আছে অনুরাগে অপার বিস্ময়ে।
যাদের পেয়েছি সঙ্গ সারস্বত তীর্থযাত্রী
অনাদরে উপেক্ষায় উপহাসে সান্ত্বনার সাথী
তাদের একটি তুমি, স্মরণীয়া রমণীয়া
বরণীয়া—অমা-বিভাবরী প্রান্তে উদয়-প্রভাতী।

করে তব রাখীসম স্নেহডোরে বাঁধিলাম
কথার এ মালাখানি পথে যেতে ক্ষণ অবসরে।
যদি বা স্মরণ হয় মনে কোরো মোর নাম;
অথবা ভুলিয়া যেও সংসারের মরু-যাযাবরে।

কলিকাতা
১২৬ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট
রম্ভা তৃতীয়া ব্রতাহ
২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ সাল।

ভবদীয় স্নেহধন্য
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

অন্তরীপ

এক

'তবে কি জমিদারী রক্ষা করা যাবে না ?…'

এই প্রশ্নই কুমার বাহাদুরের মনে বারে বারে ঢেউয়ের মত তোলপাড় করিতে লাগিল। জমিদারী সংক্রান্ত নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা ও অভিযোগের কথা কাণে আসে, মন মেজাজও ঠিক থাকে না। সুদীর্ঘদিনের নিয়মানুগা পদ্ধতির ওলোট পালোট হইতেছে—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুখ সুবিধা লোপ পাইবে। সর্ব্বত্র বিক্ষোভ ও অশান্তি—জমিদারী সেরেস্তা ও জমিদারীর অন্তর্গত কতকগুলি মহল ও পরগণা লইয়া তিনি বিব্রত। সেরেস্তার আমূল পরিবর্ত্তন করিবার সঙ্কল্প রহিয়াছে। সহজে পরিবর্ত্তন করা যাইবে কিনা ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয়।

জমিদারীর ভিতর প্রজাবিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে এক-শ্রেণীর লোক। ইহারা সাম্যবাদের ধূয়া ধরিয়া নিরক্ষর প্রজাদিগকে উত্তেজিত করিয়া দলপুষ্টি করিতেছে। সেই সঙ্গে ইহাদের অর্থ শোষণও চলিতেছে। এই ধারণা কুমার বাহাদুরের মনে সুদৃঢ় হওয়ায় তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না—মান, সম্ভ্রম, পসার, প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য্য সবই কি নষ্ট হইয়া যাইবে !

দেশ হইতে জমিদারী উচ্ছেদ সাধনের যে চেষ্টা চলিতেছে তাহার বিরুদ্ধে তিনি ব্যাপক আন্দোলন উপস্থিত করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছেন।

মনের মধ্যে এ সম্বন্ধে পরিকল্পনাও করিতেছেন। এজন্ত শুধু প্রবন্ধ নয়, গ্রন্থ লেখার কাজ আরম্ভ করিতে হইয়াছে। সর্টহ্যাণ্ড বা সাঙ্কেতিক-লিপির সাহায্য ভিন্ন কাজ দ্রুত অগ্রসর হয় না। তাই আরতিকে এ কাজের জন্ত নিয়োগ করিতে হইয়াছে। কুমারবাহাদুর মুখে বলেন, সে সাঙ্কেতিক অক্ষর বসাইয়া পরে টাইপ করিয়া দেয়। শেষে তিনি দেখিয়া ভুল ত্রুটি সংশোধন করেন।

উপেন গাঙ্গুলী আসিয়া বলে—'কি রকম চৌকোস মেয়ে দিয়েছি বলুন স্যার,—সেক্রেটারীর কাজ ওর মত আর কেউ পারবে না—যে কোন পুরুষকে টেক্কা দিতে পারে—'

কুমারবাহাদুর উত্তরে বলেন—'বেশী চৌকোস হওয়ায় আমার পক্ষে ভাবনার কথা—' একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উপেন গাঙ্গুলী বলে—'একথা বলছেন কেন?'

'—এমন কিছু নয়, কথার কথা মাত্র—'

'—তাই বলুন—' উপেন গাঙ্গুলী সহাস্যে উত্তর দেয়। ইতিপূর্ব্বে আকস্মিক বিস্ময়ের আঘাত পাইয়া চঞ্চল হইয়াছিল—সেই ভাবটা দূর হইল। আরতি আসিতেই এ প্রসঙ্গ থামিয়া গেল।

কুমার বাহাদুর বলিলেন—'তাহোলে আমরা একটু কাজ করি—'

উপেন গাঙ্গুলীকে বাধ্য হইয়া বিদায় লইতে হইল। ভদ্রতার খাতিরে বলিল—'আমিও আসি, অনেকগুলি কাজ পড়ে রয়েছে—'

কুমার বাহাদুর কোন কথা বলিলেন না। নিয়মিত ভাবে নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত গ্রন্থরচনার কাজ শেষ করিয়া জমিদারী সেরেস্তার কাজ আরম্ভ করিলেন। আরতি ঘরের কোণে বসিয়া টাইপ করিতে লাগিল।

টাইপ করিতে করিতে আরতি নিজের মনে বলে—'মানুষ নয় তো যেন একখানি প্রাণহীন পাথর! মুখে একটুও হাসি নেই, এই মানুষের মন ভোলাতে দিশেহারা ভাব ঘনিয়ে ওঠে—' কুমার বাহাদুর সেরেস্তার

কাজ শেষ করিয়া দোতলায় চলিয়া যান, আরতিও ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে ঝুলাইয়া কক্ষ হইতে বাহির হয়। সেরেস্তার কর্ম্মচারীদের সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া হোটেলের দিকে প্রস্থান করে।

কুমারী আরতি হালদার সৌখীন 'ডিলুক্স' হোটেলের চৌদ্দনম্বর রুমে থাকে। সে কুমার বাহাদুর অতিক্রম মুখোপাধ্যায়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী। তাঁহার প্রাসাদে তাহার থাকিবার জন্য কোয়ার্টারের ব্যবস্থা আছে, তবুও থাকে না। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে কুমার বাহাদুরের সেরেস্তা হইতে সোজাসুজি হোটেলে চলিয়া আসে। জমিদারী সংক্রান্ত বহু গুপ্ত খবর তাহার কাছে পাওয়া যায়, তাই ম্যানেজার সন্তোষবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটবড় কর্ম্মচারী তাহাকে তোষামোদ করে। কুমার বাহাদুরের পরিচিত এবং স্তাবক উপেন গাঙ্গুলীর চেষ্টায় আরতি এই চাকুরি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে তাহার মা বাপ আত্মীয় স্বজন থাকা সত্ত্বেও শিক্ষিতা তরুণী হোটেলে বাস করে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া এমন কিছু কঠিন নয়। হোটেলের নামটা অনেকেই জানে। যাহারা সন্ধান রাখে, তাহাদের কাছে অজ্ঞাত নয় যে, ধনীদের বিলাসতীর্থ কলিকাতা সহরে মার্জ্জিত রুচি সম্পন্ন আবেষ্টনী রচনা করিয়া এ শ্রেণীর হোটেলে বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত বিলাসিনী তরুণীর দল বহু তরুণ মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

'ডিল্যুক্স' হোটেলে নারী পুরুষ দুই-ই থাকে। একখানি ঘর লইয়া একটি ফ্লাট; তাহারই সংলগ্ন বাথরুম ও ছোট ড্রয়িং রুম। এ হোটেলে যে কেহ আসিয়া থাকিতে পারে। হোটেলের বৃহৎ হলে নারী-পুরুষের একত্র আহারের ব্যবস্থা। আলাদা চার্জ্জ দিলে ঘরেও আহারের জন্য ডিস সাজাইয়া দেওয়ার রীতি প্রচলিত। যে সব মানুষ হতাশ প্রেমিক

বা যৌবনের আনন্দ সম্ভোগ একান্ত ভাবে চায় সচরাচর তাহারাই এখানে আসিয়া জোটে। 'পার্টির' জন্য উপেন গাঙ্গুলী এখান হইতে বহু রূপসী তন্বী সংগ্রহ করে। আরতি তো তাহারই অনুগত।

ঘরখানা সুন্দর। অভ্যন্তর ভাগের চারিদিকে অসংখ্য আয়না। ঘরের বিচিত্র সাজ সজ্জা এই সব আয়নার গায়ে প্রতিবিম্বিত, হইয়া ওঠে। সেরেস্তা হইতে আরতি নিত্য ফিরিয়া আসিয়া পোষাক পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করে। তারপর বাথরুমের ভিতর ঢুকিযা প্রকাণ্ড টবের ভিতর নগ্ন দেহটীকে ডুবাইযা দিযা কলের চাবি ঘুরাইয়া দেয, সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ধারার মত জল পড়িতে থাকে। বৃহৎ আয়নায প্রতিফলিত হয় তাহার অঙ্গ সৌন্দর্য্য। নিজের রূপে নিজেই মুগ্ধ। কুমার বাহাদুরকে সে আজও আকর্ষণ করিতে পারেনা · ইহাই তাহার দুঃখ।

তাহার ধারণা পুরুষের অন্তর জয করিতে হইলে নারীর মুখ হওযা চাই অতিরিক্ত রকমের অভিব্যক্তি সম্পন্ন। আয়নার সম্মুখে নিজেকে রাখিয়া অভিব্যক্তি দেখাইবার অভ্যাস করিযাছে। কথা বলার কায়দাও শিখিয়াছে। কত তরুণই না অধৈর্য্য কামনা লইয়া তাহার রূপ ও যৌবনকে অভিনন্দিত করে,···আর কুমার বাহাদুর এত নিষ্ঠুর! সে শুনিয়াছে ক্রমাগত যাহার কথা মনে করা যায় শেষে সে-ই শুধু স্মরণ করেনা, অন্তর বিনিময় ও করে। কই? সে কথার সত্যতা প্রমাণিত হযনা তো! কুমার বাহাদুরকে এ বিষযে নির্ব্বিকার দেখিযা রাগ হয়, তাই তাহার গুপ্ত খবরগুলি ম্যানেজারকে দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

আয়নার সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে শুভ্র গোলাপী রঙের তনুলাবণ্য, স্ফীত-নিটোল বক্ষের দ্যুতি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কমনীয় গঠন-সৌষ্ঠব, নিজের মনে বলে···'কতদিনই না ভেবেছি কুমার বাহাদুরের কাছ থেকে পাবো সেই কথা যার প্রত্যাশায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত অবশ হয়ে যাই

আমি, আর বুক কাঁপ্‌তে থাকে…' পরক্ষণেই আবার বলিয়া ওঠে—'কেন এমন হয়?'

বাথরুম হইতে বাহির হইয়া আসে শুধু লেশ দেওয়া সায়াটি পরিয়া। বৃহৎ আয়নার সম্মুখে দাঁড়ায়…ক্রীম মাখিয়া হোয়াইটেক্সের প্রলেপ সর্ব্বাঙ্গে দিতে দিতে তাহার চেহারা শ্বেতাঙ্গিনীর মত হইযা যায়। অল্প পাউডার ছড়াইয়া ব্রুস দিয়া সমান করে। কুঞ্চিত কেশদাম আঁচড়াইয়া ঢিলে খোঁপা বাঁধিয়া ভিতরে কর্সেট পরে, তারপর ব্লাউজ ও বাদামী রঙের পাত্‌লা শিল্কের শাড়ী দিয়া অঙ্গ আচ্ছাদন করে। পায়ে ভেল-ভেটের স্যাণ্ডেল পরিয়া চেয়ারে বসে। যতক্ষণ অফিসে কাজ করিয়াছিল সর্ব্বাঙ্গ ছিল ঘর্ম্মাক্ত, ক্লান্ত ক্লিষ্ট মুখখানির পরিবর্ত্তন হওয়াতে আনন্দ লাভ করিল। এমন সময় ষোল নম্বর রুমের নীহারকান্তি দরজায় টোকা মারিতে থাকে। আরতি দরজা খুলিল। নীহারকান্তি ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল··'উপেনদা কখন আস্‌বেন?' আরতি একটু হাসিয়া বলিল…'তিনি আজ আস্‌বেন না, কয়েকদিনের জন্যে কলকাতার বাইরে গেছেন…'

'…তাই না কি?…'একটু বিস্ময়ের ভাব দেখাইল।

'…কেন বলো তো ·'

'…এমন কিছু নয়, বলেছিলেন কোনো ফিল্মে একটা ভূমিকায় নামাবেন…'

'…আবার এ সব সখ কেন? তুমি না বড় লোকের ছেলে? কলেজে পড়ো?—'

'…পড়ি বটে, নিছক বই নিযে আর তোমাদের সঙ্গে থেকে তোমাদের মন জুগিয়ে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে…'

'…এখানে থেকে যদি তোমার মন হাঁপিয়ে ওঠে তা হোলে জেনো, তোমার কোথাও স্থান হবে না…'

'…তা বটে, কি জানো মানুষ বৈচিত্র্য চায়, তোমাদের মধ্যে থেকে শুধু আনন্দ নয়, বেদনাও পেয়েছি, অন্যত্র সরে যেতে চাই, পারিনে…'

…'এখানে বেদনাটা কিসের ?…

…'প্রতি পদক্ষেপে পয়সা জুগিয়ে চল্‌তে হয়, সমাজে কেউ ভালো চোখে দেখে না, বাবা জান্‌তে পেরেছেন এলাহাবাদ থেকে. কি রকম হোটেলে আছি ‥হয় তো এর পর খরচ পাঠাবেন না…'

'…বাঃ তুমি যে ভারি সুবোধ বালক হয়ে গেছ! ফিল্মে গেলেই বুঝি বেদনা পাবে না…'

'…নাম হবে, খাতির হবে, পয়সা হবে—এই আর কি, তাছাড়া এখনও বয়েস আছে, এখন তোমার কেউ আস্‌বে না কি ?…

'…আসুক বা না আসুক, তোমার দেখ্‌বার দরকার নেই, বসো না—দুদণ্ড কথাই না হয় বলা যাক্‌! আচ্ছা, তুমি বড় লোকের ছেলে, বিয়ে অবশ্যই করবে…'

কথায় বাধা দিয়া নীহার কান্তি বলিল…'মোটেই নয়, কোন প্রয়োজন নেই।'

…'কেন ?…'

'…তোমরা যখন প্রয়োজন মনে করোনা তখন আমরা কেন বিয়ে করে সংসারে জড়িয়ে পড়্‌বো ?—এখন দেশের ওপর দিয়ে স্বাধীনতার বাতাস বয়ে যাচ্ছে, মেয়ে পুরুষ নিজেদের খুসী খেয়ালে চল্‌ছে, যে জন্যে বিয়ে করা তার প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হয়েছে, বেশ আছি, ভালোবাসার বালাই নেই…'

'…সব মেয়েই আমাদের মত নয়…'

'…সব ছেলে ও আমাদের মত নয়‥'

বেশ কথা কাটাকাটি চলিতে থাকে। এমন সময়ে দরজায় টোকার

আওয়াজ আসিল। আরতি দরজা খুলিতেই দেখিল পর্ণা। প্রশ্ন করিল 'কে ঘরে…এ ঘরে নীহার কান্তি আছে ?…'

'…হ্যাঁ আছে, কেন বলো তো ?…'

কথার উত্তর না দিয়া আরতিকে ঠেলিয়া সে নীহার কান্তির কাছে গেল।

বলিল…'বেশ লোক তো…তোমার জন্যে বসে আছি আর তুমি এখানে !'

কথা সম্পূর্ণ হইতে কিছু বাকী ছিল, তাহার পূর্ব্বে নীহার কান্তি বলিল… 'ভুল হয়েছে, একেবারে মনেই…

সে হাসিল। পর্ণার সুন্দর মুখখানি ক্রোধে রক্তিমাভ হইল।

বলিল…'তোমার মত লোক এযুগে অচল…'

নীহার কান্তি বলিল…'চলো যাচ্ছি…'

আরতি পর্ণাকে বলিল…'বহুবার লক্ষ্য করেছি যখনই ও আমার কাছে আসে তখনই তুমি একটা না একটা ছুতোয় নিয়ে যাও, কেন বলো তো ! তোমার কি এমন ওর ওপর অধিকার আছে ?…

পর্ণা এ কথায় আহত ব্যাঘ্রীর মত হইলেও আরতিকে উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করিল না।

কথায় সাড়া না দিয়া নীহার কান্তিকে বলিল… 'যাবে কি যাবে না… বলো, এক কথা বলে দাও…'

নীহার কান্তি কিছু না বলিয়া তাহার অনুগমন করিল।

এতক্ষণ আনন্দোজ্জ্বল মুখখানি লইয়া যে আরতি নীহার কান্তির সহিত সান্নিধ্য-সুখের অনুভূতি নিবিড় ভাবে উপভোগ করিবার চেষ্টায় ছিল, পর্ণা তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল। মনে অবসাদ আসিল। প্রতিদিন পুরুষের কামনাকে উদ্দীপ্ত করাই যেন তাহার প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার একটি বিশিষ্ট ছন্দ। এইরূপেই বা কত দিন পদচারণা চলে! কুমার

বাহাদুরকে পাইলে সত্যই একটা কাজ হয়·· নূতন পথে আসা যায়, কিন্তু সে পথেও কি কাঁটা ছড়াইতেছে না ? যদি কুমার বাহাদুর জানিতে পারেন যে, সে তাঁহার গুপ্ত সংবাদ পত্রগুলি সেরেস্তাব কর্ম্মচারীদেব দেয তাহা হইলে স্বপ্নসৌধ এক নিমেষে ভাঙ্গিযা পড়িতে পারে।

ভাবিতে ভাবিতে তাহার চতুর্দ্দিকে যেন বিভীষিকায রূপ ফুটিয়া উঠে।

···· শুধু একটি ইঙ্গিত—আর কিছু নয়। কুমার বাহাদুর সত্যই নিস্প্রাণ।

দরজা আধ খোলাই ছিল। কিছুক্ষণ এতই চিন্তামগ্ন ছিল যে দরজা দেওয়ার অবকাশ হয় নাই। ম্যানেজার সন্তোষ সেন ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিতে করিতে বলিলেন,··· 'তোমার মধ্যে অসাধারণ কিছু একটা রয়েছে···'

মুখখানি তুলিয়া বলিল···ও আপনি ? তবু ভালো, বসুন –চুপি-চুপি আস্‌তে হয় ?'···এতো আর কোন আত্মীয়ার সঙ্গে এঘর ওঘর অভিসারের তাগিদে যাওয়া নয় যে বাড়ীর কেউ টের পেলে ·'

কথায় বাধা দিয়া আরতি বলিল—ভূমিকা রাখুন, রাত্রে এখানেই খাবেন তো···'

মৃদু হাসিয়া সন্তোষ সেন বলিলেন···'যা বলো ·'

'···আবার ভূমিকা ! বসুন···তাহোলে বলে আসি···'

এদিন আরতি কুমার বাহাদুরের অনেক কাজ অসমাপ্ত রাখিযা যাওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তাহার স্বরূপ কিছুকালের মধ্যে তাঁহার নিকট সন্দেহজনক হইয়া উঠিতেছে। কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছেন যে, সব সময়ে সে অফিস রুমে থাকে না! নিজের মনে বলিতে

থাকেন : উপেন গাঙ্গুলী যত নষ্টের গুরুমহাশয়, ও আমার মাথাটা না খেয়ে ছাড়্বে না…

সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মি তখন বারান্দার উপর পড়িতেছিল। প্রবোধ আসিল। তাহাকে দেখিয়া মন প্রফুল্ল হইল। বলিলেন…'জমিদারী নিয়ে জ্বলে মলাম…'

প্রবোধ চেয়ারে বসিয়া বলিল…'আর জ্বল্তে হবে না বন্ধু, দেশের আবহাওয়া বদ্‌লে যাচ্ছে·· চাষী হোতে পারো, জমি থাকবে নতুবা সরকারের অধিকারে চলে যাবে ·'

'·· দেখা যাক্ আন্দোলন চালিয়ে চলেছি…'

'…যতই আন্দোলন কর না কেন…'

কুমার বাহাদুর ক্ষণমুহূর্ত্ত স্তব্ধ রহিলেন। তারপর বলিলেন নিজের জন্যে ভাবিনে, ভাবি অন্যান্য জমিদারের ভবিষ্যৎ…'

'…ইংরেজ রাজত্ব শেষ হয়ে এলো, জমিদারের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপও সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাবে…'

'…এত শিগ্‌গির ইংরেজ যাবে না ·'

'·· যুদ্ধে ইংরেজের অবস্থা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে,…নেতাজীর আজাদহিন্দ ফৌজের ভারত আক্রমণ, কংগ্রেসের বিয়াল্লিশ সালের আগষ্ট আন্দোলন,সারা ভারতের গণজাগরণ জাতিকে মুক্তির পথে এনে দিয়েছে, চার্চ্চিল যতই হুম্‌কি দিক্ না কেন, সাম্রাজ্যের কারবার ওদের গুটিয়ে নিতে হবে. সাম্যের যুগ আস্‌ছে, অভিজাত্য, দাম্ভিকতা, অর্থস্ফীতির অস্তিত্ব থাক্‌বে না, ভগবান আজ রুদ্র হবে উঠেছেন, দেশের মানুষগুলোর অবস্থা শেয়াল কুকুরের মত…একটা সভ্য জাতির কি শোচনীয় পরিণাম !…'

কুমার বাহাদুর প্রবোধের কথাগুলি শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ রহিলেন। অপ্রিয় কথা পীড়াদায়ক হইয়া ওঠে। তবু বলিতে থাকেন…

'স্বাধীনতা পেলেও তার আর্বির্ভাবকে দেশের লোকের পক্ষে মনে প্রাণে বুঝে নিতে দেরী হবে, সব দেশেব ইতিহাসে পাওয়া যায়, তুমি ইতিহাসের ছাত্র ভালোই জানো, রাষ্ট্র পরিবর্ত্তন বা স্বাধীনতা লাভের পব হত্যাকাণ্ড দুর্ভিক্ষ, দলাদলি, বিশৃঙ্খলতা এসে ভিড় করে…'

কথায় বাধা দিয়া প্রবোধ বলিল ··'যাই হোক্না কেন, স্বাধীন হবার পর সমস্ত সমস্যার সমাধান হোতে পারবে, কিন্তু ইংরেজ না বিদায় নিলে আমাদের কোন উন্নতির আশা নেই, তবে তোমাদের অবস্থা হ'বে মামির মত…'

কুমার বাহাদুর দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। এমন সময়ে দরোওযান আসিয়া বলিল 'নীচে কযেকটী ভদ্রলোক আপনার জন্যে অপেক্ষা কর্ছেন ·'

' বস্তে বলো, যাচ্ছি···'

কথার সূত্র হারাইযা গেল। প্রবোধ ও কুমারবাহাদুর নীচে অবতরণ করিলেন।

পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে আগন্তুকগণের নিকট হইতে উত্তর পাওয়া গেল তাঁহারা গুপ্ত সমিতির লোক,·· কিছু অর্থের প্রয়োজন।

কুমার বাহাদুর বিস্মযের ভাব দেখাইয়া বলিলেন…'আপনাদের সম্বন্ধে কিছুতো জানিনে…' আগন্তুকগণের মধ্যে একজন বলিলেন—'আমরা কিছুই জান্তে দিইনে, যেদিন দেশ স্বাধীন হবে সেদিন অনেক কথাই জান্তে পার্বেন,…তখন হয়তো আমাদেয জযগানে মুখরিত হবে দেশ, আমরা থাক্বোনা,…তবে এইটুকু শুনে রাখুন, দেশের বহু জায়গায় আমরা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেছি, অত্যাচারী পুলিস, ম্যাজিষ্ট্রেট, সৈন্য সামন্ত কত জায়গাতেই না নিশ্চিহ্ন করেছি, আমাদের নেতারা কারাগারে আবদ্ধ, তাঁদের ওপর কি পাশবিক অত্যাচারই না চলেছে…

প্রতীকার চাই, দুষ্‌মন ইংরেজ শাসনকে সমুচিত শিক্ষা দিতে চাই, এজন্যেই টাকার দরকার…’

প্রবোধ বলিল…‘মেদিনীপুরের ব্যাপার যা শুনেছি তাতে বিস্মিত হতে হয়…’

‘…ওখানে ব্রিটিশ শাসন লুপ্ত করে দেওয়া হ’যেছে…‘মেদিনীপুর পৃথিবীর বিপ্লবের ইতিহাসে বিস্ময় এনেছে…’

কুমার বাহাদুর দরোয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন…‘ম্যানেজার বাবুকে ডাকো…’

দরোওয়ান বলিল…‘বাইরে গেছেন · ’

কুমার বাহাদুর বিরক্তভাব দেখাইয়া বলিলেন…‘এসব কর্ম্মচারী নিয়ে কি কাজ চলে প্রবোধ ?…’

‘…তোমার জন্যে বেড়াতেও যাবে না ?…’

‘…বেড়িয়ে অনেক সময়ে যে ফিরতেই চায না, তার খবর কি রাখো ?…’

প্রবোধ হাসিল। কুমার বাহাদুর বলিলেন ··‘খাজাঞ্চী বাবুকে ডাকো…’

দরোওয়ান চলিয়া গেল এবং খাজাঞ্চী বাবুকে ডাকিয়া আনিল।

কুমার বাহাদুর বলিলেন…‘এঁদের নিয়ে যান, সেরেস্তা থেকে দশ-টাকার নোট পঞ্চাশখানা দিয়ে দিন, আছে তো ?…’

‘…হ্যাঁ আছে…’

খাজাঞ্চীবাবু আগন্তুকগণকে লইয়া চলিয়া গেল। তারপর কৃষাণ আন্দোলন লইয়া আলোচনা আরম্ভ হয়। প্রবোধ বলিতে থাকে… ‘এ আন্দোলন সাংঘাতিক, চাষা তার ক্ষেতে যা উৎপাদন করবে তাতে তারই অধিকার…’

কুমার বাহাদুর বলেন,…‘অন্যায় আব্‌দার, এ প্রচারে খাজনা বন্ধ

করার পথ পরিষ্কার হোতে পারে, রাষ্ট্র শাসনের ভার বইবে কারা? রাশিয়ার ইউক্রেনে যখন সোভিয়েট কলেকৃটিভ ফার্ম্মিং আইনের জোরে আনা হয় তখন চাষীরা ধর্ম্মবট করেছিল, ফলে অবাধ্য প্রজা শাসন করবার জন্যে চাষীদের গোলাজাত ফসল জোর করে নিয়েছিল সোভিয়েট সরকার...'

'...তাতে ফল হোলো কি? দারুণ দুর্ভিক্ষ, বহুলোক প্রাণ হারালো দেশের মধ্যে শ্রেণীসংঘর্ষ রোধ না করলে জাতির উন্নতি হবে কি করে কুমার বাহাদুর!...'

জমিদারী সংক্রান্ত নানা কথাই ক্রমে ক্রমে আসিল। বহুক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর কুমার বাহাদুরের সহিত চা পান করিয়া প্রবোধ বাড়ী ফিরিল।

দুই

কলিকাতার উপকণ্ঠবর্ত্তী পাণিহাটী। তাহারই প্রান্তভাগে গঙ্গার কূলে একখানি প্রাচীন ছোট দোতলা বাড়ী। তাহার দুইপার্শ্বে অযত্ন-রক্ষিত উদ্যান...ঠিক যেন বনজঙ্গলের মত। সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। দেখিলে মনে হয় যেন সবুজ গালিচায় প্রসারিত। এদিকে ওদিকে ফুলের কেয়ারি, সবুজ তৃণজালের মধ্যে ছোট ছোট গাছের বুকে নানা প্রকার বন্যলতা ও জংলিফুল। প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ঋতুতে সময়োপযোগী ফুল ফোটে। নীচেই সান্‌বাঁধানো ঘাট। সোপান শ্রেণীর উপর গঙ্গার ঢেউ ফুলিয়া ফুলিয়া আঘাত করে...ঢেউ ভাঙ্গিয়া যায়। ধূসর চল্‌তি রাস্তা বাড়ীটার পার্শ্ব দিয়া আঁকাবাঁকা ভাবে নানা পথের সহিত সম্মিলিত হইয়া শেষে ব্যারাকপুর রোডে মিশিয়াছে।

লোকালয়ের কোলাহল হইতে বিচ্ছিন্ন অধ্যাপক পরিবার এখানেই বাস করেন। এপরিবার যে বিজনতা ও শান্তির অনুরাগী, এখানে আসিলে উপলব্ধি হয়। জন বিরল শান্তিময় আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়াও বৃদ্ধ অধ্যাপক পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়ের মনে শান্তি নাই। স্ত্রী অনসূয়া স্বামীর মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য আনিতে সচেষ্ট হইয়াও ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছেন। তাঁহার আশঙ্কা·· মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিলে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে, অবশেষে বৃদ্ধের জীবন রক্ষা করা অসম্ভব হইতে পারে।

বৃদ্ধের চিন্তার কারণ আছে। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি যে জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন, ঘটনাচক্রে মামলা মোকৰ্দ্দমার ফলে ও তাঁহার বিশ্বাস-ঘাতক কৰ্ম্মচারীদের কূটচক্রান্তে তাহার অধিকাংশই পরহস্তগত। জীবন-সন্ধ্যায় তাঁহাকে কলিকাতার কোন প্রাইভেট কলেজে অধ্যাপনার ভার লইতে হইয়াছিল। প্রাইভেট কলেজে সামান্য বেতনে সুদীর্ঘকাল কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে আত্মসম্মানের জন্য সম্ভবপর হইল না। ইতিহাসের অধ্যাপনা ত্যাগ করিলেন। সেও আজ অনেকদিনের কথা।

পড়াশুনাই তাঁহার আজীবনের ব্রত। গ্রন্থকীট হওয়ার ফলেই বৈষয়িক জ্ঞান হইল না। সুযোগবাদীরা তাঁহার এই দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়াই তাঁহাকে পথের ফকির করিবার চেষ্টা করিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নাই। সম্বল মাত্র পাণিহাটির এই বাড়ীখানি, তাহাও বন্ধক দেওয়া। বন্ধকী সম্পত্তির পুনরুদ্ধার হইবে কি না তাহা কে জানে! মানুষ তবুও আশা ছাড়ে না। অনসূয়া বিষণ্ণ স্বামীকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করেন। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের বিষাদের রঙে মনটাকে রাঙাইয়া বলেন···'ভেবে দেখো একদিন আমাদের বিশাল সম্পত্তি ছিল, আজ রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি। এই বাড়ীখানি কোন রকমে যদি উদ্ধার না হয়, তাহোলে মাথা গুঁজ্‌বার একটুও জায়গা থাক্‌বে না·· গঙ্গার ধারে এমন সুন্দর বাড়ী!'

অনসূয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন…'সারা জীবন ধরে পড়া-শুনা করেই মস্তিস্ক অবসন্ন করে তুল্লে, ইতিহাসের একখানা বইও যদি লিখ্‌তে, তবু জান্‌তাম কিছু আয়ের ব্যবস্থা হয়ে থাকতো…'

বৃদ্ধ স্ত্রীর মুখের দিকে উদাস দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া বলিলেন '…হ্যাঁ, কথাটা মন্দ বলোনি, কিন্তু লিখ্‌তে গেলেই মনে হয় যা বল্‌বার আছে তা ঠিক বলা হচ্ছে না, তুমি জানো কি অনসূয়া ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা কত মারাত্মক ভুল করে গেছেন! ইতিহাসের মর্য্যাদা তাঁরা ক্ষুণ্ণ করে মন গড়া অনেক কথা লিখে গেছেন, ছেলেমেয়েরা সেই সব পড়ে নিজেদের ইহকাল পরকাল খেয়ে বসে আছে, আমি তা পার্‌বোনা। দ্রাবিড়রা এদেশে ছিল, আর আর্য্যরা উরল পর্ব্বত থেকে এসেছিলেন এ কথা বিশ্বাস কর্‌তেও লজ্জা বোধ হয়,…ইতিহাসের গোড়ার কথায় যে সব গোলমাল রয়েছে তা মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত সত্যিকারের ইতিহাস লেখা আরম্ভ করা যায়না…ভারতের সর্ব্ব প্রথম স্বাধীনতার আন্দোলনকে ওরা বলে দিলে সিপাহী বিদ্রোহ…বলো, এসব কথা কেমন করে সত্য বলি! দেশ স্বাধীন না হোলে দেশের সত্যিকারের ইতিহাস পাওয়া যাবে না…'

'…কোন মাসিকের ভেতর দিয়ে এ নিয়ে আলোচনা সৃষ্টি কর্‌তে পারো তো?'

'…ও আমার ধাতে সয় না…'

এ সময়ে চিত্রা বৈকালিক নিদ্রাত্যাগ করিয়া উপস্থিত হইল।

কন্যাকে দেখিয়া অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বলিলেন…'তাহোলে কি ঠিক কর্‌লে?' ধীরকণ্ঠে চিত্রা বলিল…'ও চাকুরীটা নেওয়াই ভালো, প্রবোধ দা যখন জুটিয়ে দিচ্ছেন, আপনাদের দুঃখ কষ্ট দূর করতে পারবো তো!'

বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন…'আমি তো মা তোমাকে

উচ্চ শিক্ষিতা করবার জন্তে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম, সার্থক হয়েছে কিন্তু চাকুরী করবে! এটা আমার কাছে ঠিক ভালো লাগছে না। আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেই সর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং শিখলে···শিখেছ, বেশ করেছ। বিয়ে করে সংসার ধর্ম্ম কর্বে এই আমার ইচ্ছে···তুমি আমার একমাত্র সন্তান, গ্রাজুয়েট, তোমাকে সৎপাত্রস্থ করবার আশা রাখি, বংশের চিরাচরিত প্রথাকে বজায় রাখা কি উচিত নয়?···'

অনসূয়া স্বামীর কথা সমর্থন করিয়া শেষে বলিলেন···'ভেবে দেখো মা, আমরা আজ গরীব হোতে পারি, আমাদের পেছনে আভিজাত্য আছে···আমাদের ঘরের মেয়েরা কখন চাকুরী করেনি, অশিক্ষিতাও কেউ নয়···'

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া গাম্ভীর্য্যের সহিত চিত্রা বলিল···'যুগের হাওয়া আজ বদলে গেছে, বড় বড় ঘরের মেয়েরা চাকুরী করছে, এটা এমন কিছু অপরাধ নয়। সমাজ থেকে যখন এখনও পণপ্রথা উঠ্‌লো না, তখন মেয়েরা স্বাবলম্বী হয়ে যদি সংসার ধর্ম্ম চালাতে পারে, তাতে কোন আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। ভেবে দেখো কতদিন বি,এ পাশ করেছি। বহু সম্বন্ধ দেখেছ, দশ হাজারের কম টাকায় তোমার মেয়ের পক্ষে পার হবার উপায় নেই, তার বিয়ে না করাই ভালো। তাকে নিজের পায়ে নিজেকে দাঁড়াতে দাও, সংস্কার মুক্ত হবার দিন এসেছে মা, আমাকে ভুল বুঝোনা···পরাধীন দেশের মেয়ের আবার আভিজাত্য কি? যারা দু'বেলা দুমুঠো পেট ভরে খেতে পায় না··· যাদের দেশের সন্তানরা ভাতের বদলে ফেন খেয়ে কাটায়···'

কথায় বাধা দিয়া অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বলিলেন···'শিগ্‌গিরই দেশ স্বাধীন হবে, গান্ধীজির তপস্যা ব্যর্থ হবে না · যাক্, তোমার মত সুন্দরী মেয়েকে হয়তো বিণাপণেও কেউ নিয়ে যেতে পারে, এমন সুযোগ আস্‌বে না তা কে জানে!···

চিত্রা বলিল···'সমাজ এখনও সে রকম উদার হয়নি বাবা! মানুষ যত বড়ই হোক্ না কেন, অর্থলোভ সহজে সে ত্যাগ করতে পারে না, দশহাজার তো দূরের কথা, পাঁচ হাজার টাকা দেবার মত অবস্থা আপনার নেই, বাড়ীটা বন্ধক রয়েছে·· আজ দশ হাজার টাকা থাক্‌লে তো এই সম্পত্তিরই উদ্ধার হোতে পারে···'

অধ্যাপক নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

চিত্রা চোখের জল আঁচল দিয়া মুছিতে মুছিতে বলিল··'ভেবে দেখুন, কি বিশাল সম্পত্তিই না আপনার ছিল, সে সব থাক্‌লে আমাকে চাকুরীর জন্যে বেরোতে হোতো না···আমিই বিশাল সম্পত্তিরই উপস্বত্ত্ব ভোগী হ'তে পার্‌তাম···'

স্নেহার্দ্র মাতা অনসূয়া কন্যাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। বারান্দায় বসিয়া অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। মন দূর কোন্ শূন্যতার পথে হারাইয়া গিয়া যেন আশ্রয় খুঁজিতেছিল। আশ্রয় নাই, সান্ত্বনা নাই··· যেন মর্ম্মন্তুদ গভীর বেদনা বাতাসে আর্ত্তনাদ করিয়া বেড়াইতেছিল।

চিত্রা চাকুরী করিবে! জমিদারের মেয়ে, তাহার এই দুর্গতি! নিয়তির পরিহাস নয় কি! অনসূয়া ভাবিতে লাগিলেন, অভাব এবং দৈন্য মানুষকে নিম্নস্তরেও আনিয়া দেয়। অনসূয়া মনের বেদনা কোনরূপে চাপিয়া বলিলেন···'তোমাকে ফেলে আমরা কি করে থাক্‌বো,'·· তাঁহার চোখে জল আসিল, চিত্রা বুঝাইয়া বলিল···'দুঃখ করোনা মা, মাঝে মাঝে আস্‌বো···তোমাদের কষ্ট লাঘব করা এটাও তো আমার কর্ত্তব্য···'

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় চিত্রার পাংশুমুখ লক্ষ্য করিলেন, কিছু বলিলেন না। অনসূয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন···'স্বপ্নেও ভাবিনি যে তোমাকে সংসার চালানোর জন্যে পয়সা রোজগার করতে হবে···'

'...এটা আজ্‌কের দিনে লজ্জার কথা নয় মা...'

অপ্রত্যাশিত ভাবেই প্রবোধ গোধূলিক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইল। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় ও অনসূয়াকে প্রণাম করিয়া একখানি চেয়ারে বসিল।

বৃদ্ধ অধ্যাপক বিস্মিত হইয়া বলিলেন...'আজ যে হঠাৎ এলে? কাল দুপুরে আস্‌বার কথা ছিল...'

প্রবোধ বিনীতকণ্ঠে বলিল...'চাকুরীর জন্যে বহু দরখাস্ত পড়েছে তার ওপর সুপারিস...কুমার বাহাদুর বড় ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন—'

কথায় বাধা দিয়া বৃদ্ধ বলিলেন...'কি ঠিক হোলো...'

'...চিত্রার দরখাস্তখানি তাঁর হাতে দিয়ে বলেছি এ আমার লোক, কুমারবাহাদুরের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে, এজন্যে তাঁর ওপর জোরও আছে। আগামী সোমবারেই লোক নিযুক্ত করে ফেল্‌বেন: আমার ইচ্ছে কাল্‌ সকালেই ওঁর সঙ্গে চিত্রার দেখা সাক্ষাৎ করিয়ে দিই...'

বৃদ্ধ সবিস্ময়ে বলিলেন...'বুঝতে পার্‌ছিনে প্রবোধ, কুমার বাহাদুর হঠাৎ পুরুষ মানুষ ছেড়ে মেয়েমানুষকে তাঁর সেক্রেটারী কর্‌ছেন। শুনেছি এখনও পর্য্যন্ত বিয়ে করেন নি...'

প্রবোধ বলিল...'ওঁর সম্বন্ধে অন্য ভাবে নেবেন না, স্বাস্থ্য ভালো নয় বলেই এ যাবৎ বিয়ে করেন নি, স্বভাব চরিত্র খুব ভালো, সর্ব্বদা পড়াশুনা নিয়ে আছেন। ওঁর ধারণা পুরুষের চেয়ে মেয়েরা কর্ম্মপটু... শিক্ষিতা মেয়েরা যাতে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে এদিকেই ওঁর লক্ষ্য...প্রায়ই বলেন মেয়েরা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে, পুরুষরা ফাঁকি দেওয়ারই চেষ্টা করে...যার যে ধারণা, তাতো সহজে বদলায় না...'

'...সেক্রেটারীকে কি কর্‌তে হবে?...'

'...সর্টহাণ্ড নোট নেওয়া আর অন্যান্য কাজ...বাংলার জমিদারদের

উচ্ছেদ সাধন করবার চেষ্টা হচ্ছে, উনি তার প্রতিবাদকল্পে একখানি বিরাট বই ইংরাজীতে লিখছেন, সেক্রেটারীকে এ বিষয়ে সহযোগিতা করতে হবে…'

'…উদ্দেশ্য মহৎ…এরকম একখানা বই লেখার আশু প্রয়োজন আছে আমার মেয়ের সম্বন্ধে কি রকম সুপারিস করেছ ?…'

'…বলেছি আমারই আত্মীয়া,…জমিদারের মেয়ে, অবস্থাবিপর্য্যয়ে তাকে চাকুরী নিতে হচ্ছে…'

অনসূয়া এতক্ষণ নীরব হইয়া শুনিতেছিলেন।

বলিলেন ‥'কি রকম বেতন দেবে ?…'

'…মাসিক দুশো টাকা আর ফ্রি কোয়াটার…'

'…তোমার আত্মীয়, তা হোলে উনি তো ব্রাহ্মণ ?…'

'…হ্যাঁ, ওঁরা সোনাগড়ের মুখুয্যে, আমার বউদিদির ভায়ের বিয়ে হ'য়েছে ঐ পরিবারে, তাছাড়া উনি আমার সহপাঠী, একসঙ্গে প্রেসিডেন্সি থেকে বি, এ পাস করেছি…'

'…ওঁর স্বাস্থ্য খারাপ হবার কারণ কি ?…'

'…একটু হাঁপানির ভাব আছে, ওঁর বাবারও হাঁপানি ছিল…'

বৃদ্ধ অধ্যাপক কিছুক্ষণ মৌন রহিলেন। নিজের মনে বলিতে লাগিলেন…'দেশে কত শিক্ষিত বেকার যুবক রয়েছে, এসব ছেড়ে মহিলা চাই, বেঁচে থাক্‌লে আর ও অনেক কিছু দেখা যাবে। পাশ্চাত্য সভ্যতা দেশটাকে একেবারে অধঃপতনের চরম সীমায় এনে দিয়েছে, তা না হোলে মহিলাকে প্রাইভেট সেক্রেটারী নেবার ধুয়ো উঠেছে… অনেক অফিসেই এমন কি গভর্ণমেণ্ট অফিসে পর্য্যন্ত এই রকম নেওয়া হচ্ছে !…'

চিত্রা বয়স্কা এবং শিক্ষিতা, তেজস্বিনীও বটে। তাঁহার মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কোন কথা বলা অযৌক্তিক। পাছে বাধা দিলে সে তাহা

অগ্রাহ্য করিয়া স্বেচ্ছাচার দেখায় এই আশঙ্কায় কোন প্রকার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না। তারপর ভাবিলেন কন্যাকে সৎপাত্রস্থ করিতে হইলে যে পরিমাণে অর্থ প্রয়োজন তাহা তাঁহার নাই।

নিজের মনে বলিলেন · 'কি সর্ব্বনেশে সামাজিক অবস্থা, নন্‌ম্যাট্রিক ছেলে, কল্‌কাতায় ছোট একখানি বাড়ী···চল্লিশ টাকার কেরাণী, তার দর কিনা চার হাজার!'

তারপর প্রবোধকে বলিলেন···'চিত্রাকে কবে নিয়ে যেতে চাও!'

'···আজই···'

অধ্যাপক একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন···'আজ কেন?'

'···কাল সকালে দেখা করিয়ে একেবারে পাকাপাকি ব্যবস্থা করে ওকে আপনার কাছে নিয়ে আস্‌বো, রাত্রে আমাদের বাড়ীতে থাক্‌বে 'খন···'

'···বেশ, যা ভালো বোঝো তাই করো···'

অনসূয়া এরূপ আকস্মিকতার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, স্বামীর সম্পূর্ণ সম্মতি দেখিয়া একটু বিস্মিতা হইলেন।

বৃদ্ধ অধ্যাপক কন্যাকে বলিলেন···'তাহোলে মা যাও, প্রস্তুত হওগে···'

চিত্রা অনসূয়ার সহিত চলিয়া গেল।

প্রবোধের সহিত অধ্যাপক পরিবারের ঘনিষ্ঠতা বহুপূর্ব্বেই হইয়াছে, অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের নিকট সে কিছুদিন ইতিহাসের গবেষণা করিতেছিল। পিতার মৃত্যুর পর তাহার উপর সংসারের চাপ পড়িল, সে বাধ্য হইয়া বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে চাকুরী লইল। বর্ত্তমানে সে

গেজেটেড অফিসার। বৃদ্ধ অধ্যাপক তাহাকে বহুবারই বিবাহিত হইবার জন্য বলিয়াছিলেন। তিনি অন্তরে এই আশাই পোষণ করিয়াছিলেন যে, একদিন তাহার সহিত চিত্রাকে বিবাহ দিয়া কন্যাদায় হইতে নিস্কৃতি লাভ করিবেন। ভাগ্যচক্রে সে আশা অবলুপ্ত, প্রবোধের বিবাহ করিবার ইচ্ছা আদৌ নাই। কথাপ্রসঙ্গে একদিন তাহাকে বলিয়াছিলেন…'বুঝিনে তোমাদের মত শিক্ষিত ছেলেরা কেন বিয়ে করতে চায়না, মোটা বেতন পাও, আর্থিক অস্বচ্ছলতা নেই…'

প্রবোধ সে কথার উত্তরে বিশেষ কিছু বলে নাই, শুধু বলিয়াছিল… 'চলে যাচ্ছে যখন, আর নিজেকে কেন বেড়া জালে আবদ্ধ করি…'

মধ্যে মধ্যে আসিয়া সে অধ্যাপক পরিবারের খোঁজ লইয়া যায়। চিত্রার উপর তাহার যে প্রাণের টান আছে ইহা অজানা থাকে না। অধ্যাপক ও তাঁহার স্ত্রীর ধারণা প্রবোধ চরিত্রবান এবং অত্যন্ত ভদ্র। চিত্রা প্রবোধের সহিত গল্প গুজব করে, গান শুনাইয়া আনন্দ দেয় এবং নানা বিষয়ে অবাধ আল্যাপ আলোচনা করে। সে জন্য অনসূয়া বা বৃদ্ধ অধ্যাপক কোন আপত্তি করেন না। সময়ে সময়ে প্রবোধ তাহাকে মোটরে উঠাইয়া বেড়াইয়া আনে। আশ্চর্য্য এই যে, এত অবাধ মেলা-মেশা এবং আলাপ পরিচয়ের পরও তাঁহারা পরস্পরের জীবন একই সূত্রে গ্রথিত করিল না।

চিত্রাও বিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী নয়। যৌবনসুলভ সুখের স্বপ্নকে সে ক্রমাগত উপহাসই করিয়া আসিয়াছে। তাহার ধারণা, ক্ষণস্থায়ী স্বাপ্নিক মাদকতার উপর ভর করিয়া কোন স্বর্ণ ভবিষ্যৎ গড়িয়া তোলা যায় না। সমাজের আচার ব্যবহার তাহার মনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে; পিতার ঔদাস্যের দরুণ জমিদারী হস্তান্তরিত হওয়াতে এবং বসত বাটী বন্ধকী অবস্থায় আসাতে সে অধিকাংশ সময়ে বিষণ্ণ হইয়া থাকে।

চাকুরী করিবার অভিপ্রায় সে-ই প্রবোধকে একদা জানাইয়াছিল, তাই প্রবোধ চেষ্টা করিয়া তাহার জন্য এ চাকুরী ঠিক করিয়াছে।

প্রবোধের সুললিত ও পুরুষোচিত সুন্দর মুখশ্রী, গৌরবর্ণ দীর্ঘকান্তি বিশিষ্ট দেহ এবং পদ মর্য্যাদাসুলভ ভাবভঙ্গী যে কোন ললনাকে মুগ্ধ করিতে সক্ষম। চিত্রার অসাধারণ রূপ লাবণ্য যে কোন তরুণ হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে পারে। প্রবোধের মন ভুলানোর জন্য চিত্রা কোন দিনই চেষ্টা করে নাই। তাহার মনের একদিকে ফুটিয়াছে উচ্চশিক্ষার মাধুর্য্য, অপর দিকে দেখা দিয়াছে দারিদ্র্যের তিক্ততার জন্য গভীর নৈরাশ্য।

যে বয়সে মেয়েরা তরুণ সঙ্গীর সঙ্গে প্রেমে পড়িয়া আনন্দ উপভোগ করিতে ব্যাকুল হয়, সে বয়সে চিত্রা প্রবোধের চিত্ত-সান্নিধ্য লাভ করিয়াও প্রেমপিয়াসী হয় নাই। শুধু প্রবোধ কেন, ছাত্রী অবস্থায় কত তরুণের সহিতই না তাহার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল, কেহই তাহার মনে রেখাপাত করে নাই। অথচ অনেক তরুণের মনে চিত্রার রূপশ্রী মূর্ত্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহার সৌন্দর্য্য পান করিয়া একটু হৃদয়ের আনুকূল্য পাইবার জন্য কত তরুণই না সচেষ্ট হইয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছে! আশ্চর্য্য এই যে, এরূপ সুন্দরী মেয়েকে বিনা পণে বিবাহ করিতে কেহ অগ্রসর হয় না। সেখানে গণ্ডীবদ্ধ সমাজের প্রথাই প্রবল হইয়া উঠে।

চিত্রা প্রসাধন ও বেশভূষার পরিপাট্য সাধন করিয়া বাহিরে আসিল। মাতা অনসূয়াও সঙ্গে আসিলেন। পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া সে প্রবোধের সহিত জীবনের নবযাত্রাপথে বাহির হইল। প্রাণের প্রবাহকে বাধা মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে যে পথ তাহাকে ধরিতে হইল, তাহার পরিণতি ভাঙাগড়ার আবর্ত্তনে কিরূপ আকার ধারণ করিবে তাহা কে জানে!

চিত্রা চলিয়া যাইবার পর স্বামীকে অনসূয়া বলিলেন…'কাজটা খুব ভালো হোলোনা, তুমি সম্মতি দিলে, কিন্তু আমার আদৌ ইচ্ছে ছিল না, ঘরের ভেতরই মেয়েদের প্রকৃত কল্যাণ রয়েছে…বাইরে নয়…'

প্রশান্তভাবে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বলিলেন…'সব বুঝি, বয়স তো অনেক হয়েছে…তবে কি জানো, মেয়ে বড় হয়েছে, তার ওপর শিক্ষিতা…এখন আর ছোট নেই, বুঝোতে গেলাম, বুঝলোনা… তাকে বাধা দেওয়া মানেই গণ্ডগোলের সৃষ্টি করা, ওকাজে আমি নেই… প্রগতিশীল যুগের হাওয়া বন্ধ করবার ক্ষমতা তোমার আমার নেই…· দিন কাল যে রকম পড়েছে তাতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে আমাদের দেশের মেয়েদের চলার জড়ত্ব থাকবে না, এক পক্ষে ভালো বলা যায়… পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মেয়েরা স্বাধীনা, আমরাই বা কত দিন আমাদের মেয়েদের ভুলিয়ে রাখবো ঘরে ?…'

মাতৃহৃদয় চিত্রার বিদায়ের পর কাতর হইলেও তাহার বহিঃপ্রকাশ দেখা গেলনা, স্বামীর কাছে আসিয়া অনসূয়ার অন্তরের ব্যথা বেদনা একটু লাঘব হইল। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বর্ত্তমানের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে বুঝাইতে থাকেন যে, ধীরে ধীরে দেশের আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হইতেছে…এই পরিবর্ত্তনের প্রতিপদক্ষেপে সংরক্ষণশীল দেশের যাত্রীদল চমকাইয়া উঠিতেছে। অধ্যাপক পরিবারের পক্ষে চমকাইয়া ওঠা এজন্যই বিস্ময়জনক নহে। প্রগতিশীল মেয়েদের সঙ্কল্পের ভাবী পরিণাম যতটা আশঙ্কা জনক বলিয়া মনে হইতেছে, ততটা হওয়ার পরিবর্ত্তে মাঙ্গল্যের রূপ এবং সুন্দরের প্রবর্ত্তনা সম্ভব হইতে পারে। এ কথায় অনসূয়ার চিন্তার দ্বন্দ্ব উপশম হয় না, বরং বৃদ্ধি পায়।

শেষে নিজের মনে বলিতে থাকেন…'আজকালকার মেয়েরা স্বেচ্ছাচারের অধিকার পেয়েছে, তাদের গতিবেগ ভাবী কল্যাণের কোন ইঙ্গিতই করছে না, পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব থেকে তারা নিজেদের

মুক্তি ঘটিয়েছে, তারা ছুটি পেয়েছে, কেমন করে মাঙ্গল্যের রূপ ফুট্‌বে!'

রক্তিম রবির শেষ রশ্মি তখনও তরুশীর্ষে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। তখন আবীর রঞ্জিত দিক্ চক্রবাল।

মোটরে উঠিয়া প্রবোধ চিত্রাকে বলিল…'তোমাকে খুব হিসেব করে চল্‌তে হবে, কুমারবাহাদুরকে কাজ দেখিয়ে খুসী কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বে, তেজস্বিতা দেখিও না…চাকুরীর ক্ষেত্রে এর বিশেষ মূল্য নেই… আমার মুখ যেন ছোট হ'য়ে না পড়ে…সর্টহ্যাণ্ড টাইপ রাইটিংএ তোমার স্পীড খুব আছে বলেই সাহস করে তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পার্‌ছি…'

চিত্রা প্রফুল্লভাব দেখাইয়া বলিল…'তাঁকে খুসী কর্‌তে পারবো এভরসা আমার আছে…কাজে দেখে নেবেন…'

মোটর চলিতে থাকে। গম্ভীরভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রবোধ মোটরের ষ্টিয়ারিং ঘুরাইতে ঘুরাইতে পথের দিকে দৃষ্টি রাখে। চিত্রা তাহার পার্শ্বে বসিয়া নানা প্রকার প্রসঙ্গের অবতারণা করে। উভয়ের মধ্যে সেই সকল প্রসঙ্গ লইয়া তর্ক বিতর্ক চলে।

বালিগঞ্জের 'মে' ফেয়ারের মধ্যবর্ত্তী একটী বাড়ীর কাছে আসিয়া মোটর থামিল। প্রবোধ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,…'এই আমাদের বাড়ী…'

পুরাতন অট্টালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চিত্রা বুঝিল একদা ইহারা উল্লেখযোগ্য বড় লোকই ছিল। চিত্রাকে সঙ্গে লইয়া প্রবোধ উপর তলায় উঠিল, বারান্দায় মাতা বিরজা সুন্দরী দাঁড়াইয়া ছিলেন।

বলিলেন,…'প্রবোধ! এই মেয়ের চাকুরী করে দিবি না কি?…'

'…হ্যাঁ, মা…'

চিত্রা তাহাকে প্রণাম করিল। বিরজাসুন্দরী আশীর্ব্বাদ করিয়া

বলিলেন—'তুমি চাকুরী করতে যাবে মা, সে কি? গৃহলক্ষ্মী হ'য়ে থাকাই তোমার পক্ষে মানায়···'সজোরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন, বারম্বার চিত্রার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শেষে বলিলেন···'এমন পরমাসুন্দরী মেয়ের কপালে বর জুটলো না,.লেখাপড়া জানা মেয়ে···'

প্রবোধ বিমর্ষভাবে বলিল··'ওতো সে ভাগ্য করেনি, কপালে যা লেখা আছে তাই তো হবে···'

প্রবোধের কথাগুলি শুনিয়া বিরজাসুন্দরী একটু স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরক্ষণে বলিলেন···'আমার ইচ্ছে হয় এইরকম মেয়ে ঘরে আনি··· ঘর আলো করা বউ হোতে পারে···'

চিত্রা সরম জড়িত হইয়া নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল, তিনি তাহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। প্রবোধ কোন কথা না বলিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। চিত্রাকে দেখিয়া বিরজাসুন্দরীর অন্তরের কোন এক অনাবিষ্কৃত প্রান্ত হইতে কে যেন বলিয়া ওঠে···'প্রবোধের সঙ্গে মানায ভালো···'

রাত্রে বাড়ীর মহিলাগণ চিত্রার গান শুনিলেন। এই পরিবারের সকলের নিকট হইতে চিত্রা আদর আপ্যায়ন লাভ করিয়া আনন্দ অনুভব করিল, মনে হইল যেন ইহারা চিরপরিচিত। সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া প্রবোধের সহিত অধ্যাপক পরিবারের হৃদ্যতা ও সম্প্রীতি থাকিলেও চিত্রাকে সে কখন বাড়ীতে আনে নাই। বৃদ্ধা মাতা সংরক্ষণশীল সমাজের অনুশাসনগুলি মানিয়া চলিতে চেষ্টা করেন। বাড়ীর মেয়েরা তাঁহার আদর্শে পরিচালিতা। তবে লেখা পড়ার দিকে তাঁহার অনুরাগ থাকায় ছেলে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষিত হোক এই সদিচ্ছাই মনে পোষণ করেন।

সংসার-বিগ্রহ বুকে লইয়া তিনি গার্হস্থ্যধর্ম্ম পরিচালনা করিতেছেন। কয়েক বৎসর হইল স্বামী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংসারে থাকিয়াও তিনি সন্ন্যাসিনীর মত দিন যাপনে অভ্যস্ত

হইয়াছেন, ধনীর গৃহে জন্মাইয়া এবং জেলার জজের স্ত্রী হইয়াও কোন দিন তাঁহার অহঙ্কারের অভিব্যক্তি দেখা যায় নাই। ক্ষুদ্রতা স্বার্থপরতা ও নীচতাকে বরাবর অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন ··নিজের জীবনে এগুলিকে পুষ্টিলাভ করিতে দেন নাই।

তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ চন্দ্রা অকালে বিধবা হওয়ায় তাঁহার অন্তর ব্যথিত। চন্দ্রা সর্ব্বদাই শ্বাশুড়ীর সহিত সংসারের সকল কাজে ব্যাপৃত থাকে। তাহার সন্তানাদি নাই···সংসারে চন্দ্রাই একমাত্র বধূ। বাংলার সাধারণ ঘরের মধ্যে শ্বাশুড়ী বউয়ের কোন্দল যেমন নিত্যই হয়, এসংসারে তাহার একান্ত অভাব।

প্রবোধের বিবাহ হইবে, বধূর মুখ দেখিবেন মাযের মনে কত আশা! কিন্তু তাহার অনিচ্ছার উপর কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করেন না। চন্দ্রা বুঝায়,···মায়ের মনের কথা প্রকাশ করে। বলে···'ঠাকুর পো বিয়ে করো···'

প্রবোধ উত্তর দেয়···'তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে বউদি, বিয়ের পরে এ সংসারের চেহারা বদলে যাবে, তা চাইনে···এখনও দুই বোনের বিয়ে দিতে হবে, একটী ভাইকে লেখা পড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হবে···'

বউদিদি চন্দ্রা হাসিতে হাসিতে বলিল···'ওসব কথা ছেড়ে দাও, আচ্ছা চিত্রার সঙ্গে···'

'···কি যে বলো বউ দি··'

'···ওর সঙ্গে তো তোমার বেশ ভাব হয়েছে···'

'···হোতে পারে বউদি, আমার সম্বন্ধে হয় তো তোমাদের ভিন্ন ধারণাও মনে আসতে পারে···এটা জেনো চিত্রা বা আমি দু'জনেই বিয়ের পক্ষপাতী নই, তাই আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি···'

মা বলছিলেন তোমার সঙ্গে চিত্রাকে বেশ মানায় '

উত্তেজিত কণ্ঠে প্রবোধ বলিল…'আমাকে কি তোমরা পাগল করে তুল্‌বে? বিয়ের আশা ছেড়ে দাও, বাবা চলে গেছেন, দাদাও গেছেন… সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আনন্দের দিনও হারিয়ে গেছে…'

চন্দ্রার মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ম্লান মুখে প্রবোধের কক্ষ হইতে বাহির হইল।

আশা যেন মৃগতৃষ্ণিকার মত নিষ্ফল্ স্বপ্নে পর্য্যবসিত হইবার দিকে অগ্রগামী।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারোটা বাজিল। রজনী গভীর হইয়া আসিল।

নিশীথ রাত্রি। বিছানায় শুইয়া চন্দ্রার সহিত চিত্রার কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয়। গানের পালা অনেকক্ষণ আগেই সে শেষ করিয়াছে। বাড়ীর সকলেই নিদ্রামগ্ন ··জাগিয়া রহিয়াছে চন্দ্রা এবং চিত্রা। সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে চলিতে উভয়ে এমন একটী অবস্থার সম্মুখীন হইল যাহার ফলে চিত্রা বলিল·· 'এইতো সমাজ বউদি। কত টাকা পণ দিযেই না আপনার বাবা আপনাকে বিয়ে দিয়েছেন। স্বামী মারা গেলেন, আপনার সংসারধর্ম্ম আশা আকাঙ্ক্ষা সব বিসর্জ্জন দিতে হোলো, আর আপনি যদি মরে যেতেন দাদা, আবার বিয়ে করতেন, আবার টাকা আসবাব পত্র পেতেন, কেমন! সুন্দরী না হয়ে কালো হলে বহুটাকার পণ লাগতো ··সমাজের অন্যায় অবিচার দেখে, বিয়ে করার সখ বা প্রবৃত্তি আমার মনের ভেতর মোটেই নেই—মাংস কেনা বেচার বাজার খুলেছে বাংলার হিন্দুসমাজ, তাই নয় কি বউদি! এই কি সভ্যতা?…'

ঘরে বিজলী বাতি জ্বলিতেছিল। তাহার ঘৃণা ও হতাশা ব্যঞ্জক মুখভঙ্গী

এবং মধ্যে মধ্যে স্ফুরিত উত্তেজনা পূর্ণ কথাগুলির দিকে লক্ষ্য করিয়া চন্দ্রা বলিল…'সমাজের এসব অন্যায়কে সবাই স্বীকার করে, তা বলে…'

কথায় বাধা দিয়া চিত্রা বলিল…'তবে পরিবর্ত্তন করে না কেন?' দেশকাল পাত্র ভেদে প্রয়োজনের দরকার আছে বই কি! দেশে যেদিন নির্জ্জলা একাদশী বন্ধ করিয়ে, আপনার মত পূর্ণ যৌবনসম্পন্না বিধবার বিয়ে দেওয়া যাবে আর সতীদাহের মত নিষ্ঠুর পণপ্রথার উচ্ছেদ সাধন হবে, সেদিনই দেশের প্রকৃত কল্যাণ হবে ·'

চন্দ্রা আবেগ পূর্ণ কণ্ঠে বলিল…'আর যেদিন তোমার মত মেয়েরা কুমারী না থেকে, চাকুরীতে না ঢুকে, স্বামীকে নিয়ে ঘরসংসার কর্‌বে সেদিন দেশ আর্য্য সভ্যতার আদর্শকে ফিরে পাবে…'

'…বিয়ে কর্‌বার সম্পূর্ণ বিরোধী না হোলেও কতকগুলি 'ইজম'এর জন্যে বিয়ে কর্‌ব না বলে ঠিক করেছি…'

'…হ্যাঁ, 'ইজম্' একটা ফ্যাসান হয়েছে। এর জন্যে জাতির সঙ্গে জাতির যুদ্ধ হয়, এর জন্যে স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া হয়, এর জন্যে দল পাকিয়ে সাহিত্যে রাষ্ট্রে সমাজে মানুষগুলো মনুষ্যত্ব বর্জ্জন করে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে বসে…'

চিত্রা একথায় খুসী হইল না। সামান্য দুই চারিটী কথা বলিয়া নিদ্রার ভাণ দেখাইতে চন্দ্রা নীরব হইল। চিত্রা বুঝিতে পারিল এই বিধবা বধূটি উচ্চ শিক্ষিতা।

তিন

প্রাতঃকাল। কুমার বাহাদুর বৈঠকখানায় বসিয়া কাগজ পড়িতেছিলেন। গান্ধীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের পরবর্ত্তী অধ্যায়ের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে,...স্বাধীনতা সংগ্রামের অধ্যায়। হিংসালোলুপ বৃটিশ সরকার গান্ধীজী ও কংগ্রেসের নামে অপপ্রচার করিতেছে। গণ-অভ্যুত্থান দেখা যাইতেছে। পড়িতে পড়িতে স্মরণ হইল উনিশ শো বিয়াল্লিশ সালের আগষ্টের কথা · সেদিন ছিল আটই তারিখ, নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন ; বোম্বাই সহরে বিভিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য ছিল · কৃষক ও শ্রমিকদের হাতেই প্রধানতঃ সকল ক্ষমতা কর্ত্তৃত্ব দিতে হইবে,...মারাত্মক প্রস্তাব নয় কি ? তাঁহার মত জমিদারের কোন প্রভুত্ব থাকিবে না ! সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পাঠ প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় হাইহিল জুতার খট্‌মট্ আওয়াজ করিতে করিতে আরতি আসিল। প্রত্যহই এরূপ সময়ে আসিয়া তাহাকে কার্য্যে যোগদান করিতে হয়।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই বলিল · 'গুডমর্ণিং স্যার...'

গম্ভীর ভাবে কুমার বাহাদুর বলিলেন...'গুডমর্ণিং।'

অন্য দিনের মত পার্শ্বের কক্ষে গিয়া তাহার কার্য্য আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া ঐ তরুণী অগ্রসর হইতেছিল।

কুমারবাহাদুর ডাকিয়া বলিলেন...'শোনো, আজ থেকে আর তোমার কাজ কর্‌তে হবে না...'

আরতি একথায় চমকাইয়া উঠিল। বলিল...'আমার কি অপরাধ ?'

'...সাঙ্কেতিক শব্দ যোজনা না করে শুধু শুনে তাই লিখে যাওয়ার কাজের দেরী হচ্ছে...ষ্টেনোগ্রাফার রাখ্‌বো,. সর্টহ্যাণ্ড জান্‌তে যদি, তা

হোলেও বা কথা ছিল…ছ'মাসের মধ্যে বিশেষ কাজ এগোয় নি, উপেনের খাতিরে রেখেছিলাম…

'…আচ্ছা এক মাস দেখুন, এবার আমি…'

কথা সমাপ্ত না হইতেই কুমার বাহাদুর বলিলেন…'তোমার অনুরোধ হয় তো রাখতে পারতাম, এখন আর রাখা যায় না, তোমার সম্বন্ধে নানা কথাই কাণে আস্‌ছে…এখানে কোয়ার্টার দেওয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও এমন একটা হোটেলে থাকো যার কুখ্যাতি আছে·· আমার কর্ম্মচারীদের পর্য্যন্ত…'

কথা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। চিত্রাকে লইয়া প্রবোধ প্রবেশ করিল। আরতি প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। উভয়কে দেখিয়া কুমার বাহাদুর আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আরতিকে বলিলেন · 'এখান থেকে যাও…

'…তাহোলে…'

'…জবাব দিয়েছি, আর কেন ?…

আরতির মুখখানি পাংশুবর্ণ হইল। কোন কথা না বলিয়া ম্যানেজার বাবুর ঘরের দিকে চলিয়া গেল। প্রবোধ বলিল…'যে মেয়েটীর সম্বন্ধে কথা হয়েছিল…'

কথা শেষ না হইতে কুমার বাহাদুর বলিলেন…'এই সেই… চিত্রা ?…'

'…হ্যাঁ…'

কুমার বাহাদুর চিত্রাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন…'স্পীড আছে তো বেশ…'

নম্রভাবে চিত্রা উত্তর দিল…'হ্যাঁ স্যার…'

…'শুধু সর্টহ্যাণ্ড নোট নেওয়া নয়, আমার জমিদারী সংক্রান্ত অনেক গোপনীয় কাজ করতে হবে যা ম্যানেজার পর্য্যন্ত জানতে পারবে

না·· যে সব কাজ তোমার হাত দিয়ে হবে, তা ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানাবে না···'

'···যে রকম বল্‌বেন ঠিক সেই মত কর্‌বো···'

কুমার বাহাদুর প্রবোধকে বলিলেন···'যে মেয়েটীকে জবাব দিলাম ওটী সাংঘাতিক মেয়ে···গুপ্ত খবরগুলো ম্যানেজারের কাণে পৌঁছে দিত, তাছাড়া ওর অনেক গুণ···'

ম্যানেজার সন্তোষ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন···'স্যার একটা কথা বল্‌বো···'

কুমার বাহাদুর বলিলেন···'বলুন···'

'···মিস হালদারকে এ সময়ে জবাব না দিলে হোতো ··'

'···প্রয়োজন নেই···'

'···ওর বড় অভাব স্যার'

'···কেন অভাব হবে ? আপনারা আছেন, আর আছে ঐ হোটেলটা, অবান্তর কথা শুন্‌তে চাইনে, এখন যান···'

আরতি পর্দ্দার আড়ালে থাকিযা সব কথা শুনিতে পাইল। বাধ্য হইয়া ম্যানেজার বাবু প্রস্থান করিলেন। আরতির জবাব হওয়ায় কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেকেই মর্ম্মাহত। ম্যানেজার নিজেকে অপমানিত মনে করিলেন, কোন কথা কাহাকেও না বলিয়া কার্য্যে মনঃ সংযোগ করিলেন।

'···তুমি যখন বল্‌ছ প্রবোধ তখন আর কোন আপত্তি থাক্‌তে পারেন···'

'···তবু দেখে শুনে নেও, পরের মুখে ঝাল খাবে কেন ?···'

'···ঠিক আছে, চলো চিত্রা তোমাকে যে ঘরে কাজ কর্‌তে হবে সেই ঘর দেখিয়ে আনি, প্রবোধ যাবে না কি ?···'

প্রবোধ বলিল—'তোমরা ঘুরে এসো, এখানে বসে ততক্ষণ কাগজখানা পড়ি ...'

'...চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলে দেবার জন্তে কি রকম প্রোপাগাণ্ডা হচ্ছে আজকের কাগজে তা পাবে...বাংলার জমিদারদের ওপর গালি বর্ষণ হ'য়েছে...জমিদাররা কি দেশের কোন মঙ্গল কাজ করেনি ?'

প্রবোধ নীরব হইয়া কাগজখানির ভিতর দেখিতে লাগিল। চিত্রাকে লইয়া কুমার বাহাদুর নিভৃতকক্ষে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখেন' আরতি কাগজপত্র উল্টাইতেছে।

কুমার বাহাদুর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না বলিলেন·· 'চলে যাও, ডিসমিস করেছি তা সত্ত্বেও···

'···ফাউন্টেন পেন ফেলে গেছি স্যার, তাই খুঁজছি···'

'···এখন যাও, পাওয়া গেলে তোমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবাড়ীতে যেন তোমাকেআর না দেখ্তে পাই···'

আরতি অত্যন্ত অপমানিত হইল। চিত্রার সম্মুখে কুমার বাহাদুরের এই সকল কটুক্তি তাহার চিত্ত ক্ষত করিল। নিজের মনে প্রশ্ন ওঠে··· এই অপমানের কি শোধ লওয়া যায় না ?

ক্ষুদ্রকক্ষ। দরজা বন্ধ করিয়া দিলে কোন দিক হইতে আওয়াজ পাওয়া যায় না। কুমার বাহাদুর ইজি চেয়ারে বসিয়া কিছুক্ষণ নোট দিলেন। চিত্রা সর্টহ্যাণ্ডে নোট লইল। বলিলেন···'নোটটা টাইপ করে নিয়ে এসো, বাইরে রইলাম···'

বাহিরে আসিয়া কুমার বাহাদুরকে বলিলেন···'বেশ তাড়াতাড়ি নোট নিল···'

'···পূর্ব্বেই বলেছিলাম · বাজে লোক আনিনে···'

'···ঘরে ঢুকে দেখি মিস্ হালদার কাগজপত্তর নাড়া চাড়া করছে, ধমক দিতে বেরিয়ে এলো···ম্যানেজারকে পর্য্যন্ত খারাপ করেছে ঐমেয়েটা, ওর জন্তে সেরেস্তাটাই নষ্ট হয়ে গেল প্রবোধ···'

১০৯৬

'...ম্যানেজার ওকে খারাপ করেছে কিনা তাই দেখো...'

'.. আগে থাক্‌তেই ও খারাপ, ম্যানেজার আর কি খারাপ করবে... শুন্‌লাম সে হোটেলে কয়েক ঘণ্টার জন্যে অস্থায়ীভাবে ঘর নিয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে গুপ্ত অভিসার পর্য্যন্ত চলে, এতদিন রেখেছিলাম নেহাৎ উপেন গাঙ্গুলীর খাতিরে...'

প্রবোধ দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল...'এত বেশী জঘন্য কাজ উপেন গাঙ্গুলীর হাত দিয়ে হয়, শুন্‌লে কাণে আঙুল না দিয়ে পারা যায় না...'

কথায় বাধা দিয়া বিস্মিত কুমার বাহাদুর বলিলেন...'কি এমন জঘন্য কাজ ..'

'.. তাও বলে দিতে হবে, স্ত্রীলোক ঘটিত...'

'.. তা জানি, এ ছাড়া আর কি ?...'

...'ভদ্র ঘরের মেয়েদের নিযে ব্যবসা ফেঁদেছে, তাদের বিপথগামী করে অর্থোপার্জ্জন কর্‌ছে.. '

'...তা বটে...'

'...এখন হচ্ছে মদ আর মেয়ে মানুষের যুগ, এ নিয়ে যে মানুষ নৈতিক পাপ অর্জ্জন কর্‌ছে, তার সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে যাওয়া মানে নিজের মনকে নিম্নস্তরে নামিয়ে আনা : আরতি হালদারকে ঐ তো বিপথে চালনা করেছে...আজ সে আত্মীয়স্বজন, মাবাপ ছেড়ে কুখ্যাত হোটেলে থাকে...শুনেছি অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, তার চাকুরীর কোন প্রয়োজন নেই...বাধ্য হয়েছে বিপথে চল্‌তে ঐ উপেনের জন্যে...

'...এত খবরও রাখো, তবে ভাণ করছিলে কেন? যেন কিছু জানোনা.. '

'...দেখ্‌লাম তুমি কতটুকু খবর রাখো...'

'...সমাজটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল...ছিঃ ছিঃ...ভাবি আমরা কি আদর্শহীন জাতিতে পরিণত হবো...'

'...দুঃখ করে কি হবে কুমার বাহাদুর, দেখে যাও·· শুধু দেখে যাও। মনে তোমার বিশ্ব কল্যাণবোধ থাকলে কি হবে, সমগ্র জগতের অনাচার অন্যায় দেখে তোমার অন্তর কেঁদে উঠলেই বা কি হবে, তোমার শক্তি কতটুকু! ঐ যে আরতি·· ওকি চেষ্টা করেনি তোমার মন ভুলাতে··· ওকি তোমার ভালোবাসা পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে ওঠেনি!...'

'...এবড় শক্ত ঠাঁইহে...তোমাদের চাকুরীর জায়গা নয়, পদোন্নতির জন্যে সুরা আর সাকী উপরওয়ালাকে জোগাতে হয়·· বহু, লোক টপ্‌কে উপরে উঠ্‌তে গেলে এসব তোষামোদের পরের স্তরে এসে না দিলে চলেনা...চল্লিশ টাকার কেরাণী রাতারাতি চারশো টাকার পদে টপ্‌ করে উঠে পড়ে এরই মাহাত্ম্যে···'চিত্রা আসিতেই প্রসঙ্গ থামিয়া গেল। সর্টহ্যাণ্ড নোট টাইপ করিয়া কুমারবাহাদুরের হাতে আনিয়া দিতেই তিনি বলিলেন...'চমৎকার টাইপ হয়েছে···'

কাগজখানি বারম্বার দেখিতে দেখিতে অন্তর প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, শেষে বলিলেন···'বেশ নোট নেওয়া হয়েছে···'

প্রবোধ কাগজখানি দেখিল এবং তাঁহার কথা সমর্থন করিল।

নিজের মনে কুমারবাহাদুর বলিতে লাগিলেন...'এ দেশের মেয়েরা খুব এগিয়ে চলেছে, পুরুষ পিছিয়ে পড়ছে...এক পক্ষে ভালো: দেশের স্বাধীনতার দিনে এরাই হবে ভারততীর্থের মঙ্গল ঘট···'

প্রবোধ চিত্রার অসাধারণ দক্ষতা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে নিজের মনে বলে...'এর মত মেয়ে কটাই বা দেখ্‌তে পাওয়া যায়, ভাগ্যচক্রে আজ একে চাকুরী নিতে হোলো, কম দুঃখের কথা?...'

চিত্রা ভাবিতে থাকে চাকুরীটা বজায় থাকিলে মা বাপের ঋণ কিছু পরিশোধ হইবে। ধীর পদক্ষেপে দুইজন চাকর অসতর্ক মুহূর্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন প্লেটে মাখন বিস্কুট ও পাঁউরুটির

টুক্‌রা আনিল। কুমারবাহাদুর পেয়ালা সাজাইয়া চা তৈয়ারী করিলেন। চিত্রা এবং প্রবোধকে দিয়া শেষে নিজে লইলেন।

চা পান করিতে করিতে প্রবোধ বলিতে থাকে···'চাকুরীর ক্ষেত্রে এসে কি দেখ্‌ছি জানো?···'

ব্যগ্রভাবে কুমারবাহাদুর বলিলেন · 'কি দেখছ?··'

···'সে অনেক কথা···'

'তবু শুনি···'

'···যা দেখছি আর দেখেছি তাতে দুঃখ হয় এই যে, লেখাপড়া শিখেও মানুষগুলো কিরকম অপদার্থ হ'য়ে গেছে···'

'...পদোন্নতির জন্যে বুঝি মোসাহেবীর মাত্রা বৃদ্ধি করে···'

'···শুধু তাই! দশটা পাঁচটা ফাইল ঘেঁটে ঘেঁটে সীমাবদ্ধ জ্ঞানের মধ্যে ডুবে থাকে, ভুলে যায় সেক্‌সপিয়ারকে, ভুলে যায় নীট্‌সে, সোপেনহার হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, রোমা রেঁালাকে: ভুলে যায় হ্যালডেন, এডিংটন, হাক্‌সলি, রাসেল আইনষ্টাইনকে, ভুলে যায় কালিদাস রবীন্দ্রনাথকে: চাকুরীর ক্ষেত্রে পদোন্নতির টেক্‌নিক আর আয়ত্ত করে আত্মপ্রসাদ লাভ কর্‌তে পারে কিন্তু একথাও সত্য অজস্র ক্ষুদ্রতা আর হীনতার ভেতর থেকে তাদের মানসিকতার সম্ভাবনা বা কোন মহত্তর বিকাশের উপলব্ধি করবার ক্ষমতা থাকে না···'

'.. আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই,দাসত্ব মানুষের সত্ত্বার অস্তিত্ব লোপ করে দেয়, স্বার্থকেন্দ্রিক মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে, অধীত বিদ্যাও ত্যাগ করে ·· মানুষের মধ্যে যে মানুষটী আছে সে আর জাগেনা···

কুমার বাহাদুর কথাগুলি বলিয়া নীরব হইলেন। কয়েক মুহুর্ত্তের জন্য কক্ষটী স্তব্ধতার মধ্যে অবগাহন করিল। শেষে প্রবোধ বলিল··· 'তাহোলে চিত্রাকে এখন নিয়ে যাই···'

···'কেন?···'

'...ওর মা বাপ সংবাদের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ওকে একবার ওঁদের কাছ থেকে ঘুরিয়ে আন্‌বো, ওর মা বাপের ইচ্ছে ছিল না মেয়ে চাকুরী করে, ওকে দেবার সময়ে কত কষ্টই না ওঁরা পেয়েছেন !...যাকে কাছ ছাড়া বা ঘর ছাড়া করতে ওঁরা ইচ্ছে করেন না, তাকে আস্‌তে হয়েছে বাধ্য হয়ে, বাপের বিশাল জমিদারী পাঁচজনে উড়িয়েছে আজ বসত বাটীখানি বন্ধক পড়েছে...পয়সার অভাব...'

ক্ষণকাল কুমারবাহাদুর চিন্তামগ্ন থাকিয়া বলিলেন...'বেশ কথা, বৈকালে সঙ্গে করে এনো, বাড়ীর ভেতরই ওর কোয়াটার ঠিক করা আছে, অসুবিধে হবে না...কাল সকাল থেকে কাজ আরম্ভ করতে হবে... বইখানা তাড়াতাড়ি প্রকাশ না কর্‌লে জমিদারদের হয়ে কোন প্রচারের অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করা যাবে না—'

প্রবোধ ও চিত্রা গাত্রোত্থান করিয়া কুমার বাহাদুরের নিকট হইতে বিদায় লইল।

চিত্রা মোটরে উঠিয়া প্রবোধকে বলিল ...'কুমারবাহাদুর চমৎকার লোক কথাবার্ত্তায় মনে হয় বেশ সাংস্কৃতিক, আদর্শবাদীও বটে...

'...আদর্শকে বাদ দিয়ে প্রাণের মর্য্যাদা পাওয়া যায় না একথা কজন বোঝে চিত্রা ! অনন্ত বিচিত্র জীবন ধারণ কত ভাবে কত ছন্দে, কতনা জ্ঞানে ও সৌন্দর্য্যে এই অনন্ত বিশ্বের ভেতর দিয়ে চলেছে, কোন্ অনির্দ্দিষ্ট সার্থকতার সন্ধানে চলেছে তা কে জানে ! অথচ পৃথিবীর বর্ত্তমান সভ্যতার পশ্চাচারের জন্যে তৃপ্তি নেই, চতুর্দ্দিকে অসীম অমঙ্গল, কুমারবাহাদুরকে ভালো লাগে তাঁর জীবনাদর্শের পরিকল্পনা শুনে...'

মোটর দ্রুতবেগে চলিতে থাকে। সভ্যতার অগ্রগতি সম্বন্ধে চিত্রার সহিত প্রবোধ বিতর্ক আরম্ভ করে। স্বাধীন প্রেমের প্রসঙ্গ তুলিয়া তাহাদের মধ্যে আলোচনা হয়। অগ্রগতির প্রভাবে জীবনব্যাপী প্রেমের নৈষ্টিক সম্বন্ধ এবং অনুরাগ মানুষ চাহিতেছে না। দাম্পত্যপ্রেম ছিন্ন

হইয়া যাইতেছে। মানুষ চাহিতেছে স্বাধীন প্রেম এবং তারুণ্যের রঙীন্ নেশায় খেয়ালের আনন্দ। জীবন-বিকাশের পথ অবরুদ্ধ...প্রবোধের এই সকল মন্তব্যের উপর চিত্রার বক্তব্য উগ্র হইয়া উঠে।

স্বাধীন প্রেমের আয়োজন থাকিতে পারে তবে সে প্রেমে সংযমের আবশ্যক আছে। দুইটী হৃদয়ের মিলনজড়িত এক ঘেয়ে জীবন-যাত্রায় বৈচিত্র্য থাকে না বলিয়াই এক শ্রেণীর নরনারী পরকীয় মাধুর্য্য-সম্ভোগ করিতে উদ্যত,·· বাস্তবিক প্রেম কি চিরস্থায়ী হয়? বিবাহিত-জীবনে মামুলি ধরণের ভালোবাসা যাহা দেখা যায় একেবারেই কৃত্রিম ·· অভিনয়! তাহা না হইলে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কলহদ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া পারিবারিক অশান্তি আসে কেন? সময়ের সঞ্চরণে তর্কজাল বিস্তৃত হইতে থাকে।

প্রবোধ উত্তেজিত হইয়া বলে...'তোমাব বীচক্ষণশক্তি কতটুকু! সংসারের অভিজ্ঞতা এমন কিছুই নেই যা পুঁজি করে তুমি তোমার থিওরিকে প্রতিষ্ঠা কর্‌বে...'

চিত্রা হাসিযা বলিল...'তোমারই'বা কতটুকু আছে? বিয়ে করোনি সংসার পাতাওনি, স্ত্রী চরিত্র বুঝবার সুযোগ পাওনি...'

কথায় বাধা দিয়া প্রবোধ বলিল...'স্ত্রীচরিত্র দেবতারাই বুঝতে পারেন না, আমি তো সে হিসেবে কিছুই না, জিজ্ঞেস করি পুরুষ চরিত্র সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা আছে?...'

'...আমার ধারণা এই, যে কোন পুরুষকে খেলিয়ে নিয়ে বেড়ানো যায়, তা তিনি সন্ন্যাসী হোন আর মঠের বাবা হয়ে ব্রহ্মসিদ্ধ হোন...' বলিয়াই চিত্রা উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল।

প্রবোধ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল...'এর কারণ?·· পুরুষ কি এতই...'

কথায় বাধা দিয়া চিত্রা বলিল···'বুঝছ না, নারী যে রসের ভাঁড়ারী, চাবিকাঠি তার হাতে, রসাস্বাদন কে না চায়? পুরুষও চায়···নারীর মত পুরুষের ধৈর্য্য নেই, রস পিয়াসী হোলেই অধীর হয়ে ওঠে···পুরুষের এই যে দুর্ব্বলতা, এর ওপরই মেয়েরা সুযোগ নেয়, মেয়েরা যেন গভীর জলের মাছ···'

প্রবোধ চিত্রার কথায় খুসী হইতে পারিল না। বলিল···'পুরুষকে পাবার জন্যে মেয়েরা কি কাঙালিনী হয় না? তাদেরও মনোজগতের রঙ্ মহলের মণিকোঠায় গর্জ্জন কর্‌ছে তাদের প্রথম দিনের দানব··· কস্তুরী মৃগীর উন্মাদনাও থাকে মেয়েদের দেহে ও মনে, অস্বীকার কর্‌তে পারো কি? পুরুষের জন্যেই তাদের উন্মাদনা···'

প্রবোধের কথাগুলি চিত্রার মনে ধাক্কা দিল। কোন কথা বলিল না। নিজের মনে বলিতে লাগিল···'বিভিন্ন জীবন দর্শনের বিরোধের মধ্যেই মেয়ে পুরুষ যদি না চল্‌তো, তা হোলে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য নেমে আস্‌তো···'

সারাটী পথ বিশেষ কথা হয় না। প্রবোধ নিজের মনে বলে···'চিত্রা স্বপ্নবিহ্বল মায়াজালে জড়িত হয়ে পড়েছে···ওর দোষ দেওয়া যায় না, যান্ত্রিকযুগের অগ্রগতির আবির্ভাবই এর একমাত্র কারণ···'

কুমারবাহাদুর নিজের মনে বলিলেন···'যাক্ বাঁচা গেল, এতদিন পরে উপযুক্ত লোক পেয়েছি, আরতির মত মেয়ের হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়া গেল, কত গোপনীয় খবরই না সন্তোষ বাবু ওর কাছ থেকে পেয়েছে··· কালের ধর্ম্ম, আমার অন্নে প্রতিপালিত, আমারই সর্ব্বনাশ করে?···'

বাহিরে দরোয়ান দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে ইঙ্গিত করিতেই সে ভিতরে আসিয়া বলিল···'হুজুর···'

'··ম্যানেজার বাবুকে ডাকো···'একথার পর একটি ফাইল খুলিয়া

কাগজপত্র পড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সন্তোষবাবু আসিলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে কুমার বাহাদুর বলিলেন···'তারুণদিয়ার কাছারীতে যে চিঠিখানি পাঠিয়েছি তার মর্ম্ম কি করে জানলেন?···এই গোপনীয় চিঠির অনুযায়ী যাতে কাজ না হয় তার জন্যে রমেশ বাবুকে কোন চিঠি লিখেছেন?···'

'···কিছুই জানিনে স্যার···কিছু বুঝতেও পাচ্ছিনে···'সন্তোষবাবু একথা বলিয়া বিস্ময়ের ভাব দেখাইলেন। কুমারবাহাদুর এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন যে তাঁহার পক্ষে ক্রোধ সংবরণ করাও কঠিন হইয়া উঠিল।

বলিলেন—'আজই বুঝিয়ে দেব, আরতির হয়ে ওকালতী করতে এসেছিলেন···কেমন? ওর সঙ্গে আপনার কিরূপ ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তাও আমার কাণে পৌঁছেছে, আমার এখানে এ সব চল্‌বে না, রমেশবাবুকে যে চিঠি লিখেছেন সেটা হচ্ছে এই···'ফাইল হইতে পত্রখানি সন্তোষবাবুর হাতে দিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। সন্তোষবাবু ভীত কম্পিত। উত্তেজিত হইয়া কুমারবাহাদুর বলিলেন···'এরপর কিছু বল্‌বার আছে? আরতি হালদারের কাছ থেকে আমার গোপনীয় চিঠিখানি পেয়ে আমার সর্ব্বনাশ করেছেন, চরের বন্দোবস্ত ব্যাপারে আমার দশহাজার টাকার ক্ষতি করবার মতলবে ছিলেন,·· কেমন?' আমাকে নেহাৎ বোকা বামুন ভাববেন না, জমিদারী কেমন করে চালাতে হয় তা জানি·· আমাকে সে শ্রেণীর জমিদার মনে কর্‌বেন না যাদের ম্যানেজারই শুধু নয়, খানসামা পর্য্যন্ত ছোটখাটো জমিদার হয়ে বসে,···আর মনিবকে পথে বসাবার চেষ্টা করে···'

সন্তোষবাবু নিরুত্তর। কুমারবাহাদুর উত্তরোত্তর ক্রুদ্ধ হইয়া শেষে বলিলেন···'আপনাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত কর্‌লাম, আপনাদের মত ভদ্রলোক যে জমিদারের কর্ম্মচারী, সে জমিদারের ওপর ভাগ্যলক্ষ্মী কোনদিনই প্রসন্ন হ'ন না, মহেশবাবুকে চার্জ্জ বুঝিয়ে দিয়ে চলে যান···'

সন্তোষবাবু কোন কথা বলিলেন না। ভগ্ন হৃদয়ে চলিয়া গেলেন। সেরেস্তায় আসিয়া মহেশবাবুকে বলিলেন…'এখান থেকে আমার বরাত উঠলো, এখন থেকে আপনার বরাত খুল্‌বে…'

বিস্মিত হইয়া মহেশ দাস বলিল · 'সে কি কথা ?…'

·· হুকুম হয়েছে আপনাকে চার্জ্জ বুঝিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে ·· রাত্রির ট্রেণে চল্‌তি…'

'…কুমারবাহাদুরকে চেনেন ভালো রকম, তা সত্ত্বেও অবিবেচকের মত কতকগুলি গর্হিত কাজ করে বস্‌লেন, আগে ভেবে কাজ করা উচিত ছিল, আমরা সাতে নেই পাঁচে নেই·· বড়লোকের খেযাল বোঝাই ভার…'

কর্ম্মচারীরা ম্যানেজারকে ঘিরিয়া সান্ত্বনা ও সমবেদনা প্রকাশ করিবার জন্য নানা কথা বলিতে লাগিল। সন্তোষ সেন দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন…'আমার অবর্ত্তমানে বুঝবেন : কুমারবাহাদুর সেদিনের ছেলে, ওঁকে হাত ধরে কাজ শিখিয়েছি…আজ চোখ ফুটেছে ··'

মহেশবাবু বলিলেন·· 'এখনও ঠিক ফোটেনি · '

…'আপনারা পাঁচজনেই ফোটাচ্ছেন, আমাকে তাড়াবার ষড়যন্ত্র করেছেন আপনারাই, তা না হোলে কুমারবাহাদুরের ক্ষমতা কি…এখুনি চলে যাবো…'

'খাওয়া দাওবার কি রকম হবে…'

'…ভাবনা কি, আরতির হোটেলে গিয়ে উঠ্‌ব…'

ম্যানেজার সন্তোষবাবু প্রস্থান করিলেন। বৃদ্ধ আমিন মহাশয় মহেশবাবুকে বলিলেন…'ঐ আরতি ওঁর মাথাটি খেলে…'

প্রবোধের সহিত চিত্রা গৃহে ফিরিয়া আসিল। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়

প্রাঙ্গণের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। চিত্রা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল… ‘আপনাদের আশীর্ব্বাদে কাজ পেয়েছি…’

…‘এর জন্যে প্রবোধকে ধন্যবাদ দাও মা… ’

‘…প্রবোধদাকে ধন্যবাদ দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি…’ এই কথা বলিয়া প্রবোধ হাসিতে হাসিতে ভিতরে প্রবেশ করিল। অনসূয়া রন্ধনশালায় ছিলেন। কন্যার মুখে তাহার চাকুরী প্রাপ্তির কথা শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বাহিরে প্রবোধের সহিত অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। বার্দ্ধক্যের এমনই মাহাত্ম্য যে তাহার সংস্পর্শে ক্ষণিকের জন্য আসিলেও দুইচারিটী কথা বলিয়া চলিয়া যাইবার উপায় থাকে না। প্রবোধের পক্ষে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে বিদায় লওয়া অসম্ভব হইল। কুমারবাহাদুর জীবনের ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার বর্ত্তমান জমিদারী পরিচালনার বিধিব্যবস্থা, জমিদারীর বার্ষিক আয় প্রভৃতি প্রসঙ্গ তুলিয়া প্রবোধের যাওয়ার বিলম্ব ঘটাইতে লাগিলেন। অনসূয়া এবং চিত্রা আসিল।

অনসূয়া বলিলেন…‘এ বেলা গরীবের বাড়ীতে খেয়ে যাওনা কেন ?’

‘…আমার আপত্তি ছিলনা, এজন্যেই আপত্তি হচ্ছে যে কয়েকটী কাজ সাম্‌লে হবে…’

‘…আজ থাক্ বাবা, কালই না হয় সেরে ফেলো, আমার এখানে এ বেলা ডাল ভাত খেয়ে যেতে হবে, আপত্তি করলেও শুন্‌বো না…’

চিত্রা মুখ বাঁকাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল…‘ও বেলা আমাকে যেতে হবে, এক সঙ্গে যাবো’খন…’একথার পর ক্ষণকাল আত্মনিবিষ্ট হইয়া প্রবোধ নীরবে বসিয়া শেষে সম্মতি প্রকাশ করিল।

রন্ধন শালায় বসিয়া অনসূয়া ভাবিতে লাগিলেন যে চিত্রা তাঁহাদের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত পালিত, তাহাকে অভাবের তাড়নায় চাকুরীর

ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিতে হইতেছে…কোথায় তাহাকে ঘর সংসারী করা যাইবে, দুর্ভাগ্য এমনই যে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। ভাগ্যবিধাতার একি নিষ্ঠুরতা! বনিয়াদী ঘরের মুখ ছোট হইয়া গেল। আত্মবোধের চতুঃসীমায় যেন আভিজাত্যের হৃত মর্য্যাদা ফিরিয়া আসিয়া ম্লান হইয়া দাঁড়ায়…অলক্ষিত অকল্যাণের ধারা বুঝি ভবিষ্যতের দিকে ছুটিতেছে। নিষ্ঠুর হিন্দুসমাজ!

অনসূয়ার চক্ষু দিয়া অনর্গল অশ্রুপাত হয়। চিত্রা হঠাৎ আসিয়া দেখে মাতা কাঁদিতেছেন, মুখখানি ম্লান করিয়া দাঁড়াইয়া বলে…'মা কাঁদ্‌ছ কেন?…'

চক্ষু মুছিতে মুছিতে অনসূয়া উত্তর দেন…'না, কাঁদ্‌ছি নে‥'

চিত্রা বুঝিতে পারে মায়ের অশ্রুপাতের মূলে কি কারণ আছে। সে প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া বলিতে থাকে‥ 'মাইনের টাকা জমিয়ে ক্রমে ক্রমে যতটা পারা যায় দেনা শোধ করা যাবে…কেমন?'

'…ও টাকা কত কালেই বা শোধ হবে…দেনা মা সুদে আসলে অনেক হয়ে গেছে…'

চিত্রা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। তাহার অন্তরে এই কথাই বারে বারে জাগে, পিতা সংসারসমুদ্রের মধ্য দিয়া দিক্‌ভ্রষ্ট নাবিকের মত কিরূপে জীবনতরী বাহিয়া লইয়া যাইবেন। বার্দ্ধক্য স্নায়ুতন্ত্রী ক্রমেই শিথিল করিতেছে। হ্যালডেনের কথা স্মরণ হয়। বিখ্যাত জৈববিজ্ঞানী বলিয়াছেন মানুষ প্রকৃতপক্ষে চেষ্টা করিলে রোগ শোক এবং জরাকে কিছু পরিমাণে প্রতিহত করিতে পারে। জরাবার্দ্ধক্য এবং মরণের জন্য বৈজ্ঞানিকরা মানুষকেই দাবী করিয়াছেন। পিতার জীবনসন্ধ্যা গাঢ়তর হইতেছে…ভাবিয়া ভাবিয়া হয়তো তিনি মরণের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন…তাঁহার অবর্ত্তমানে সংসার অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে।

চিত্রা মায়ের পার্শ্বে বসিয়া রন্ধনশালায় নিজের মনে আলোচনা

করিতে থাকে। পাচককে অনসূয়া রান্নার দ্রব্যগুলি আগাইয়া দিতে লাগিলেন।

কুমারবাহাদুরের ম্যানেজার সন্তোষ সেনের চাকুরী যাওয়ার ফলে সেরেস্তায় কর্ম্মচারীরা অন্তরে ব্যথা অনুভব করিল না, বরং আনন্দিত হইল। তাঁহার নির্ম্মম ব্যবহারের জন্য পূর্ব্বেই একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিরূপে তাঁহাকে জব্দ করা যায়। বহু কর্ম্মচারীর অন্নের উপর তিনি হস্তক্ষেপ করিযাছেন। বহুলোকের অভিসম্পাত তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। বিভিন্ন মহলে গিয়া প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। কুমারবাহাদুর তাহা লক্ষ্য করিতেন, কিন্তু এরূপ কার্য্যকলাপে বিরক্ত হইলেও কিছু বলিতেন না পাছে সন্তোষ সেন চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে বিপন্ন করেন বা প্রজাদিগকে বিদ্রোহী হইবার জন্য উত্তেজিত করেন।

রাজাবাহাদুরের মৃত্যুর পর পাঁচবছর মাত্র কুমারবাহাদুর জমিদারী চালনা করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে জমিদারী সংক্রান্ত কোন কাজ দেখিবার অবকাশ লাভ করেন নাই ··নানাদিক ভাবিয়া সন্তোষ সেনের আনুগত্য স্বীকার ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। তাঁহারই আনুকুল্যে বৈষয়িক জ্ঞান বৃদ্ধি অর্জ্জন করিতে হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে সন্তোষবাবুই তাঁহার শিক্ষা-গুরু কিন্তু যেদিন মহেশ দাস তাঁহাকে চোখে আঙ্গুল দিয়া সন্তোষ সেনের শঠতা, নির্ম্মমতা, লাম্পট্য এবং অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনের দিকটা দেখাইতে আরম্ভ করিল সেদিন তিনি বুঝিলেন তাঁহার ম্যানেজার তাঁহারই সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত। প্রত্যেক বৎসর বিভিন্ন চরের বিলি-বন্দোবস্ত ব্যাপারে বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়া সন্তোষবাবু বিষয় সম্পত্তি-

বৃদ্ধি করিতেছেন এবং স্ত্রীর নামে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতেছেন···এসকল সংবাদ মহেশদাসের নিকট হইতে কুমারবাহাদুর জানিলেন।

এদিকে উপেন্দ্র গাঙ্গুলীর সহিত সন্তোষবাবুর হৃদয়ের নৈকট্য এবং মদ্যপান সম্বন্ধে এই মহেশ দাসই কুমারবাহাদুরের কর্ণগোচর করে। উপেন্দ্রনাথের সহিত কিছুদিন কুমারবাহাদুর মিশিয়া দেখিয়াছেন লোকটা অধঃপতনের পথ রচনা করিতে পারদর্শী। ভদ্রমহিলাগণকে পর্য্যন্ত প্রলুব্ধ করিয়া বিপথগামী করে। কিন্তু উপেন্দ্রনাথের এমনই সহজাত সম্মোহনশক্তি যে, কুমারবাহাদুর কোনদিনই তাহাকে কটূক্তি করিতে পারিলেন না বা সংস্রব ছিন্ন করিতে সাহসী হইলেন না। মহেশ দাস বুঝাইলেও তিনি নীরব হইয়া থাকেন। মহেশদাসের বক্তব্যের মাত্রাধিক্য হইলে তাঁহাকে বলিতে শোনা যায়··'থাক ওসব কথা, অনাহূতভাবেই আসে, কথাবার্ত্তা বলে যায়···আমার তো কোন ক্ষতি করেনি, কেন অকারণ তার মনে আঘাত দিই···'

প্রবোধও উপেন্দ্রের বিরুদ্ধে বলিয়া গেল। কুমারবাহাদুর তবুও তাহার উপর বিরক্ত নয়। এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা ব্যক্তি বিশেষের উপর এরূপ আকৃষ্ট হইয়া পড়ে যে শতদোষ দেখিয়াও দেখে না, বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখে। কুমারবাহাদুরের এই দৌর্ব্বল্যের উপর অনেকে দোষারোপ করে। উপেন্দ্রনাথের সহিত নির্দ্দোষভাবে তিনি মিশিলেও তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষ প্রচার করে উপেন্দ্র তাঁহাকে স্ত্রীলোক আনিয়া দেয়। একথার সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহারা আরতিকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখায়। আরও প্রচারিত হয়·· শারীরিক অসুস্থতার ভাণ দেখাইয়া জমিদারবাবু একাধিক তরুণীর সহিত লাম্পট্য সুখ অনুভব করিতেছেন।

বাস্তবিক কি কুমারবাহাদুর চরিত্রহীন! এ প্রশ্ন তাঁহার কর্ম্মচারী এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যে একাধিকবার উঠিয়াছে। সুন্দরী যুবতী

সেক্রেটারী রাখিয়া কৌমার্য্য ধর্ম্মরক্ষা করা যায় কি? একেই তো কৌমার্য্য পরকীয়ার মাধুর্য্য ভোগ করিতে চায়, বিশুদ্ধি বজায় করিতে পারে ইহা সাধারণ সমাজ বিশ্বাস করিতে পারে না। কুমারবাহাদুরের অত্যাধুনিক রুচির প্রতি তাঁহার আত্মীয়স্বজন এবং কর্ম্মচারিগণের বিষাক্ত দৃষ্টি পড়ে।

হ্যাঁ'·· কুমারবাহাদুর মানুষ বটে! ভ্রূক্ষেপ নাই। নিন্দা সুখ্যাতির জন্য তিনি সজাগ নহেন। এযুগের লোক আদর্শবিহীন বলিয়া কোন পরিবর্ত্তন বা অভিনবত্বের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন নয়···জীবনসম্পর্কে মানসিক অন্তর্বিরোধ এজন্যই প্রতিফলিত হইতেছে···এই সকল কথা কুমারবাহাদুর বলেন। তাঁহার নির্ভীকতা এবং পুরুষত্ব ব্যঞ্জক অভি-ব্যক্তির মধ্যে সত্যকামী সত্ত্বার: স্পর্শ পাওয়া যায় কিনা তাহা কে জানে? তবে কি কুমারবাহাদুর চরিত্রবান আদর্শপুরুষ? ইহার উত্তর কে দিবে!

চার

চিত্রা আসিবার পর বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল।···

কর্ম্মচারীরা চিত্রার রূপে মুগ্ধ হইয়া বারম্বার তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। উদগ্র লালসার বহ্নি তাহাদের অন্তরে ধিকি ধিকি জ্বলে। আরতির মত চিত্রার চাপল্য নাই, গাম্ভীর্য্য বর্ত্তমান। দুঃসাহসের উপর ভর করিয়া কেহ কিছু বলিতে পারে না। অসোয়াস্তি বোধ করে। এক শ্রেণীর পুরুষ আছে যাহারা সুন্দরী তরুণীর সহিত বাক্যালাপের দ্বারা প্রচ্ছন্ন লালসার তৃপ্তি সাধন করে, অপর এক শ্রেণীর পুরুষ আছে যাহারা এরূপভাবে আনন্দ পায় না, বরং উত্তরোত্তর উত্তেজনা বৃদ্ধির

জন্য কষ্ট ভোগ করে·· তাহাদের আসঙ্গলিপ্সা সম্ভোগের উপাদানরূপে আয়ত্ত করিতে চায়। যাহা মানুষ ভাবে অনেক সময়ে তাহা আকাশ-কুসুমই হয়।

প্রাসাদের মধ্যে অন্য কোন স্ত্রীলোক থাকে না। একমাত্র চিত্রাই রহিয়াছে, আর সব পুরুষ মানুষ। প্রাসাদের এক কোণে দ্বিতলের উপর চিত্রার কোয়াটার, ঠিক তাহার মাথার উপর তিনতলায় কুমারবাহাদুরের শয়ন কক্ষ। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি বাড়ী হইতে বিশেষ কাজ না থাকিলে বাহির হন না।

নীচে অফিস ঘর। সেখানে কর্ম্মচারীরা কাজ করে। প্রাসাদের কিছু দূরে একখানি একতলা বাড়ী। এখানে কর্ম্মচারীদের থাকিবার জায়গা। তাহার নিকটেই বাংলো ধরণের বাড়ীতে এই বাড়ীর ম্যানেজার পরিবার-বর্গ লইয়া অবস্থা করেন।

সন্তোষবাবু অসন্তোষের সহিত চলিয়া গিয়াছেন। মহেশ দাস ম্যানেজারের পদ পাইয়াছে। কয়েক দিন হইল তাহার স্ত্রীপুত্রকে আনিয়া কোয়াটারে রাখিয়াছে। মহেশের স্ত্রীর বয়স খুব বেশী নয়, বড় জোর পঁচিশ হইবে।

পুত্রটী তিনচারি বছরের বেশী নয়। চিত্রার আহারাদি, জল খাবার প্রভৃতির জন্য এষ্টেট হইতে ব্যয় ভার বহন করার ব্যবস্থা হইয়াছে। কর্ম্মচারীরা মেস করিয়া থাকে। আরতি যখন সেক্রেটারী ছিল গোপনে এখানে আসিয়া ব্রিজ খেলিত, গল্প করিত এবং রঙ্গ তামাসায় আত্মহারা হইত।

চিত্রা কুমারবাহাদুরের কাজগুলি মনোযোগের সহিত শেষ করিয়া নিজের কক্ষে আসিয়া কখন শুইয়া থাকে, কখন বা পড়ে। দুপুর বেলায় বারোটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত ছুটী থাকে। চিত্রা এই অবসর কালে ঘুমায়। যেদিন ঘুম না আসে, বই পড়ে।

প্রগতির আবহাওয়ায় পুষ্ট তরুণী যৌবনের উদ্দীপনা পূর্ণ আবেগ সংযত করিয়া চাকুরী করিতেছে। কিন্তু কুমারবাহাদুরের সুদর্শন তরুণ কর্ম্মচারী নিশাকর তাহার সহিত নিভৃত আলাপ করিবার সুযোগ খোঁজে। সেই শ্রেণীর পুরুষ যাহারা সুন্দরীতরুণীর সহিত কথা বার্ত্তার দ্বারাই উগ্র যৌবনসুলভ লালসার তৃপ্তি সাধন করে।

কি করিয়া সে বাধা উত্তীর্ণ হইয়া চিত্রার সহিত দুইদণ্ড কথা বলিবে তাহার জন্য ব্যাকুল হয়। চিত্রার ঘরে পর্দ্দা দেওয়া থাকে। ঘরের পার্শ্ব দিয়া সিঁড়ি উঠিয়াছে। কখন কুমারবাহাদুর উঠিবেন বা নামিবেন ইহাই তাহার ভয়। ইতিপূর্ব্বে নিশাকরের সহিত অন্যান্য তরুণ কর্ম্মচারীদের আলোচনা চলিয়া ছিল। তাহারা নিশাকরকে উত্তেজিত করিবার জন্য বলিয়াছিল কখনই সে চিত্রাকে করায়ত্ত করিতে পারে না। তাহারই পুনরাবৃত্তি দেখা গেল। রঞ্জন কথা প্রসঙ্গে নিশাকরকে বলিল…'চিত্রাকে পাওয়ার আশা ছেড়ে দাও বন্ধু…'

সে উত্তরে বলিল…'ও রকম চিত্রা ঢের দেখেছি, চালে মাৎ করেছি কত নবীনাকে,·· ও তো ভারি…দেখোনা, সবুরে মেওয়া ফলে…'

শ্রীকৃষ্ণ তালুকদার অসহ্য হইয়া তাহাকে জানাইয়া দিল তাহার মুখখানি সর্ব্বস্ব। কখন কোন মেয়ের চিঠি তাহার বাক্স হইতে পাওয়া যায় নাই, কোন মেয়ে লোক পাঠাইয়া তাহার খোঁজ লইতে চেষ্টা করে নাই, সে কি না নবীনাদের হৃদয় জয় করিয়াছে! শেষে তালুকদার উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল…'সুপুরুষ হোলেই তা বলে মেয়েদের মন হরণ করা যায় না…কিছু গুণ থাকা দরকার, তোমার কি গুণ আছে? না লিখ্‌তে পারো নভেল, গল্প কবিতা, না গাইতে পারো, না পারো একটিং কর্‌তে…এমন কি ভালো ফুটবল খেল্‌তে পার্‌লেও চল্‌তো, ফেঁনিয়ে ফেনিয়ে গল্প কর্‌বার ক্ষমতা থাক্‌লেও তবু আশা ছিল…'

'.. বুঝ্‌লে তালুকদার, রূপের কদর আস্তে বইকি আমার এই চেহারা দেখে অনেক মেযে গেয়েছে ..'চোখ ইসারায় ডাক্ দিল হায় কে গো দরদী...'

...'তারা এ শ্রেণীর মেয়ে নয.. যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে শীকার খোঁজে, তাদের দল বোধ হয়...নতুবা...'

কথায় বাধা দিয়া নিশাকর বলিল...'ওদের দিকে চেয়েই দেখিনে...'

তুমুল বাদানুবাদ আরম্ভ হইল। পরমানন্দে অন্যান্য কর্ম্মচারীরা শুনিয়া নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিযা কলহটা কোলাহলে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। তাহাদের হাস্য পরিহাসে নিশাকর বিরক্ত ব্যতিব্যস্ত হইল। তাহাদের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিল চিত্রার মন হরণ করিবে। সকলে তাহার উদ্ধত দুর্ব্বদ্ধির প্রতি শ্লেষ করিল।

শ্যামল হাসিযা বলিল...'অত সোজা নয়, চল্লিশ টাকা মাইনের জমিদারী সেরেস্তার আমলাকে কেউ আমল দেয় কি? পাড়াগাঁয়ের গোবর ঘাঁটা গরবিনী জুটতে পারে এর বেশী আশা করোনা, চিত্রার মত তরুণী দেব ভোগ্যা...'

শ্রীকৃষ্ণ তালুকদার আবেগের সহিত বলিল...'আরতিকে পেলেনা, আর ঐ চিত্রাকে পাবে?'

...'চেষ্টা করিনি...'

'...তোমার মত প্রেমিক পুরুষ যায তুড়িতে তরুণীরা নাচে, ঘর ছেড়ে এসে বাহিরে ধরা দেয় এরকম সুযোগ হারালো...এর মানে?...'

'...আরতি সন্তোষ বাবুর...শেষে কি...'

কথা শেষ না হইতে সমরেশ উচ্চৈঃস্বরে বলিল...'থ্রি চিয়ার্স ফর নিশাকর,' হিপ হিপ হুররে...'সকলে তাহার কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ

মিলাইয়া দিল। নিশাকর কোন কথা না বলিয়া সবেগে প্রস্থান করিল।'

শ্রীকৃষ্ণ তালুকদার বলিল…'একেই বলে পাগল ·'

নিশাকর অন্তরে আঘাত পাইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, পরিণাম যাহাই হউক চিত্রার কোয়াটারে যাইতে হইবে।

উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া সে প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে পশ্চাতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দেওয়াল ঘড়ির জলতরঙ্গ শব্দের সহিত দুইটা বাজিল। ভয়ে ভয়ে পর্দ্দা সরাইল। উঁকি মারিয়া দেখিল গঙ্গা জলের ঢাকাই শাড়ী এবং জর্দ্দারঙের টাইট ব্লাউজ পরিয়া চিত্রা ঘুমাইতেছে। ইলেকট্রিক ফ্যান ঘুরিতেছিল। তাহারই বাতাসে শ্যাম্পুকরা কুঞ্চিত কেশের স্তবকগুলি উড়িতেছিল। নিশাকর চিত্রার সৌন্দর্য্য সুধা পান করিতে করিতে আত্মহারা হয়…চঞ্চলতা দেখা দেয়। কুমার বাহাদুর তিনতলায় নিদ্রিত। নীচে অফিস ঘর বন্ধ। চাকররাও ঘুমাইয়াছে। সর্ব্বত্র প্রশান্তি, প্রগাঢ় স্তব্ধতা।

কয়েক মুহূর্ত্ত নিশাকর পর্দ্দার ভিতর আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দ্রুত স্পন্দন কোন মতে থামে না। প্রথমে ভাবিল চলিয়া যাইবে, পরক্ষণে প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ হয়। চিত্রার দৃষ্টি আকর্ষণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে কি? চিন্তা করিতে করিতে কে যেন বলিয়া ওঠে চিত্রার কোন সখের জিনিষ চুপি চুপি গৃহ হইতে লইয়া গিয়া বন্ধুদের কাছে দেখানো যাইতে পারে·· বেশ মজা হইবে। ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া ঘরের ভিতর এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল চিত্রার মরক্কো বাঁধাই সোণার জলে লেখা গানের খাতা।

নিজের মনে বলে—'সঙ্গীত চর্চ্চাও চলে…ঐখাতা খানি উৎকৃষ্ট নিদর্শন হবে…'পরক্ষণে মনে হয়, লওয়া যায় না, বিভ্রাট ঘটিতে পারে,… বন্ধুদের দেখাইলে তাহারা বিপন্ন করিতে পারে। গানের খাতা লইতে সাহসী হইল না, খাতাখানি উল্টাইতে উল্টাইতে চিত্রার ফটো পাইল। নিমেষের মধ্যে তাহা পকেটে পুরিল।

প্যাডের কাগজ ও কালি কলম দেখিতে পাইয়া তাহার খেয়াল চাপিল চিত্রাকে একখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়া যায়। লিখিবার সময় কুমার বাহাদুরের কথা মনে পড়ে। চিন্তা ভারাক্রান্ত হইল।

নিজের মনে বলিল…'কুমার বাহাদুর জ্যান্ত-রাখ্‌বেন না।…'

লেখা হইল না… তবে কি তাহার ঘুম না ভাঙ্গা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে! ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকা অশোভন নয় কি!

অফিস রুমে সুযোগ মত দেখা করাই ভালো, নিজের মনে এই কথাই বারম্বার উদয় হয়।

গানের খাতাখানির একটী পৃষ্ঠায় মেয়েলি হাতের আঁকাবাঁকা হরফের ঢঙে লিখিয়া রাখিল…

তোমারে চিনেছি আমি বিনা পরিচয়ে
বলিতে পারি না কিছু পরিণাম-ভয়ে।
তোমার পড়েছি প্রেমে জানোনা প্রেয়সী
তারাভরা রাতে মোর তুমি পূর্ণশশী।

নীচে স্বাক্ষর করিবার ইচ্ছা ছিল, সে ইচ্ছা কোন মতে দমন করিল। বারম্বার চিত্রার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে নিজের মনে বলিল… 'গালের দু'পাশ দিয়ে কি সুন্দর গোলাপী আভা না বেরোচ্ছে. যেমন দেহের গড়ন, তেমনই বুকের আঁটসাঁট ভাব…'

একান্ত সাহসী হইয়া ধীরে ধীরে পালঙ্কের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পায়ের দিকে শাড়ীর প্রান্ত বাতাসে খানিকটা সরিয়া গিয়াছে।

রূপোন্মাদ নিশাকর দেখিতে থাকে এবং নিজের মনে বলে …'কি সুন্দর পায়ের গড়ন! পায়ের গোছ দুটী গোল, কোন দিকটা সাদা ধবধবে, কোন দিকটায় রক্ত ফেটে পড়ছে…আমার কি সৌভাগ্য হবে! কেন চাকুরী করতে এলে? গ্লাস কেসে সাজিয়ে রাখবার মত তুমি, কুমার বাহাদুরের গ্লাস কেসেই শেষে সাজানো থাকবে, আমার কপালে হাহুতাশ…'

নিশাকরের প্রতিটী অঙ্গ উত্তেজনায় দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল।

শেষে সে নিজের অবস্থার মাত্রা ঠিক করিতে পারিল, নিজের মনে বলিল…'এখুনি যদি জেগে ওঠে…'ভয় হইল। কক্ষ হইতে বাহিরে আসিল, চাকুরীর ভবিষ্যৎ আছে…আর নয়! ভাবিতে ভাবিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া কোয়ার্টারে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

প্রায় পৌনে চারিটার সময় চিত্রার ঘুম ভাঙিল। তাহার নিকট দুপুরের রহস্য সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সাজিয়া গুজিয়া অফিসের কাজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে বাথরুমে প্রবেশ করিল। মিনিট দশেকের মধ্যে গা ধুইয়া এবং প্রসাধন শেষ করিয়া বেশের পরিপাট্য করিল, তারপর নীচে নামিয়া আসিল।

অফিস রুমে বসিয়া টাইপ আরম্ভ করিয়াছে এমন সময় টেলিফোনে ক্রিং ক্রিং আওয়াজ হইল। রিসিভারটী ধরিয়া বলিল…'হ্যালো…'

মহিলা-কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল। পরে বলিল…'ধরুন, কুমার বাহাদুরের ঘরে কনেক্সান দিয়ে দিচ্ছি…'

কুমার বাহাদুরের তেতলার ঘরে টেলিফোন সংযোগ করিয়া আবার টাইপ করিতে লাগিল। অন্যদিনের মত নির্দ্দিষ্ট সময়ে কুমার বাহাদুর নামিলেন না। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে নামিয়া আসিয়া বলিলেন…'এবেলা তোমাকে জমিদারী সংক্রান্ত কাজ করতে হবে, ম্যানেজার যে সব হিসেব পত্র আমাকে দাখিল করেছে সেগুলো চেক করবার ভার

তোমাকে দিলাম, টাইপ সেরে ওগুলো দেখবে তারপর মাসিক হিসেব নিকেশ দেখ্‌বার সময় তোমার সাহায্য দরকার হবে…'

…'আচ্ছা স্যার…'

'…আমি একটু বেরিয়ে যাচ্ছি, আস্‌তে দেরী হবে…' এই কথা বলিয়া কুমার বাহাদুর মিনিট পাঁচেকের পর গাত্রোত্থান করিলেন।

চিত্রা টাইপ শেষ করিয়া ম্যানেজারের হিসাব পত্র চেক করিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরে নিশাকর আসিল এবং নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। চিত্রা নিবিষ্ট চিত্তে কাজ করিতেছিল…লক্ষ্য করে নাই।

কয়েকখানি পাতা 'চেক্' করিয়া ঘাড়টা যেমনই সোজা করিয়াছে, অমনই নিশাকরকে দেখিতে পাইল।

গম্ভীর ভাবে বলিল …'কি চাই আপনার ?'

'…আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে এলাম…'

…'আপনি কি এখানে কাজ করেন ?…'

প্রফুল্ল হইয়া নিশাকর বলিল…'হ্যাঁ এখানেই…'

'…আপনি বোধ হয় জানেন এঘরে আপনাদের প্রবেশ নিষেধ… এমন কি ম্যানেজার বাবুর পক্ষে কুমার বাহাদুরের অনুপস্থিতিতে আসা চলেনা …'

…'দেখুন, আইন কানুন আছে, সব সময়ে কি আইন মেনে চলা যায় ? এখানে নতুন এসেছেন আপনার অভাব অভিযোগ সুবিধে অসুবিধে এ সব তো আমরাই দেখবো…তা ছাড়া একাটী থাকেন, আপনার আগে যিনি ছিলেন, ভারী মিশুক আর আমুদে, আমাদের সকলের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে মিশ্‌তেন…'

'…তিনি যা করতেন আমাকে তা কর্‌তে হবে এমন তো কোন কথা নয়, আপনাকে নিষেধ করছি এঘরে ঢুক্‌বেন না, কথা না শুন্‌লে কুমার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌তে হবে…'

'...আপনার কোয়াটারে...'

'...যাবার কোন প্রয়োজন নেই ·'

'...একটু গল্প সল্প কর্‌তে...আপনি উচ্চশিক্ষিতা, আপনার কাছে অনেক শিখ্‌বার আছে...'

'...মাফ্‌ কর্‌বেন, শেখাবার সময় নেই...'

নিশাকরের পক্ষে সুবিধা হইল না। উগ্র নারীমূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকা আর চলিল না। বাহির হইয়া আসিল। সেরেস্তার কাজে মন বসিল না...যেটুকু কাজ করিল তাহার মধ্যেই ভুল হইতে থাকে। বৃদ্ধ আমিন মহাশয় ধমকাইয়া ভুল দেখাইয়া বলেন...'এত ভুল হলে চল্‌বে কি করে।' শ্রীকৃষ্ণ তালুকদারের রহস্য বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন... 'কি রোগ?...ঘোড়ারোগ?...'

...'অনেকটা ঐ জাতীয়...প্রেমরোগ...'

'...প্রেমরোগ?...'এমন ভাবে আমিন মহাশয় ভাবের অভিব্যক্তি করিলেন যে, অধিকাংশ কর্ম্মচারী হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না।

তালুকদার বলিল...'হ্যাঁ, ঐ রোগ·· চিকিৎসার দরকার··'

'...এ রোগের উৎপত্তি কি রকমে হোলো...'

'·· নতুন সেক্রেটারীকে দেখে··'

নিশাকর শ্রীকৃষ্ণ তালুকদারের সহিত কলহ আরম্ভ করিল।

মহেশ দাস গোলমাল শুনিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল ·'মেছোহাটা নয়, এটা অফিস, বাইরে গিয়ে ঝগড়া করুন গে··'সকলে চুপ করিল।

সেরেস্তার ছুটি রাত্রি আটটায়। যথাসময়ে সেরেস্তার কর্ম্মচারীদের ছুটী হইল। সকলে প্রস্থান করিল। চিত্রার কাজ শেষ হয় নাই। ম্যানেজারের প্রদত্ত হিসেব নিকেশ দেখিতে দেখিতে কয়েকটী জায়গায় গোঁজামিল দেখিতে পাইল এবং দাগ দিয়া নোট করিয়া রাখিল।

নিজের মনে বলিল...'এরাই জমিদারের পরকাল খায়, সরকার পর্য্যন্ত

জমিদারের মাথায় কাঁটাল ভেঙে কোষ খেয়ে বারোমাসে তেরো পার্ব্বণ করে কি করে ?…'

প্রায় নয়টার সময় কুমার বাহাদুর আসিয়া দেখিলেন তখনও চিত্রা কাজ করিতেছে। আনন্দ লাভ করিলেন। চিত্রা বলিল…'ম্যানেজার যে হিসেব দাখিল করেছেন তার দুএক জায়গায় গোঁজামিল দেওয়া হয়েছে…'

বিস্মিত হইয়া বলিলেন · 'বলো কি ? মহেশ দাসও আমাকে ডুবোতে চায়…দেখি…'

হিসাব পত্রের কাগজ দিয়া চিত্রা দেখাইয়া দিল হাজার টাকার গোলমাল রহিয়াছে। কুমার বাহাদুর নিবিষ্টচিত্তে পরীক্ষা করিতে করিতে বুঝিতে পারিলেন চিত্রা ঠিকই ধরিয়াছে। নিজের মনে বলিলেন ··'এই মেয়েটী আমার ভাগ্যলক্ষ্মীকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারবে…চমৎকার অডিট করতে পারে…'

কিছুক্ষণ ধরিয়া হিসাব নিকাশ পরীক্ষা করিবার পর কুমার বাহাদুর উঠিয়া বলিলেন…'আজ এই পর্য্যন্ত থাক…'

তিনি উপরে চলিয়া গেলেন। চিত্রাও আপনার ঘরে প্রবেশ করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে মহেশ দাসকে চেম্বারে ডাকিয়া কুমার বাহাদুর বলিলেন·· 'হিসেবে হাজার টাকার ভুল হচ্ছে, এ টাকাটা…'

মহেশ দাস চশমাটা পরিয়া দুই চারিবার দেখিল। শেষে বলিল "ভুল হয়েছে স্যার, টাকা যাবে কোথায়…সেরেস্তায় নিয়ে গিয়ে ঠিক করে আন্‌ছি··'

'…নিজে ভালো করে দেখে তবে আমার কাছে পাঠাবেন ··'

তখন চিত্রা অফিসের মাসিক হিসাব নিকাশ দেখিতেছিল, মহেশ দাস

নিজের মনে বলিতে বলিতে চলিয়া গেল…'এ মেয়েটীর জন্তে কুমার বাহাত্নরের চোখে ধূলো দেবার উপায় নেই দেখ্‌ছি‥'

মহেশ দাস প্রস্থান করিবার পর কুমার বাহাত্নরকে চিত্রা মাসিক হিসাব নিকাশের বিবৃতির গলদ দেখাইল। কুমার বাহাত্নর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কলিং বেল টিপিলেন। চাপরাসি আসিয়া হাজির হইল। গম্ভীর হইয়া বলিলেন…'ম্যানেজার বাবুকো সেলাম দেও…'

চাপরাসি চলিয়া গেল। নিজের মনে বলিতে লাগিলেন…'এরকম ষ্টাফ নিয়ে কাজ চালানো সমস্যার বিষয়, এতদিন আমাকে ওরা চোখে ধূলো দিয়েই আস্‌ছিল…'

মহেশ দাস আসিল। কুমার বাহাত্নর বলিলেন…'বড়ই ত্নঃখের বিষয়, আপনারা আমার এষ্টেটের কাজে অবহেলা কর্‌ছেন, বিবৃতি ঠিক হয়নি, ঠিক করে নিয়ে আস্থন…'

মহেশ দাস কাগজ পত্র লইয়া দপ্তরে আসিল এবং নিশাকরকে ডাকিয়া বলিল…'আপনাদের জন্তে আমার পক্ষে আর ম্যানেজারী করা চল্‌বে না…'

'‥কেন স্যার‥'

'…বিবৃতি ঠিক হয়নি, এটা অফিস, আড্‌ডার জায়গা নয়…'

বৃদ্ধ আমিন মহাশয় বলিলেন…'এত ভুল তো আগে হোতো না‥'

মহেশ দাস বলিল…'ঐ মেয়েটা ভয়ানক। ওর চোখে ধূলো দেবার জো নেই, কেবল ভুল ধরছে, এরকম করে কি কাজ করা যায়‥'

'‥ওকে তাড়াবার কোন উপায় করতে পারেন না? কুমার বাহাত্নরের কাছে বারে বারে অপদস্থ হওয়া ঠিক হচ্ছে না‥'

'‥আমাদের ওপর ওর ভালো ধারণাই ছিল। বদ্‌লে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে খুব…'

আমিন মহাশয় বিশেষ কথা না বলিয়া হুঁকায় টান দিতে দিতে ম্যাপের

দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। মহেশ দাস নিজের ঘরে গিয়া চেয়ার টানিয়া বসিল এবং কাজ করিতে আরম্ভ করিল। সেরেস্তায় কেবলমাত্র ম্যানেজারের ঘরে টেবিল চেয়ার। অন্যান্য কর্ম্মচারীরা সতরঞ্জি ঢাকা উঁচু তক্তপোষের উপর ছোট ছোট বাক্স লইয়া বসিযা কাজ করে। তক্তপোষেব ধারগুলি কাঠের রেলিং দিয়া আঁটা।

. উঠিবার ছোট ছোট সিঁড়ি আছে। প্রবীণ কর্ম্মচারীদের পাশে এক একটী হুঁকা রহিযাছে। কয়েকজন কর্ম্মচারীর বসিবার জায়গায তাকিয়া দেওযা হইয়াছে। এককোণে কতকগুলি বড় বড় আলমারী। কর্ম্মচারীদের মাথার উপর কড়িকাঠের কাছাকাছি জায়গায চতুর্দ্দিক বেলিং দিয়া তক্তা আঁটা থাক্‌। ইহার উপর কাপড় দিয়া বাঁধা দপ্তর সাজানো রহিযাছে। জমিদারী সেরেস্তাটী দেখিলে মনে হয় এখনও মধ্যযুগীয় প্রচলিত ধারায় কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। সেরেস্তার কর্ম্মচারিগণ সাধাবণতঃ অর্দ্ধশিক্ষিত হয়, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। সন্তোষবাবুই ওকালতি পাশ ছিলেন। মহেশ দাসেব শিক্ষা মাইনর স্কুল পর্য্যন্ত। নিজের অধ্যবসায় এবং দক্ষতার বলে উত্তরোত্তর তাহার পদোন্নতি হইতে থাকে। শেষে ম্যানেজার হইযাছে, এরূপ উন্নতি তাহার পক্ষে আশাতীত।

উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই। সুবিধা পাইলে জমিদারকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা এবং প্রজাদিগের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে শাসন করিবার প্রবৃত্তি পূর্ব্বের মতই আছে। মহেশ দাস চিন্তাভারাতুর। পূর্ব্বের মত কুমার বাহাদুরের গোপনীয় কার্য্যকলাপ জানিবার কোন প্রকার সুযোগ পাইতেছে না। যে সুবিধা আরতির আনুকূল্যে সন্তোষ বাবু লাভ করিতেন সে সুবিধা মোটেই পাওয়া যাইতেছে না। চিত্রা প্রতি নিযত ভুল ধরাইয়া দিতেছে। তাহার পক্ষে চাকুরী রক্ষা করাও সমস্তার বিষয়। অধিকাংশ কর্ম্মচারী

তরুণ এবং চঞ্চল। সম্পূর্ণভাবে নিজেদের কার্য্যে মনঃসংযোগ করে না। অফিস রুমে বসিয়া সারা সকালটা কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে নিজের মনে বলিল…'মাত্র কয়েক দিন এসেই মেয়েটা অফিস তোলপাড় কর্‌বার জো করেছে…সরকার সামান্য মাইনে পায়, দুটো পয়সা পেয়েই থাকে…তার উপরি পয়সার ওপর নজর পড়েছে, অমি ধরিয়ে দিচ্ছে…না, আর চাকুরি থাকেনা ·· বিল পাশ হয় না, খাজাঞ্চি বাবু হাত গুটিযে বসে আছেন, কি করা যায়…'মহেশ দাস কোন মীমাংসাই করিতে পারে না। তাহার অন্তরে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

এ সময়ে উপেন গাঙ্গুলীর আকস্মিক আর্বিভাবে বিস্মিত হইল।

উপেন গাঙ্গুলী বলিল…'কি রকম ম্যানেজার বাবু, আছেন কেমন ?·· '

'·· আছি কোথায় স্যার, খাট্‌তে খাট্‌তে প্রাণ ওষ্ঠাগত · প্রত্যেক কাজটা যদি নিজের হাতে নিয়ে কর্‌তে হয় তাহোলে তো আর বাঁচিনে… বাবুরা ভুল কর্‌বেন, কৈফিয়ৎ দিয়ে মর্‌বো আমি·· '

' · কি আবার হোলো ?…'

'…বিশেষ কিছু নয়, ভুলচুক·· '

'…পদ মর্য্যাদার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বও বাড়ে, ও এমন কিছু ইয়ে নয়… আরতিকে জবাব দিয়ে কাজ কেমন চল্‌ছে…'

'…ভালই চল্‌ছে…'একথার পর নতুন সেক্রেটারী সম্বন্ধে কোন কথা বলা চলিল না।

মনোমত কথার উত্তর না পাওয়াতে উপেন গাঙ্গুলীকে উঠিতে হইল। বাহির হইয়া বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করিল…'কুমার বাহাদুর কোথায় !'

বেয়ারা বলিল…'চেম্বারে কাজ কর্‌ছেন…'

'একবার দেখা কর্‌তে হবে · '

'…বৈঠকখানায় বসুন, বলে আস্‌ছি ·

উপেন গাঙ্গুলী বৈঠক খানায় বসিয়া মহেশ দাসের কথা ভাবিতে লাগিল।

নিজের মনে বলিল ···'লোকটা একেবারে পাকা ঘুঘু, কিছু বল্‌লে না, শুধু নিজের কথায় পাঁচ কাহন, আমার চোখে ধূলো দিল···'

কিছুক্ষণ পরে কুমার বাহাদুর আসিলেন। উপেন গাঙ্গুলী বলিল··· 'নানা কাজের চাপে ক'দিন আস্‌তে পারিনি, একটা বড় দরের ডিনার পার্টির এন্‌টারটেন্‌মেণ্টের ভার নিতে হয়েছিল···'

'···কি রকম হোলো··'

'·· চমৎকার, বড় বড় ঘরের মেয়েদের নাচ গান, কক্‌টেল চল্‌লো···'

'···মেয়েদের সংগ্রহের ভার বোধ হয় তোমার হাতেই ছিল···'

'···নিশ্চয়ই, আরতিকে পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলাম···তাকে জবাব দিলেন কেন?'

'···ওরকম অকর্ম্মণ্য মেয়ে নিয়ে কাজ চলে কি?···'

' এখন যিনি এসেছেন, কি রকম?··'

'···সর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং খুব ভালো জানে, এদিকে গ্রাজুয়েট, স্পীড আছে, চমৎকার অডিট কর্‌তে পারে, সেরেস্তার ভুল ধরা পড়ছে একটার পর একটা···তোমার আরতিকে দিয়ে তো কোন কাজই হয়নি, বরং আমার সর্ব্বনাশের পথ তৈরী হচ্ছিল···'

এ কথার পর উপেন গাঙ্গুলী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল··· 'বইটা কদ্দূর এগোলো···'

'·· অনেকটা দূর এগিয়েছে, জমিদার হিসাবে রাণীভবানীর দেশ হিতকর কার্য্যপদ্ধতির আলোচনা কর্‌ছি, এরপর ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান সময়ের জমিদারদের প্রজাকল্যাণের কার্য্যকলাপ দেখাবো··'

'· বর্ত্তমানের অধিকাংশ জমিদারই প্রজাদের রক্ত শোষণ করে কলকাতায় বসে বসে বাবুয়ানী কর্‌ছেন, রেস, মদ, বাইজি, ফিল্ম

অভিনেত্রী নিয়ে ডুবে আছেন, এদিকটা ভাব্‌বার আছে…দেশের কোন কল্যাণ করেন না…'

'…সবাই তো নয়…'

'…অধিকাংশই…'

'…বিশ্বাস করিনে…'

'…কত দেখ্‌তে চান, আসামের প্রান্ত সীমা থেকে আরম্ভ করে বঙ্গোপসাগরের কাছ পর্য্যন্ত যত জমিদার বর্ত্তমানে দেখ্‌ছি তাদের অধিকাংশই, সমাজের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেনি, প্রজাদের সুখদুঃখের ব্যথার সঙ্গেও এদের পরিচয় নেই…'

কথায় বাধা দিয়া কুমার বাহাদুর বলিলেন…'ওসব শুন্‌তে চাইনে, জমিদারকে বাঁচাতেই হবে। বইটা শেষ হোলে পার্লামেণ্ট পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে তুল্‌তে পারি কিনা দেখিয়ে দেবো…'জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হোলেই হোলো…'

'…কিছুই কর্‌তে পার্‌বেন না কুমার বাহাদুর, জনমত আপনাদের বিরুদ্ধে, নেটিভ ষ্টেটগুলো পর্য্যন্ত থাক্‌বে না, বাংলার জমিদার তো কোন ছার! সে দিন আস্‌ছে…আপনারা কি কম প্রজা পীড়ন করে থাকেন? জমিদাররা পূর্ব্বের মত গাঁয়ে থেকে গাঁয়ের উন্নতির চেষ্টা করেনা, গাঁয়ের সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, দেশে ঘরে যাওয়া তো বাবুরা ভুলেই গেছেন: বারোমাসে-তের পার্ব্বণ হবে, প্রজারা এসে বেগার দেবে, যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে জমিদারের মনস্তুষ্টি কর্‌বে, আমলাবাবুদের পায়ে প্রণামী দেবে, না হোলেই অত্যাচার…এই তো অবস্থা! মশায় আমি একটা জমিদারের খবর রাখি, এখনও এযুগে দেশের বাজার থেকে মাছ মাংস জোর করে নিয়ে রসনার তৃপ্তি সাধন করেন, দাম চাইলে কেউড়িতে ফেলে বেদম প্রহার করা হয়…ফলে সেখানকার

বাজার বসতে চায় না, প্রজাসাধারণের উচিত দলবদ্ধ হয়ে এশ্রেণীর জমিদারকে শিক্ষা দিয়ে দেওয়া…’

‘…কে সে ?…’

‘…নামে দরকার নেই, শুনে রাখুন শুধু…বাস্তব জগতের কতটুকু খবর রাখেন ?…’

‘…আপনি কি বল্‌তে চান এখনকার জমিদারেরা দেশের কোন মঙ্গল করে না…’

‘…কিছু না, কিছু না কুমার বাহাদুর, জমিদারী প্রথা বাংলা থেকে যেদিন উঠবে সেদিন বাংলার সত্যিকার উন্নতি হবে…সাম্যের যুগে নবাবী আমল চল্‌বেনা…’

উপেন গাঙ্গুলীর অপ্রীতিকর মন্তব্য কুমার বাহাদুরের নিকট বিষাক্ত বোধ হইল।

বলিলেন…‘কাজ আছে, উঠ্‌লাম…’

উপেন গাঙ্গুলী প্রস্থান করিল।

কুমার বাহাদুর ভাবিতে লাগিলেন উপেন গাঙ্গুলীর মত সুবিধাবাদীর দল সমাজের শত্রু।

আরতিকে চাকুরী দিবার সময় বাংলার জমিদারদের স্বপক্ষে কত কথাই না বলিয়াছিল, আজ বিরুদ্ধবাদী হইবেই তো, যতক্ষণ মানুষের মনস্তুষ্টি করা যায় ততক্ষণ তাহার কাছে ভালো থাকা যায়; তারপর বদলোক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে হয়, এই তো বর্ত্তমান সমাজ! সাম্যের যুগ বলিয়া চীৎকার করিতেছে, চতুর্দ্দিকে বৈষম্য…সাম্যের কোন লক্ষণই দেখা যায় না। কাস্তে হাতুড়ি আর লাঙল লইলেই যদি সাম্যের যুগ হয়, তাহা হইলে দেশটা মিস্ত্রি আর কৃষকেই পূর্ণ হইবে। সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করিবে কে? উপেনের কথায় কি কোন মূল্য

আছে! জমিদারদের উচ্ছেদ সাধন করিলে সামাজিক বিপর্য্যয় ঘটিবে, আর্থিক সমস্যার সমাধান কে করিবে!

গম্ভীর হইয়া চেম্বারের ভিতর বসিয়া কুমার বাহাদুর এই সব কথা ভাবিতে থাকেন। তারপর বলিলেন…'মিস্ চ্যাটার্জ্জি, ওবেলা বইয়ের কাজ আরম্ভ করতে হবে…এবার প্রমাণ করবো বিংশ অধ্যায়ে যে,আমলা তন্ত্রের অত্যা-চারের জন্যে, দারোগাবাবুদের উপদ্রবের জন্যে বাংলার জমিদাররা দেশঘর ছেড়ে কল্‌কাতায় এসে থাক্‌তে বাধ্য হোলো…ইতিহাস থেকে প্রমাণ করবো ওদের বর্ব্বর আচরণের কথা…'

চিত্রা সোৎসাহে বলিল…'চমৎকার, এটা খুব ভালো পয়েণ্ট · ডিম খাবার বেলা দারোগাবাবু,তা দেবার বেলা জমিদার : এজন্যেই জমিদারের দুর্গতি…'

কুমার বাহাদুর চিত্রার প্রখর বুদ্ধি উপলব্ধি করিলেন।

দরোয়ান আসিয়া একখানি 'ভিজিটিং' কার্ড দিল।

কুমার বাহাদুর কার্ডখানি পড়িয়া বলিলেন…'আচ্ছা, বাইরে অপেক্ষা করতে বলো…'

দরোয়ান বাহিরে আসিল। যে মহিলাটী অপেক্ষা করিতেছিলেন তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল ··'বৈঠকখানায় বসুন, বাবু আসছেন ·'

পাখা খুলিয়া দিল। মহিলাটী সোফায় বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে কুমার বাহাদুর আসিতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন ··'গুডমর্ণিং স্যার…' ·

'…গুডমর্ণিং·· '

'…সেদিন বৈকালে টেলিফোন করে যা বলেছিলাম, সে সম্বন্ধে আপনার সম্মতি নেবার জন্যে এসেছি…'

'...মিস্ সাধনা সেন, যে কাগজ আপনি বের কর্‌তে চাইছেন তার পৃষ্ঠপোষক হতে আমার আপত্তি নেই, তবে আমাদের স্বপক্ষে কিছু কিছু লিখতে হবে, বাংলার জমিদাররা কিরূপ দুরবস্থায় পড়েছে জানেন তো! এর জন্তে অবশ্য টাকা পাবেন...'

'স্বাদেশিকতার উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা কাগজ বের কর্‌ছি · এর মধ্যে সাহিত্য বিজ্ঞান কাব্য সবই থাকবে, প্রচারমূলক কোন উদ্দেশ্য আমাদের নেই, দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ কর্‌বার দিকে লক্ষ্য আছে, তাহোলে এসম্বন্ধে কমিটির সম্মুখে আপনার প্রস্তাব উপস্থিত কর্‌তে হয়, যাহোক আপনার নামটা আমরা পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ব্যবহার কর্‌তে চাই...'

'...আমার প্রস্তাব যদি আপনাদের কমিটি সমর্থন করেন তাহোলে পৃষ্ঠপোষক হবো, নতুবা নয়...'

'...আমাদের মহিলা পরিচালিত মাসিক পত্রিকার নাম হবে অঞ্জলি...'

'...অন্য একটা নাম দিতে পারেন...মামুলি নাম...'

'...দিতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে, অঞ্জলি চৌধুরী এর জন্তে অনেক টাকা দিয়েছেন, কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর নামে কাগজখানির নামকরণ করা হচ্ছে...'

'...ইনি কে?...'

'...ইনি হচ্ছেন বন্দীবাসের বিখ্যাত জমিদার মহিমারঞ্জন চৌধুরীর মেয়ে, পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে পড়বার সময় কমনরুমে বসে দিনের পর দিন এঁর প্রেরণা পাওয়া গিয়েছিল যার ফলে আজ পত্রিকার জন্ম-সূচনা...বিশহাজার টাকা একাই দিয়েছেন...পৃষ্ঠপোষকদের নামের তালিকা করে মিস্ চৌধুরী আপনার নাম বসিয়েছেন।'

'...আমাকে চিন্‌লেন কি করে?...'

'...নিখিল বঙ্গ জমিদার সমিতির মারফৎ, আপনাদের পত্রিকার

ভেতর তিনি আপনার সম্বন্ধে পরিচয় পেয়েছেন, সম্প্রতি বিশেষ সংখ্যায় বাংলার বিশিষ্ট জমিদারদের যে সব প্রতিকৃতি বেরিয়েছে তার ভেতর আপনাকেও দেখতে পাওয়া গেছে, সে সংখ্যাটা তিনি লক্ষ্য করেছেন…'

'…তাঁকে বল্‌বেন জমিদারের মেয়ে হয়ে তাঁরও কি দেখা উচিত নয় যাতে জমিদাররা বাঁচে?'

'…অবশ্যই বল্‌বো, এবিষয়ে তাঁর একার কোন হাত নেই…সম্পূর্ণ ক্ষমতা কমিটির হাতে…'

'…আমার প্রস্তাব সমর্থন করে কাজ আরম্ভ কর্‌লে আপনারা আমার কাছ থেকে এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা পাবেন,·· জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে একখানা বই লিখ্‌ছি। বৃহৎ আকারেই হবে, উপায় নেই, বইখানিতে দেখাবার চেষ্টা কর্‌ছিঃ জমিদাররা বাংলার সামাজিকতা, সংস্কৃতি, জনসাধারণের নানাবিধ কল্যাণ, গ্রামোন্নয়ন, আমোদ উৎসব এবং দেশের ও দশের জীবন রক্ষার জন্যে এযাবৎ কিরূপ আত্মত্যাগ করেছেন…'

'…মনে কিছু কর্‌বেন না স্যার,…বাংলার জমিদাররা দেশের ও দশের জন্যে বহুকল্যাণ সাধন করে আস্‌ছেন এ কথা অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই কিন্তু অত্যাধুনিক জমিদারের খবর জানি যিনি প্রচুর টাকার মালিক হয়েও ছেঁড়া জামা কাপড়ে শততালি দেন আর তাঁর স্ত্রী রান্নাঘরে ঘুঁটে থেকে আরম্ভ করে আলু পটল গুণে গুণে দেন, আবার এমন জমিদার দেখেছি নিজের ভোগ বিলাসের জন্যে অজস্র অর্থ ব্যয় কর্‌ছেন… বন্যা মহামারী দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর ঝড় প্রভৃতির উপদ্রবে দেশ বারোমাস হাহাকার কর্‌ছে, এঁদের খেয়াল নেই। এঁরা কল্‌কাতা ছেড়ে দেশের বাড়ীতে যান না, দেশের কোন খবর রাখেন না ··এঁদের এই সব আচরণ দেখে বাংলার জাগ্রত আধুনিক গণশক্তি জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ সাধন কর্‌তে চায়। বাংলার সমাজ বলতে একটা বৃহত্তম পরিবার…

এ পরিবারভুক্ত সকলেই, পর্ণকুটীর থেকে প্রাসাদ পর্য্যন্ত কেউ বাদ যায় না। জন-কল্যাণ যারা করবে তারাই এযুগে বেঁচে থাকতে পারবে, স্বার্থ-কেন্দ্রিক যারা, তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন···সম্পত্তির সদ্ব্যবহার হচ্ছে কই ?'

মিস সাধনা সেনের দীর্ঘবক্তৃতা শুনিয়া কুমার বাহাদুর ভাবিতে লাগিলেন উপেন গাঙ্গুলীর মত এই তরুণীও জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে উদ্যত। কালের হাওয়া কি তবে ফিরাইয়া আনিয়া আত্মরক্ষা করা যাইবে না ?

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কুমার বাহাদুর বলিলেন···'তা হোলে খবরটা যেন পাই··'

'···যে আজ্ঞে···'বলিয়া তরুণী বিদায় লইল।

কুমার বাহাদুর চেম্বারে আসিয়া চিত্রাকে এ সম্বন্ধে বলিলেন।

চিত্রা বলিল···'ওরকম খোলাখুলিভাবে না বলে একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বললে ভালো হয়। হাওয়াটাকে ধরে নিতে হবে···'

'·· তা হোলে কি আমার এতদিনের শ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে ?···'

'···কিছু ভাববেন না স্যার, মহৎকাজে বাধা পড়ে, পণ্ড হয় না·· সব ঠিক হয়ে যাবে··' চিত্রার কথাগুলি কুমার বাহাদুরের অন্তরে আনন্দ দান করিল। তিনি আশ্বস্ত হইলেন। চিত্রা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল মিস্ সাধনা সেনের কথাবার্ত্তা হইতে কমিউনিজম প্রচারের আভাস পাওয়া যায়।

কুমার বাহাদুর নিজের মনে বলিলেন···'এরাই আমাদের মাথাটা খাবে···'

পাঁচ

পনরো বছর পূর্ব্বের কথা ।...

সোনাগড়ের জমিদার বিক্রম মুখোপাধ্যায দেশে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করায গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজাবাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। পূর্ব্বেও তিনি বহু জন-কল্যাণকর কার্য্য করিয়া প্রজাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিলেন। পাঁচ বছর হইল রাজাবাহাদুরের লোকান্তর ঘটিয়াছে। কুমার বাহাদুর অতিক্রম মুখোপাধ্যায় যেদিন জমিদারীর ভাব গ্রহণ করিলেন সেদিন চতুর্দ্দিকে ছিল বিশৃঙ্খলতা। তখন তাঁহার বয়স মাত্র পঁচিশ বৎসর।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইবার পর হাঁপানী দেখা দেয়। একমাত্র পুত্র যাহাতে অল্প বয়সে এ রোগে কষ্ট না পায় তাহার জন্য রাজাবাহাদুর এবং রাণী হিরণ্ময়ীর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তাঁহাকে সুদীর্ঘকাল বাংলার বাহিরে থাকিতে হইয়াছিল, এজন্য পিতার নিকট জমিদারী কার্য্য পরিচালনার পদ্ধতি শিখিবার সুযোগ পান নাই। বহু অর্থব্যয় করিয়া হাঁপানি দূর হইল বটে তবে সময়ে সময়ে ঠাণ্ডা লাগিলে উপসর্গ উপস্থিত হয়।

অতিক্রমকে বিলাত ঘুরাইয়া আনাই ছিল রাজাবাহাদুরের ইচ্ছা। একমাত্র পুত্রকে বিলাত পাঠাইয়া রাণী হিরণ্ময়ীর পক্ষে চিত্তের সুস্থতা রক্ষা করা একপ্রকার অসম্ভব বিবেচনায় তাঁহাকে এ সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সোনাগড়ের প্রাসাদে রাজাবাহাদুর বৎসরের বেশীর ভাগ সময় থাকিতেন এবং প্রজাদের অভাব অভিযোগ শুনিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। রাণী হিরণ্ময়ীও স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ

করিতেন। তিনি কোন উচ্চ অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত পর্ণকুটীরে লালিত পালিত হইয়া জমিদারের অন্তঃপুরে কুলবধূরূপে কৈশোরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য খ্যাতি ছিল বলিয়াই গরীব ব্রাহ্মণ পিতা কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন।

হিরণ্ময়ীর সহৃদয়তা উল্লেখযোগ্য। যখনই কর্ম্মচারীরা গরীব প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছে তখনই তিনি তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া প্রজাদিগকে বিপন্মুক্ত করিয়াছেন। এরূপ আদর্শ পিতামাতার স্নেহচ্ছায়ায় কুমার বাহাদুর মানুষ হইয়াছেন। তাই তিনি অত্যাচারী জমিদার হইতে পারেন নাই···বনিয়াদী জমিদারের প্রকৃতি তাঁহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বামীর মৃত্যুর পর হিরণ্ময়ী কাশীবাসী হইয়াছেন।

কুমার বাহাদুরকে বিবাহ দিয়া সংসারী করিবার ইচ্ছা ছিল। কুমার বাহাদুর মায়ের সে ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন না। তিনি পিতার মত সোনাগড়ে থাকেন না। কলিকাতার বাড়ীতে থাকিয়া জমিদারী পরিচালনা করেন। শোনা যায় সোনাগড়ে থাকিলে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। কোন দিকে লক্ষ্য নাই—লক্ষ্য কেবল জমিদারী প্রথা যাহাতে বাংলাদেশে থাকে, সেই দিকে। নানা বিরোধের ভিতর নিজের মহত্ত্বকে সজীব রাখিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এরূপ মানুষের অধীনে কার্য্য করিয়া চিত্রা মনের ভিতর তৃপ্তি লাভ করিয়াছে। সে তাঁহার স্নেহ এবং সমাদর পাইয়াছে। তাহার কর্ম্মকুশলতা দেখিয়া কুমার বাহাদুর তাহাকে কতকগুলি ক্ষমতা দিয়াছেন যাহার জন্য ম্যানেজার মহেশ দাসের বহুধা বিস্তৃত কর্ত্তৃত্ব খর্ব্ব হইতে বসিয়াছে।

চিত্রা কুমার বাহাদুরের সেক্রেটারী হইলেও ম্যানেজারের নিকট হইতে কৈফিয়ৎ তলব করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। জমিদার সমিতির মুখপত্র 'সঞ্জীবনী' তে কুমার বাহাদুরের নাম দিয়া সে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছে

তাহা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে। জমিদার বন্ধুদিগকে কুমার বাহাদুর অকপট ভাবে জানাইয়া দিয়াছেন এ লেখাটি তাঁহার নামে বাহির হইলেও তিনি লিখেন নাই···তাঁহার সেক্রেটারী মিস্ চিত্রা চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছে। বীরভদ্রপুরের জমিদার হরপ্রসন্ন বসু এরূপ আনন্দিত হইযাছেন যে তিনি কুমার বাহাদুরকে পত্র দ্বারা জানাইযাছেন চিত্রার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক।

কুমার বাহাদুর ভাবিতে থাকেন এরূপ ভাবে না জানাইলে ভাল ছিল। কোন জমিদারের নজরে পড়িলে হয়তো তাঁহার নিকট হইতে চলিযা যাইতে পারে। বেশী বেতনের দ্বারা প্রলুব্ধ হইলে তাঁহাকে ত্যাগ করিবে তখন তাঁহার পক্ষে বিপন্নতার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ভদ্রতার খাতিরে হরপ্রসন্নবাবুকে নিষেধ করা যায না। কুমার বাহাদুর কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারেন না। তবে তাঁহার জানা আছে হরপ্রসন্ন বাবু মৃদু স্বভাবের মানুষ···তরুণ হইলেও চিত্তের ঔদার্য্য আছে। আবার মনে উদয় হয় স্বার্থের সহিত সংঘর্ষ না হইলে মানুষ চেনা যায় না।

হঠাৎ প্রবোধ আসিল। বহুদিন আসে নাই। তাহাকে দেখিয়া কুমার বাহাদুর কেবল মাত্র প্রফুল্ল হইলেন না, ঈশ্বরকেও ধন্যবাদ দিলেন এই হিসাবে যে প্রবোধের দ্বারা এ সমস্যায় সমাধান হইবে।

রবিবার। কুমার বাহাদুরের সেরেস্তাও অন্যান্য অফিসের মত এদিন বন্ধ। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া পাঁচটা বাজিল। কুমার বাহাদুর একখানি সোফায় বসিয়া রহিয়াছেন। বেলা পড়িযা আসিতেছে। বলিলেন··· 'ডুমুরের ফুল হযেছ নাকি? একেবারে দেখা সাক্ষাৎ নেই···'প্রবোধ হাসিয়া বলিল···'চোখে সর্ষের ফুল দেখছো না তো···'

'·· চিত্রার মত কর্ম্মপটু সেক্রেটারী না পেলে সর্ষের ফুল সত্যি দেখতে হোতো···'

'···কি রকম?···'

' আর বল কেন,সন্তোষ বাবুকে জবাব দিয়ে মহেশ দাসকে বসালাম সেতো তুমি জানো··· তারপর মহেশ দাস আমার দফা রফা করবার চেষ্টায় ছিলেন···হোলোনা, চিত্রা ক্রমাগত সেরেস্তার ভুল ধরিয়ে ধরিয়ে মহেশ দাসকে অপদস্থ করে তুলেছে···'

'···বটে! চিত্রা এরূপ হয়ে উঠেছে! আমার ধারণাই ছিল না··'

'···আরে ভাই চিত্রা আসার পর জমিদারীর আয় বেড়ে গেছে, সাত হাজার টাকা বেড়ে যাওয়া সোজা ?· ওটা গোঁজা মিলে বাবুদের পকেটস্থ হোতো বোধ হয়, চিত্রার হাতে একরকম সব ক্ষমতা দিয়েছি··· ও যা করে তার ওপর দেখতে চাইনে, হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি ভাই, বারো ভূতের জ্বালায় জমিদারী লাটে উঠছিল···'

'··এখন ধর্ম্মঘটের যুগ, শেষে না সেরেস্তার বাবুরা ধর্ম্মঘট করে বসে···'

'···ও ভয় করলে জমিদারী চালনো যায় না,·· হ্যাঁ, একটা সমস্যায় পড়েছি, তার সমাধান কর্‌তে পারো ?···

'···কি রকম শুনি···'

'···আমাদের 'সঞ্জীবনী' কাগজে সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে, তাতে প্রমাণ করা হয়েছে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ সাধনের মূলে গভর্ণমেণ্টের ব্যবসায়ের দিকটা কিরূপ প্রচ্ছন্ন আছে···ছাপার অক্ষরে লেখক আমি হোলেও চিত্রাই লিখেছে প্রবন্ধটা চতুর্দ্দিকে সাড়া এনে দিয়েছে, ধন্যবাদ জানিয়ে অনেকে চিঠি পাঠাচ্ছেন : আমি প্রচার করেছি অর্থাৎ যা সত্যি তাই জানিয়ে দিয়েছি, ও লেখাটা চিত্রা চ্যাটার্জ্জির, আমার নয়। এখন বীরভদ্রপুরের জমিদার হরপ্রসন্ন বাবু চিত্রার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে ইচ্ছুক···ভাব্‌ছি অনেক কথা, ভদ্রতার খাতিরে না বলা যায় কি ?···'

'···ও কে ভালো রকম জানি···''

'···আমার চেয়ে ও ?···'

'...নিশ্চয়ই, দুশ্চরিত্র · ডিলুক্স হোটেলে খুব আনাগোনা, অমন কাজও কোরো না...'

'...বলো কিহে? বাইরে থেকে কিন্তু কিছু বুঝতে পারা যায় না...'

'.. আমার এক সি আই ডি বন্ধু মাঝে পাকড়াও করেছিল, শেষে কোনরকমে অব্যাহতি পেয়েছে, হরপ্রসন্ন তোমাদের মিটিংএ আসে, আর বাহাদুরী নিয়ে যায বলে ওর ওপর উঁচু ধারণা করো না...'

কুমার বাহাদুর ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। বলিলেন...'আমার ধারণা ছিল লোকচরিত্র বুঝি, সে ধারণা ক্রমেই উল্টে যাচ্ছে.. চিত্রা আমার ভুল ভেঙেছে, তুমিও ভাঙ্লে, · লোক চরিত্র না বুঝলে জমিদারী চালোনোই মুস্কিল...'

'...তোমার শরীর কিরকম তাই বলো ..'

'...এখন কোন গোলমাল দেখছি নে.. '

'চিত্রা কোথায়?...'

'...সে তার কোয়াটারে, ডাকবো?...' উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া কলিং বেল টিপিতেই জমাদার আসিয়া উপস্থিত হইল।

কুমার বাহাদুর বলিলেন.. 'রামসিং! সেক্রেটারী কো সেলাম দেও.. ' রামসিং সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

চিত্রা তখন নিজের ঘরে মহেশ দাসের স্ত্রীর সহিত গল্প করিতেছিল। বলিল...'আমার গানের খাতায় হঠাৎ দেখি কে চার লাইন কবিতা লিখে রেখে গেছে, আপত্তি জনক নয় কি?'

মহেশ দাসের স্ত্রী নীলিমা বলিল · 'কই দেখি...'

গানের খাতার ভিতর লেখা লাইনগুলি পড়িয়া বিস্মিত হইল।

বলিল···'কোন পুরুষ আঁকা বাঁকা ভাবে মেয়েলি লেখা কর্‌বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে ··'

'তা হোলে বুঝে দেখুন এখানকার আবহাওয়া কত দূষিত! ইচ্ছে কর্‌লে কুমার বাহাদুরকে বলে ব্যবস্থা কর্‌তে পারি, এখুনি হয়তো কারও অন্নে হাত পড়বে, আমার একখানা ফটো ছিল খাতার মধ্যে, তাও দেখছি নে···এসব রহস্য অবশ্য একদিন বেরিয়ে পড়বে···'

'···একটা কথা বল্‌বো যদি মনে কিছু না করেন·· ভরসা দেন তো বলি···'

···'বলুন না···'

'···উনি বল্‌ছিলেন, দুটো চারটে পয়সা এষ্টেট থেকে উপরি হিসেবে পেয়ে থাকেন···তাও যদি চলে যায়·· এও তো একরকম অন্নে হাত দেওয়া ··'

'·· দেখুন,অফিস সংক্রান্ত কোন কথা আমাকে বল্‌বেন না···এসেছেন, গল্পগুজব করে যান···'যে উদ্দেশ্যে মহেশ দাস স্ত্রী নীলিমাকে পাঠাইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইল। নীলিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। রামসিং আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল···'কুমার বাহাদুর, আপনাকে সেলাম দিয়েছেন···'

'···আচ্ছা, তা হোলে···'

নীলিমা চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল, ঘরে তালা বন্ধ করিয়া চিত্রা নীচে আসিল।

প্রবোধকে দেখিয়া বলিল···'তবু ভালো, মনে পড়েছে···'

প্রবোধ হাসিয়া বলিল···'কাজের চাপ খুব বেশী, একটা দিন ছুটি পাওয়া যায়, তাও সারাদিন এন্‌গেজমেন্ট, নেমন্তন্ন, মিটিং পার্টি এসব নিয়ে কেটে যায়···সময় পাইনে···'

কুমার বাহাদুর বলিলেন···'যতবড় হবে ততই এসব বেড়ে চল্‌বে··· আমি এ সব এড়িয়ে চলি, তুমি পারোনা, গভর্ণমেণ্টের বড় অফিসার···'

প্রবোধ বুঝিল কুমার বাহাদুর আঘাত দিয়াই কথাগুলি বলিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিল···'সবাই তো কুমার বাহাদুর নয়···'

কিছুক্ষণ পারস্পরিক রহস্যালাপের পর কুমার বাহাদুর বলিলেন ··'চিত্রা ! তোমার কোয়ার্টারে প্রবোধকে নিয়ে গল্প গুজব করগে, এখনই বোধ হয় সাধনা সেন অঞ্জলি চৌধুরীকে নিয়ে উপস্থিত হবে···'

চিত্রা বলিল···'কাগজ সংক্রান্ত ব্যাপারে ?'

'হ্যাঁ, দুপুরে টেলিফোন করেছে সাধনা সেন। ওদের বক্তব্যটা শোনাও দরকার···

আমাদের প্রোপাগাণ্ডা না কর্‌লে মোটেই ওদের সংস্রবে আসা যায় না···'

কথাগুলি শেষ করিয়া কুমার বাহাদুর 'পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্ট ইন্ বেঙ্গল বইখানি হোয়াট নট্ হইতে টানিয়া লইলেন। কথার আলোড়ন থামিল। চিত্রা ভিতরে চলিয়া গেল।

কুমার বাহাদুর বইখানি মনোযোগের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিলেন।··কিছুক্ষণ পরে সাধনা সেন এবং অঞ্জলি চৌধুরীর মোটর গাড়ী-বারান্দার ভিতর প্রবেশ করিল। দরোয়ান দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে সাধনা বলিল ··'কুমার বাহাদুর আছেন ?'

'···আছেন, আসুন আমার সঙ্গে ·'

উভয়ে দারোয়ানের সহিত কুমার বাহাদুরের নিকট উপস্থিত হইল। সাধনা অঞ্জলিকে পরিচয় করাইয়া দিল। তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। এসেন্সের গন্ধে ঘর মাতোয়ারা হইল। হেলিওট্রোপ রঙের শাড়ী ও ধূসর রঙের ব্লাউজ পরা পরমা সুন্দরী অঞ্জলি সাধনার সহিত সোফায় বসিল। সর্ব্বাঙ্গে আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। অঞ্জলির রূপলাবণ্যের তীক্ষ্ণতা নাই, স্নিগ্ধতা আছে। স্বল্প কুঞ্চিত কোমল কুন্তল প্রসাধনের পারিপাট্যে সুন্দর। সুগোল বক্ষ, নিটোল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। গোলাপী

রঙের ঝিনুকের মত দুইটি কাণে সোণার ঝুমকো দুলিতেছিল। হাতে কয়েক গাছি চুড়ি এবং গলায় সরু লিক্‌লিকে হার। গোলাপের কুঁড়ির মত দুইটী ঠোঁট। একটু হাসিয়া কুমার বাহাদুরকে প্রত্যভিবাদনের সময় মুক্তার মত দুই সারি দাঁত দেখা গেল। পায়ে বাক্‌স্কিনের হাইহিল জুতার উপর শাড়ীর প্রশস্ত জরিপাড় বাতাসে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছিল। দৃষ্টিআকর্ষক অর্দ্ধগোলাপী রঙের মুখখানির দিকে তাকাইয়া কুমার বাহাদুরকে বলিলেন…'আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে প্রীত হলাম…'

অঞ্জলি কথা টানিয়া টানিয়া ধীরে ধীরে বলিল…'বহুদিন থেকে আপনার নাম শুন্‌ছি, প্রবন্ধ পড়ছি, আলাপ করবার ইচ্ছে অনেকদিন আগেই হয়েছিল,·· যোগাযোগ না হোলে তো…'

কথায় বাধা দিয়া সাধনা বলিল ··'এইবার আলাপ পরিচয় ও যোগাযোগ করে দিলাম ··' অঞ্জলির মুখে একটু অপ্রতিভ ধরণের হাসি পরিলক্ষিত হইল। কুমার বাহাদুরের দিকে অঞ্জলি দৃষ্টি দিল তাঁহার চোখের ভাব ও ভাষা বুঝিবার জন্য। বাহিরে কোন চাঞ্চল্য নাই… নিষ্কলঙ্ক যৌবন সম্পদে ভূষিত এই তরুণ জমিদারকে দেখিয়া শুধু চিত্ত আলোড়িত হইল না, দেহের রক্ত কণা গুলিও দুলিয়া উঠিল।

কুমার বাহাদুরের প্রসন্ন হাসি, গাম্ভীর্য্য পূর্ণ কথা বার্ত্তা এবং মর্য্যাদা ব্যঞ্জক দেহদীপ্তি, মরীচিকার মোহজালে যেন অঞ্জলিকে জড়াইতে থাকে। অন্তরের অবচেতন মনে কে যেন বলিল…'হ্যাঁ, ভালবাস্‌তে হয়তো এই রকম পুরুষকে ··'

কালো উজ্জ্বল চোখ দুইটি সময়ে সময়ে সতৃষ্ণ ভাবে কুমার বাহাদুরের মুখের উপর নিবদ্ধ হয়।

অঞ্জলির মনে হইল কুমার বাহাদুর যেন তাহার পূর্ব্বজন্মের পরিচিত যুগযুগান্তর ধরিয়া তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা। প্রেমের অ.চ্ছদ্য বন্ধনে

কত প্রমোদ ভবনেই না তাহারা পরস্পর, দীপ জ্বালাইয়াছে। অঞ্জলির চিত্তে এই যে চিন্তা প্রাণের বেগে প্রবাহিত হইলেও ধরা ছোঁয়ার অন্তরালে রহিল।

আলাপ চলিতেছে। সাধনাই কুমার বাহাদুরের অধিকাংশ কথার উত্তর দেয়। অঞ্জলি পারেনা। · সাধনা তাহা লক্ষ্য করে, এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনে ভাবে, যে পোষ্ট গ্রাজুয়েট মেয়ে অঞ্জলি ঝড়ের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলিয়া যায়, যে কোন পুরুষের সহিত অবাধ গতিতে নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করে, যে কোন পুরুষের কৌতূহল ও কল্পনাকে উত্তেজিত করে, অবিশ্রান্ত ভাবে বক্তৃতা দেয়, তাহার অবস্থান্তর ঘটিতেছে কেন? কুমার বাহাদুরের নিকট সঙ্কুচিত হইয়া অবগুণ্ঠিত কুলবধূর মত সে কথা বলিতেছে কেন? এরূপভাব ভাল কি? ·· নিজেদের কার্য্য সিদ্ধি কিরূপে হইবে!

কুমার বাহাদুর বলিলেন···'আপনাদের কাগজে আমাদের প্রোপাগাণ্ডার কিছু না থাক্‌লে, ক্ষমা করবেন···আমার কোন সহানুভূতি পাবেন না·· '

সঙ্কোচের অবস্থা কাটাইয়া অঞ্জলি একটু চিন্তা করিয়া বলিল ·· 'আচ্ছা, তাই হবে···'সাধনা বিরক্তির ভাব দেখাইয়া বলিল···'সে কি, করে হবে? কমিটির সঙ্গে পরামর্শ না করে···আমাদের মতের সঙ্গে খাপ নাও খেতে পারে···'

অঞ্জলি বলিল···'আমাদের হাতে গড়া কমিটি, ও ঠিক করে নেবে···'কথাটী খুব মৃদুভাবেই শোনা গেল। সাধনা কোন কথা বলিল না। কুমার বাহাদুর বলিলেন ··'বেশ, যে টাকা দিতে চেয়েছি তা দেবো···'

কিছুক্ষণ পত্রিকা সংক্রান্ত পরিকল্পনা লইযা তিন জনের মধ্যে আলোচনা চলিল। শেষে অঞ্জলি উঠিয়া বলিল···'তাহোলে আমরা আসি···'

কুমার বাহাদুর বিদায় সম্মতি দিয়া বলিলেন…'আবার আস্‌বেন আলোচনা করা যাবে, আমার পাণ্ডুলিপির কিছু কিছু অংশ শোনাবো · '

অঞ্জলি মৃদু হাসিযা বলিল…'বেশ তো, সময় করে একদিন আসা যাবে…'

কোয়াটারের মধ্যে প্রবোধের সহিত চিত্রার বহুক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। চিত্রা অন্তরে যে দুশ্চিন্তা বহন করিতেছিল প্রবোধ তাহার অনেকটা লাঘব করিযা বলিল…'কুমার বাহাদুর মন কর্‌লেই একদিনে সব টাকা দিয়ে দিতে পারেন…ওঁদের পুরুষানুক্রমিক একটা 'ট্রাডিসন' আছে, ওঁরা তো ডাকাতি করে বা লেঠেল হয়ে জমিদারীর ভিৎ পত্তন করেন নি? সম্রাট· জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে ওঁদের পূর্ব্বপুরুষরা জায়গীর পেযেছিলেন…'

…'কুমার বাহাদুরকে একটু বলোনা, ভেবে ভেবে বাবা মার শরীর খারাপ হযে যাচ্ছে…'

'…আরও কিছুদিন যাক্. ভেবে চিন্তে বল্‌তে হবে, বড়লোকদের প্রকৃতি জানোতো? যখন তখন বল্‌লে কাজ হয না…সময আর সুযোগ মাফিক ধরতে হবে…'

অঞ্জলি পত্রিকার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া চিত্রা বলিল…'একদল মেয়ে এসে কুমার বাহাদুরকে ধরেছে ওদের কাগজের পৃষ্ঠপোষক হবার জন্যে·· '

'…কুমার বাহাদুর পৃষ্ঠপোষক হবে?…'

'…ওঁদের জমিদারী সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রচার না চালালে পৃষ্ঠপোষক হবেন না বলেছেন…'

'…বিশ্বাস করিনে, তুমি ওঁকে ঠিক চেনো না, আমি চিনি·· ওঁর নাড়ী ধরে বসে আছি, ঠিকই পৃষ্ঠ পোষক হবেন, মেয়েদের ওপর ওঁর খুব সহানুভূতি, বলেন…সমাজের সকল স্তরে নারী শক্তির প্রতিষ্ঠা দরকার, নারীর প্রতি যথেষ্ট আদর ও সম্মান দেখানো আমাদের, সমাজে পুরোপুরি

ভাবে আসেনি, নিন্দা কুৎসা করে করে মেয়েদের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে, মেয়েরা স্বাবলম্বী হোলে দেশের দুঃখ ঘুচবে…’

‘…মেয়েদের ওপর এত সহানুভূতি দেখে সত্যি ওঁর ওপর খুব শ্রদ্ধা হয়· জানিনে ভবিষ্যতে কি রকম হবেন, মেয়েরা এসে বড় জ্বালাতন করে ওঁকে! নানা অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে জড়াতে চায়…’

প্রবোধ একটু হাসিয়া বলিল ‘তাতে আপত্তি কি?’

‘…আপত্তি এই জন্যে যে এষ্টেটের কাজের ক্ষতি হোতে পারে। এখন তো প্রায় সব কাজ আমাকে কর্‌তে হয়, আমার ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন। ভয় হয়, কোন গোলমাল না করে বসি। উনি দেখা শুনো কর্‌লে আমার দায়িত্ব অনেকটা কেটে যায়…’

‘…এত ভয় করো কেন? একদিন হয় তো তুমিই এষ্টেটের মালিক হয়ে যেতে পারো…’

‘…কী সব আজগুবি কথা বলেন যে, অত আশায় কাজ নেই, বাবার দেনাটা শোধ হোলে আমার ও ছুটী’

‘…ছুটী নিয়ে কি কর্‌বে…’

‘…এখনও অত ভাবিনি, তখন দেখা যাবে…’

‘…বিয়ে করে সংসার ধর্ম্ম নেবে’

কথা সম্পূর্ণ না হইতেই চিত্রা বলিল· ‘আপনারা করুন গে, সংসার পাতিয়ে শত জ্বালায় জ্বলে মর্‌তে চাইনে। পরাধীন ও নিপীড়িত জনগণকে নতুন আশা ও উৎসাহ দেবো…দেশের স্বাধীনতাআন্দোলন-যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ডেও যদি আহুতি দিতে পারি তাহোলে সে জ্বালার সার্থকতা আছে প্রবোধ দা! আমাদের ভস্ম ললাটে মেখে আগামী ভারত জয় যাত্রী হবে…’

চিত্রার মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলি শুনিয়া প্রবোধ কিছু বলিল না। ক্ষণ-মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল…‘এখন উঠি, আর একদিন আস্‌বো…’

প্রবোধ প্রস্থান করিল। চিত্রা বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মনে পড়িল দূর অতীতের কত স্বপ্নময় আখ্যান!

চাকর আসিয়া চিত্রাকে বলিল…'বাইরের গেটের কাছে একটী স্ত্রীলোক আপনার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছে…এই নিন তার চিঠি…'

চিঠিখানির আদ্যোপান্ত পড়িয়া চিত্রা বলিল…'নিয়ে এসো…'

একটু আগেই বাল্যের স্বপ্নময় কথাগুলি লইয়া মনের ভিতর আলোচনা করিতেছিল। পত্র পড়িয়া কৈশোরের স্মৃতি ফুটিয়া উঠিল।… এই সেই কল্পনাদি, খেলার সঙ্গিনী। এক স্কুলে দুইজনে পড়িতে যাইত। ফুল তুলিত, গান গাহিত, কত ছড়া গল্পই না বলিত। সে সুন্দর দিন আজ কোথায়! অল্প বয়সে কল্পনাদির বিবাহ হইয়া গেল। তারপর দেখা সাক্ষাৎ নাই, সংস্রবও নাই। আজ সে অপ্রত্যাশিত ভাবে চিত্রার নিকট উপস্থিত। এখানে তাহার আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হইবার জন্য আগ্রহশীল। কল্পনাকে দেখিবার ঔৎসুক্য লইয়া বসিয়া রহিল, সকল চিন্তা কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

ছয়

কল্পনা দুঃখের অমারাত্রির মধ্যে আশার ক্ষীণ আলোক দেখিতে পাইয়াই বোধ হয় চিত্রার নিকট আসিয়াছে। বহুদিন পরে আত্মীয়তার সূত্র ধরিয়া আসিতেও সাধারণতঃ লজ্জা হয় কিন্তু প্রয়োজনীয়তা কোন বাধা বা সঙ্কোচের অপেক্ষা রাখে না। অদৃষ্টের নির্ম্মম বিধান স্বীকার করিয়াই লইতে হয়… মান, অপমান, লজ্জা, ঘৃণা ভয় থাকে না। পারিবারিক জ্বালা যন্ত্রণার আতিশয্যে আহত কল্পনা চিত্রার শরণাগত। বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েরা কত ভাবেই না কষ্ট পায়! কল্পনা পারিবারিক অবস্থার কথাই বলিতেছিল। চিত্রা তাহার দুঃখের কথা শুনিতে

শুনিতে বলিল…'কল্পনা দি! এর জন্যে দুঃখকরবার নেই, বাংলাদেশের ভাই বউয়েরা নির্ম্মমই হয়, যদি জ্যেঠা মশায় বেঁচে থাকতেন আর তাঁর আশ্রয়ে ভাইবউয়েরা থাকতো, তুমি তাদের ওপর কর্তৃত্ব করতে, নির্ম্মম হোতে…বাংলার পরিবারিক জীবন একদিন শান্তিময় ছিল, মেয়েরাই আপন গণ্ডা বুঝতে শিখে পারিবারিক মাধুর্য্য নষ্ট করেছে… বড্ড বেশী স্বার্থকেন্দ্রিক…তাই ঘরে ঘরে আগুন জ্বলছে, লক্ষ্য করেছি দশটা পুরুষ একজায়গায় থাকলে যত ঝগড়া না হয়, দুটো মেয়েমানুষ থাকলে তার ঢের বেশী হয়…'

চিত্রার কথা শুনিয়া কল্পনা খুসী হইল না। তাহার স্পষ্টবক্তৃত্ব কল্পনার অন্তর ভাঙ্গিয়া দিল। ভাবিল…কেনই বা আসিল! দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল…'চিত্রা! তুমিও আমার ওপর কঠোর হোলে…'একটু সহানুভূতির ভাব দেখাইয়া চিত্রা বলিল…'কঠোর হবো কেন দিদি, বাংলার ঘরে ঘরে যা দু' বেলা হয়, তাই তোমাকে শোনাচ্ছি… ভাগ্যবিড়ম্বিত বাঙ্গালী জাতিকে দুর্গতির চরম সীমায় এনে দিয়েছে তার গৃহ লক্ষ্মীরা…ব্রত নিয়ম আর পূজা পার্ব্বণের ঢং দেখিয়ে পুণ্যি হয় না · দুঃস্থজনের চোখের জল মুছিয়ে তাকে সুখী করায় প্রকৃত পুণ্যি প্রকৃত ভগবানকে পূজো করা হয়. বাঙালীকে হতশ্রী করেছে বাংলার বধূ: এ অপবাদ মেয়েদের মাথা পেতে নিতে হবে কল্পনাদি…বলতে পারো সঙ্গতি থাকলেও আশ্রিত জনের প্রতি সদ্ব্যবহার দেখাতে, এমন কি পেট ভরে খেতে দিতে বাংলার আধুনিক গেরস্থ বধূ কজন জানে? বড় লোকের কথা ছেড়েই দিলাম, ওরা ভরানদীর মত, কখন যে কি মেজাজে থাকে তা স্বয়ং ভগবানও ঠিক করে উঠতে পারেন না'… কথা শেষ না হইতেই কল্পনা অশ্রুসিক্ত দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল… 'তোমার জামাই বাবু আমাকে পথে বসিয়ে গেছেন, বড় মেয়েটি বিয়ের যুগ্যি হয়েছে, সম্বন্ধ আসছে, টাকার জন্যে হচ্ছে না, বিনা পয়সায় তো

কেউ নেবে না, জানোতো বাংলার হিন্দু সমাজ সমাজ নয়…প্রকাণ্ড কসাই খানা: তাই দিদি তোমার আশ্রয় চাই, আমার উপায় করো…'

হিন্দু সমাজ কসাই খানা এবিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একমত, তবে একথাও ঠিক বিনাপয়সায় এযুগে কিছুই হয় না, ভগবানকেও ডাকা চলে না…স্বর্গে যেতে হলে টাকা চাই, বৈতরণী পার হোতে গেলেও কড়ি দিতে হবে শ্রাদ্ধের সময়…বুঝহতো…'

কল্পনা কথার মোড় ঘুরাইয়া নিজের দুঃখের কাহিনী বলিতে লাগিল ঃ চিত্রা নীরবে শুনিয়া যায়। তাহার শোচনীয় আর্থিক অবস্থা এবং সঙ্গতিপন্ন সহোদরগণের ঔদাস্য ও নির্ম্মমতা, ভ্রাতৃজায়াগণের হিংস্রবর্ব্বর আচরণের কথা ভাবিতে ভাবিতে নিজের মনে বলে …'এইসব বিধবার দুর্গতির কথা কেউ কি ভাবে!'

আত্মীয় স্বজন আছে। পরিচয় দিয়া গৌরব অনুভব করিবার মত নিকট আত্মীয়ের অভাব হয় না, অথচ আশ্রয়হীনা কপর্দ্দকশূন্যা এই কল্পনা। হিন্দুর ঘরের বিধবা মেয়ের সাধারণতঃ যে দুর্গতি প্রত্যহই ভোগ করিতে হয় তাহা কল্পনাও ভোগ করিতেছে। চিরস্থায়ী প্রেমের ব্রত গ্রহণ করিয়া পঁয়ত্রিশের কোঠায় স্বামীকে হারাইল। আঁকস্মিক অকাল বৈধব্য মৃত্যুর মত নিষ্ঠুর রূপে তাহাকে আলিঙ্গন করিল। আশা আকাঙ্খা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য সবই গিয়াছে। ভ্রাতৃবধুরা উগ্রচণ্ডা। সহোদরগণ স্ত্রৈণ, তাহাদের কথা বলিতে বলিতে অবর্ণনীয় অবসাদে তাহার হৃদয় পীড়িত হয়।

চিত্রা সান্ত্বনার ভাষা খুঁজিয়া পায় না। শেষে বলিল…'জামাই বাবু মোটা মাইনের চাকুরী করতেন, উপরি পয়সাও পেতেন শুনেছি… তোমাদের জন্যে কিছু সংস্থান করে গেলেন না…'

'উপরি পয়সাই কাল হোলো···মদঃ রেস, মেয়ে মানুষ বুঝছ তো,- উপরি পয়সা মানুষের থাকে না···'কল্পনা আর বলিতে পারিল না।

'···ভদ্রাসন বাটী ?···'

'···সে টুকুই সম্বল, তাও সংস্কারের অভাবে ভেঙে পড়ছে ; ছেলেটা নাবালক, ওর পড়ার খরচ আছে, ছোট মেয়েটা খুঁটে খেতে শিখেছে সত্যি···ওর তো ভবিষ্যৎ আছে, ওকেও বিদেয় দিতে হবে, সাত জ্বালায় জ্বলে মলাম, আমার উপায় যা হয় করো ··'

'···আমার ও দুর্গতি কম নয় কল্পনা দি ! মাবাপের অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাকুরী নিতে হোলো। কেন নিলাম জানো ? বাবার জমিদারীর শেষ নিদর্শনটুকু আমাদের পেনেটির বাড়ীখানি, তাও দশহাজার টাকায় বন্ধক···বাবার ঋণ যদি শোধ করতে পারি এই আশায় চাকুরী নেওয়া, আজ আমার মান ইজ্জৎ খোয়াতে হয়েছে, একি কম কষ্ট !'

কল্পনা চিত্রার কথায় বিশেষ কর্ণপাত না করিয়া নিজের কথা লইয়া আত্ম ভোলা। স্বার্থপরায়ণতা এই রকম অবস্থাই আনে। চিত্রার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্না না হইয়া নিজের সম্বন্ধে বলিতে বলিতে উপসংহারে বলিল···'বাবুকে বলে যদি কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দাও, তাহোলে পূর্ণিমার বিয়েটা দিতে পারি · তারপর ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

চিত্রা নিজের মনে বলিল···'যখন এই সব আত্মীয়ের সুসময় ছিল তখন খোঁজও করেনি···আজ দুঃসময়ে এদের মুখ দেখছি। নিজেরা কষ্ট পাচ্ছে, আমাকেও কষ্ট দিচ্ছে···কি করব ভেবে ঠিক পাচ্ছিনে··· মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু তার আত্মীয় কুটুম্ব ··'

চিত্রা কল্পনার কাতরোক্তি এবং অশ্রুপাতের জন্য চিত্তের সমতা রাখিতে পারিল না। মানুষের স্বার্থপরতার মোহময় শক্তিকে ধিক্কার দিতে দিতে বলিল···'আচ্ছা কল্পনা দি ! অন্যায় ছাড়া কি বর্ত্তমান যুগে আর কিছুই হচ্ছে না ? মানুষ ক্রমেই নীচ পাষণ্ড হয়ে যাচ্ছে···'

কল্পনা বলিল…'এর উত্তর কে দেবে: ভেবেছিলাম একদিন এজীবনে আনন্দ আর শান্তি আসবে-এলোনা, চোখের জলই সম্বল হয়ে রইলো…'

চিত্রা সান্ত্বনা দিয়া বলিল·· 'তোমাকে এখানে দু'একদিন থাকতে হয়, সুবিধে মত কুমার বাহাদুরকে বল্‌বো আর ওঁর সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ করিয়ে দেবো, আজ তো হয় না · '

'…আপত্তি ছিল না কিন্তু ছেলেমেয়েদের ফেলে এসেছি, ওদের দেখবে কে? ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি, যেদিন আসবার দরকার মনে কর চিঠি দিলেই সেদিন আস্‌বো ··'

'…বেশ তাই রেখে যাও, জলখাবার আনিয়ে দি, বসো…'

'…না, এখুনি যেতে হবে-দেরী হয়ে যাচ্ছে…'

' · শুধু মুখে চলে যাবে? কতদিন পরে দেখা…'

-চিত্রার অনুরোধ না রাখিয়া· কল্পনা বিদায় লইল। চিত্রা বসিয়া ভাবিতে লাগিল, মানুষের দুঃখ দূর না করিয়া সকলকে সমান অধিকারের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া ব্যক্তিগত আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য যাহারা ব্যস্ত, সভ্যতার অগ্রগতির ফলে এমন একদিন আসিবে না কি যে সময়ে তাহারাই দুঃখ দুর্দ্দশায় পড়িয়া বিপন্ন হইবে!

তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল প্রাচীন ভারতের আলেখ্য। বহু শতাব্দী ধরিয়া বিধবারা নির্যাতিতা। বৌদ্ধযুগের সামাজিক জীবনের বর্ণনা সে যাহা বৌদ্ধজাতকে পাইয়াছে তাহা স্মরণ হইল। সে সময়েও হীনতম লোকেরা বিধবাকে পাইয়া আক্রমণ ও উত্যক্ত করিত। আজ সহস্র ধৎসর পরেও বিধবাদের সেই দুর্গতি! সেই পীড়ন… ভারতের অধঃপতনের মূলে দায়ী তাহার সামাজিক পশুভাব! ইহার জন্য নারীদেরও হীনমনোবৃত্তি। মনের মধ্যে যতই আলোচিত হয় ততই সে উত্তেজনা বোধ করে।

সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া নারীদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিধান এবং সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য সঙ্কল্প করিতে গিয়া শেষে নিজের মনে বলিল··'আমি নিজেই সহায় সম্বলহীনা, নারীরা সঙ্ঘবদ্ধ না হোলে এর প্রতীকার অসম্ভব, কল্পনাদির মত কত সম্ভ্রান্ত মহিলা আজ রাস্তায় দাঁড়িয়েছে···'

সন্ধ্যার পর চিত্রা একখানি গ্রন্থ লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

কল্পনার সম্বন্ধে তাহার অন্তরে যে সব আলোচনা চলিতেছে তাহ বন্ধ হইয়া গেল। নিশাকর ধীরে ধীরে পর্দ্দার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। চিত্রা তন্ময়ের সহিত বই পড়িতেছিল !···আদৌ লক্ষ্য করে নাই। বাদামী রঙের শাড়ীর আঁচল বাতাসে দুলিতেছিল। স্নো এবং পাউডার মাখিয়া সুচারু রূপে অঙ্গপ্রসাধন হওয়াতে তাহাকে কুন্দশুভ্র দেখাইতেছিল।

উত্তেজিত নিশাকর আবেগ অন্তরের মধ্যে অব্যক্ত বেদনা অনুভব করিল। নিজের মনে বলিল···'ইচ্ছে হয়···'

চিত্রা দেহ এলাইয়া পড়িতে পড়িতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। ঘরে বিজলি বাতি জ্বলিতেছিল এবং পাখা ঘুরিতেছিল।

নিশাকরের এই অসম সাহসিকতার পশ্চাতে ইতিহাস আছে।·· ···

কয়েক দিন ধরিয়া নিশাকরের ঘুম নাই, চিত্রার সৌন্দর্য্য অভিভুত হইয়া কেবল তাহার ফটোখানি দেখিয়াছে। কখন বুকে রাখিয়া পাগলের মত কত কি বলিয়াছে, কখন ভাবিয়াছে। উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হইলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে। তাহার হৃদয়ে কত বিদ্রোহের চিন্তা আসিয়াছে তাহা কোন মতে দমন করিয়াছে। এদিকে বন্ধু এবং সহকর্ম্মীরা ব্যঙ্গ বিক্রী করিতে কুণ্ঠাবোধ করেনা। সময়ে সময়ে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। একথা কেহই জানেনা।

নিশাকরের ধারণা…শীকার ব্যর্থ হইবে না। এক শ্রেণীর কামান্ধ পুরুষ আছে যাহারা নারীর রূপে পতঙ্গের মত জ্বলিয়া পুড়িয়া জীবনের শোচনীয় পরিণতি ঘটায়, নিশাকর সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে!

নিশাকর দরজার নিকট নীরবে দণ্ডায়মান। চিত্রার দৃষ্টি আকর্ষণ করাই তাহার উদ্দেশ্য। কিছুক্ষণ পরে চিত্রা পুনরায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া লক্ষ্য করিল পর্দ্দার আড়ালে কে যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উচ্চৈঃস্বরে বলিল…'ওখানে দাঁড়িয়ে কে?…'

পর্দ্দা একটু সরাইয়া নিশাকর বলিল…'আমি…'

'…ভিতরে আসুন…'

নিশাকর কক্ষে প্রবেশ করিল। ভাবিল শীকার বোধ হয় ব্যর্থ হয় নাই। চিত্রা উঠিয়া বসিল এবং বইখানি মুড়িয়া রাখিয়া গোলাপী আভাযুক্ত পায়ের দিকের অগোছালো কাপড়ের প্রান্ত গুটাইয়া লইল। তারপর বলিল…'কি মনে করে…'

অতি বিনয়ের সহিত নিশাকর বলিল…'সেদিন যে কথা হয়েছিল…'

বিস্মিত হইয়া চিত্রা বলিল…'কি কথা?'

'…আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা কর্‌বার ইচ্ছে…'

'কি সম্বন্ধে!…'

…'অনেক রকমই তো হোতে পারে…'

চিত্রার চিত্ত বিক্ষুব্ধ। কোনপ্রকার বিরক্তি বাহিরে না দেখাইয়া গম্ভীর ভাবে বলিল…'ভবিষ্যতে এরকম আস্‌বেন না, আলোচনা অনাবশ্যক… যে আশা নিয়ে এসেছেন, সে আশা কর্‌বার যোগ্য লোকও আপনি ন'ন…'

'…আজ্ঞে একটু আলোচনা…'

'…আমার পদ মর্য্যাদা সম্বন্ধে ভুলে যাবেন না, যে কোন মুহূর্ত্তে বিপদে

পড়্‌তে পারেন এটা যেন মনে থাকে, আমাকে জ্বালাতন করবেন না… নিজের ওজন বুঝে কাজ করবেন, যান বল্‌ছি… স্কাউণ্ড্রেল…'

চিত্রার ক্রুদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া এবং বিপন্ন হইবার কথা শুনিয়া নিশাকর কোন কথা বলিল না, নীরবে চলিয়া গেল।

এই রাত্রে নিশাকরকে শ্রীকৃষ্ণ তালুকদার বলিল · 'কি রকম চাল দিচ্ছ হে : কিস্তি দিতে পেরেছ, না গজে বড়ে হয়ে আছ··'

নিশাকর একথায় অন্তরে বিশেষ আঘাত পাইল। বলিল·· 'সে খোঁজে তোমার দরকার কি…'

'·· সেদিন খুব তড়পে ছিলে কিনা…'

শ্যামল বক্রোক্তি করিয়া বলিল…'এক ঘর বোড়ে টিপ্‌বার ক্ষমতা নেই, চালে মাৎকরবেন : তা হোলে সবাই পারতো · কুমার বাহাদুর মন রাখবার জন্যে সমগ্র এষ্টেটের ভার যার ওপর দিয়ে সুবিধে করতে পারছেন না, চল্লিশ টাকার মাইনের মুহুরী তার মন পাবে?…শুনলে হাসি পায়, বুঝলে তালুকদার হাসি পায়…'

সমরেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ তালুকদার বলিল…'ভায়া আমার কিস্তিমাৎ করেছেন শুধু বোড়ে টিপে…'

আগ্রহের সহিত সমরেশ বলিল…'কি রকম শুনি··'

শ্রীকৃষ্ণ তালুকদার হাসিয়া বলিল…'শ্যামলকে জিজ্ঞেস করে দেখো…'

সমরেশ বলিল…'কি ব্যাপার হে…'

'…বোড়ে টিপ্‌বার আগেই পিঠে চট্টরাজ…'

সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিল। নিশাকর মুখখানি ম্লান করিয়া বসিয়া ছিল।

রসিকতার মাত্রাধিক্য হওয়াতে তাহার পক্ষে বসিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। ভাবিল এখানে থাকিয়া চাকুরী করা চলিবে না। যে আশা সে এতদিন অন্তরে পোষণ করিতেছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

চিত্রা তাহাকে ভৎ'সনা এবং অপমান করিয়াছে। সহকর্ম্মী ও বন্ধুরা তাহাকে পাগল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। অনর্থক গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া ইহারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে। একবার ভাবিল চিত্রার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া শেষে এষ্টেট হইতে বিদায় লইবে। পরক্ষণে মনে হইল ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করা হইবে না! সকলে নিশাকরকে সে রাত্রে এরূপ জ্বালাতন করিতে লাগিল যে, সে কোন কাজ করিতে পারিল না। সকরুণ চিত্রের ন্যায় তাহার ব্যথিত-বিহ্বল মুখখানি দেখিয়াও কেহ অনুকম্পা প্রকাশ করিল না। নৈরাশ্যের আঘাতে ব্যর্থ হৃদয় নির্ম্মমভাবে আহত হইল।

নিশাকর চলিয়া যাইবার পর চিত্রা বিশেষ চিন্তা করিয়া ইহাই স্থির করিল যে, এই ব্যক্তি তাহার কোয়ার্টারে আসিয়া গানের খাতায় কবিতা লিখিয়া গিয়াছে। ফটোখানি হারাইয়া গিয়াছে, খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কোথায় রাখিয়াছিল স্মরণ নাই। তবে কি এই দুঃসাহসের যাত্রী এই সকল কার্য্য করিয়াছে! নিজের মনে বারম্বার তাহাই প্রশ্ন করিতে থাকে। কেবলই বলে…'ফটোখানি ওর হস্তগত হয় নি তো?…'

প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত কোন অভিযোগ আনা যায় না। ভাবিল এ সব ব্যাপার লইয়া আদৌ অগ্রসর হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়, নিজেরই পদ মর্য্যাদা খর্ব্ব হইতে পারে। এরূপ ইন্দ্রিয়াভিলাষী পুরুষ রাস্তা ঘাটে কতই দেখা যায়! চিত্রা বেশ বুঝিতে পারিল নিশাকরের মধ্যে লাম্পট্যের সজীবতা রহিয়াছে। তাহার সম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতে নিজের মনে বলিল… 'দুষ্প্রাপ্যের জন্যে ওর আকাঙ্ক্ষা দেখে হাসি পায়, দুঃখও হয়। মনো-বৈকল্য ঘট্‌লে লজ্জা থাকে না, ভয় থাকে না…এখন থেকে সাবধান হতে হবে…'.

এ রাত্রে চিত্রার গাঢ় নিদ্রা হইল না। কেবলই মনে হইতে লাগিল

কে বুঝি ঘরের ভিতর আসিয়াছে। বারে বারে আলো জ্বালাইয়া নিভাইয়া দিল।

পরদিন সকালে কুমার বাহাদুর চেম্বারে আসিয়া বলিলেন·· 'বইখানির কাজ তাড়া তাড়ি শেষ করে ফেল্‌বো···শেষ অধ্যায়···'

চিত্রা নোট লইবার জন্য খাতা ও পেন্সিল লইল। কুমার বাহাদুর অনর্গল ইংরাজীতে বলিতে থাকেন, চিত্রার হাত দ্রুত চলিতে লাগিল।

এরূপ স্পীডে কোন দিন নোট লওয়া হয় নাই। বেশীক্ষণ কাজ চলিল না। অকস্মাৎ বাধা পড়িল।

রাম সিং আসিয়া একখানি ভিজিটিং কার্ড দিল। লেখা রহিয়াছে··· অঞ্জলি চৌধুরী এম, এ।

নিজের মনে বলিলেন···'সকাল বেলা আবার কি মনে করে?···'

'···রাম সিং···উনি একা এসেছেন, না সঙ্গে কেউ আছে?···'

'···কেউ নেই হুজুর একাই মোটর চালিয়ে এসেছেন···'

'···বৈঠকখানার পাশের ছোট ঘরটায় বস্‌তে দাও, যাচ্ছি···'

রাম সিং সমাদরের সহিত অঞ্জলিকে বসিতে দিল। এই সময়ে মহেশদাস চেম্বারে প্রবেশ করিয়া বলিল···'মিস্ চ্যাটার্জ্জির একখানি ফটো আমাদের এক কর্ম্মচারীর কাছ থেকে পাওয়া গেছে স্যার·· '

চিত্রা উত্তেজিত হইয়া বলিল···'সেই ফটোখানিই তো কয়েক দিন থেকে খুঁজছি, কি রকম ভাবে সে পেলো·· কে সে?···'

কুমার বাহাদুর ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল···'ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছিনে·· কার কাছ থেকে পাওয়া গেল?···'

'···নিশাকরের কাছ থেকে···'

'···ডাকুন তাকে···'

মহেশ দাস প্রস্থান করিলে চিত্রা কুমার বাহাদুরকে বলিল··'আমার ঘরের দরজা খোলা থাকে, দুপুর বেলায় যে সময়ে ঘুমোই বোধ হয় সে সময়ে সুযোগ মত এই কাজ করেছে···'

'···ভয়ানক অন্যায়, দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকা উচিত···'

মহেশ দাস নিশাকরকে ডাকিয়া আনিল। কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া ফটোখানি দিল এবং কুমার বাহাদুরের উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইল।

কুমার বাহাদুর বলিলেন···'কি রকম ভাবে ফটো পেলে, সত্যি কথা বলো, কিছু বল্‌বো না···'চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চিত্রা নিজের মনে বলিল···'যার ভয় করি সেই ব্যাপার আমার ভাগ্যে উপস্থিত··· কুমার বাহাদুর কি ভাব্‌ছেন···ছিঃ···'

কুমার বাহাদুর বারম্বার ধমক দিয়া ভয় দেখাইতে শেষে নিশাকর বলিল···'ওঁকে না জানিয়ে ওঁর ঘর থেকে এনেছি···'

'···ওঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় কর্‌বার ইচ্ছে ছিল, মোটে সুযোগ পাইনি, তাই···'

'···ভালো করে বলো, নতুবা ভয়ানক ব্যাপার হবে···'এই কথা বলিয়া কুমার বাহাদুর এরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিলেন যে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল।

'···একদিন দুপুর বেলায় উনি ঘুমুচ্ছিলেন, চুপি চুপি ঘরে ঢুকে ফটো নিয়েছি···'

এবার চিত্রা অধৈর্য্য হইয়া বলিল···'গানের খাতায় চারি ছত্র অভদ্রোচিত কবিতা তাহোলে আপনিই লিখেছেন?'

নিশাকর নীরব রহিল। পুনরায় ধমক খাইতেই বলিল···'হ্যাঁ··· আমি···' সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর জড়াইয়া গেল।

কুমার বাহাদুরের বারম্বার জেরার ফলে আবিষ্কৃত হইল নিশাকরের স্বরূপ এবং তাহার বন্ধুদের নিকট শপথের কাহিনী।

কুমার বাহাদুর বলিলেন··‘তোমার মত লোককে কুকুর লেলিয়ে খাওয়ানো উচিত, আজ থেকে তোমার চাকুরী গেল, এক মুহূর্ত্ত এখানে থাকলে শাস্তি ভোগ কর্‌তে হবে·’

নিশাকর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। বলিল···‘স্যার, এবারটা আমাকে ক্ষমা করুন, আমার পরিবারবর্গ না খেয়ে মারা যাবে···’

‘···মিস্ চ্যাটার্জ্জির পায়ে ধরে ক্ষমা চাও···উনি ক্ষমা করেন তো, আমার আপত্তি নেই·· জেনো, আকাশের চাঁদ ধরা যায় না···’

চিত্রার পায়ে ধরিয়া নিশাকর ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাহার মাতৃ সম্বোধন চিত্রার হৃদয় দ্রবীভূত করিল। সে ক্ষমা করাতেই নিশাকর এ যাত্রা রক্ষা পাইল।

কিন্তু মহেশ দাসের মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে যাহা ভাবিয়াছিল তাহা হইল না। সে ভাবিয়াছিল কুমার বাহাদুরের ধারণা হইবে নিশাকরের সহিত চিত্রার অবৈধ যৌন সংস্রব ঘটিয়াছে এবং চারিত্রিক বিশুদ্ধি নষ্ট হওয়ার জন্য উভয়েই বিতাড়িত হইবে। পথের কণ্টক অপসারিত করা যাইবে। বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ, তাহা ঘটিল না। চিত্রা মহেশদাসের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রহিল। নিজের মনে বলিল···‘এর প্রতিশোধ পাবে একদিন, এম্নিভাবে অপদস্থ করিবার চেষ্টা! ম্যানেজার হয়েছ মহেশ দাস, ধরাকে সরা জ্ঞান কর্‌ছ, বেশ···ভগবান আছেন···’

ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়া যাইতেছে, আধঘণ্টা হইয়া গেল। অঞ্জলি কুমার বাহাদুরের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছে। গত রজনীর কথা বলিতে হইবে এই উদ্দেশ্য লইয়াই সে আসিয়াছে। এ ছাড়াও অন্তরে নানা রঙীন পরিকল্পনা আছে···একে একে প্রতিফলিত করিবার ইচ্ছাও অন্তর্নিহিত।

কক্ষের ভিতর দেওয়াল গাত্রে নানাছবি টাঙ্গানো রহিয়াছে, মধ্যভাগে কুমার বাহাদুরের ফটো। সে বারম্বার দেখিতে থাকে।

আপন মনে বলিল··· 'হ্যাঁ, সুপুরুষ বটে! এর কাছে পৃথ্বীশ দাঁড়াতেই পারেনা·'

অন্তরে দ্বন্দ্বের ঘাত প্রতিঘাতে সে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ক্রমে ক্রমে স্বপ্নের কথা স্মৃতিপথে দেখা দেয়। স্বপ্ন : সে কি সত্য হয়? কুমার বাহাদুরকে স্বপ্নে দেখিয়াছে এবং তাঁহার নিবিড় আলিঙ্গনও আশ্বাসের বাণী স্বপ্নকে মধুর করিয়া তুলিয়াছে।

সাধনা সেনের বন্ধু পৃথ্বীশ।· সে ধনীর সন্তান ও উচ্চশিক্ষিত। তাহার সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ, মুখে চোখে মোহময় যৌবনের নবানুরাগের দীপ্তি। সে সাহিত্য সাধনারত। গল্প উপন্যাস লিখিয়া তাহার কিছু নাম হইয়াছে, বেশ পড়াশুনা ও আছে। তাহার সাহিত সাধনার কি ভাবে বন্ধুত্ব হইয়াছিল তাহা জানিবার অবকাশ কোন দিন অঞ্জলি পায় নাই।

ডেমোক্রাট পৃথ্বীশকে সাধনা কমরেডই বলে। পৃথ্বীশ আপত্তি করে না। কমিউনিষ্ট সাধনার মত ও পথের সহিত ডেমোক্রাট পৃথ্বীশের মিল নাই, এক এক সময়ে পরস্পরের মিলনের মোহানায় তাহারা সম্প্রীতি প্রকাশ করে। পৃথ্বীশ তাহার উপন্যাসে কোন প্রোপাগাণ্ডার ছাপ রাখিতে চায় না। সাধনা প্রোপাগাণ্ডাই দাবী করে। পৃথ্বীশ বুঝায় প্রচারমূলক সাহিত্য টিঁকিতে পারে না, সাহিত্য পর্য্যায় ভুক্ত হয় না। তাহার বাড়ীতে আসিয়া সাধনা গল্প গুজব করিয়া যায়,···সময়ে সময়ে অভিনেত্রীর মত আবেগ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। পৃথ্বীশ আনন্দ পায়। পত্রিকা বাহির করার মূলে তাহার অর্থ ও প্রেরণা রহিয়াছে।

প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বের কথা। পত্রিকাসংক্রান্ত ব্যাপার লইয়াই

অঞ্জলির সহিত পৃথ্বীশের আলাপ পরিচয়। বনিয়াদী অভিজাত ঘরের মেয়ে অঞ্জলি কখন সাধারণ ঘরের তরুণের সহিত মেলামেশা করে নাই। সাধনার সাধারণ কমরেড বন্ধুরা তাহার চিত্তের দাক্ষিণ্য পায় নাই। অঞ্জলি ছাত্রী অবস্থায় অনেক গুলি বড় লোকের ছেলের চিত্ত বিভ্রান্ত করিয়া নিজে তারুণ্যের জোয়ার লইয়া চলাফেরা করিতেছে। তাহার মুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

পৃথ্বীশকেই সে প্রথম ধরছোঁয়া দিল। তাহার কারণও আছে··· রূপ এবং গুণের সমন্বয়ে পৃথ্বীশ নারীর মন ভুলাইবার স্পর্দ্ধা রাখে।

উত্তরোত্তর মেলা মেশা বৃদ্ধি পাইল···পরস্পরের মধ্যে কুণ্ঠা বা ভাবের অবগুণ্ঠন নাই। উভয়ের খোলাখুলি মন দিনে দিনে ভালোবাসার নীড়ে প্রবেশ করিয়া আত্মহারা হয়। অঞ্জলির অনবদ্যরূপমুগ্ধ পৃথ্বীশ তাহার হৃদয়ের দখলের সীমানায় আসিয়া উপস্থিত, অঞ্জলি পৃথ্বীশ ছাড়া আর কাহাকেও আমল দেয় না। সাধনা বুঝিতে পারে কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করে না। তাহার মতে ভালোবাসা মনোবিকার মাত্র। সে কমিউনিজমেরে স্বপ্নে বিভোর। অন্যদিকে তাহার লক্ষ্য নাই।

এ শ্রেণীর নারী বিভিন্ন পুরুষের সহিত রাত্রিদিন সম্মিলিত হইয়া পুরুষ ভাবাপন্ন। সংসারের যাহা কিছু পদার্থ ইহাদের বক্রদৃষ্টির দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়। ইহারা রোমান্স, প্রেম, আবেগ, কলা সৌন্দর্য্য বা শিল্পরম্যতা চিত্তবিলাসের পুঞ্জীভূত গ্লানি মনে করে···রূঢ়বাস্তবের ক্ষেত্রে কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া স্বীকার করে না। ইস্পাতের মধ্যে ছন্দ আছে, খনির মধ্যে মাধুর্য্য আছে, কাস্তে হাতুড়ির ভিতর কাব্যের রূপ আছে···এই সব কথাই বলে। তবে দৈহিক ও মানসিক ক্ষুধার জ্বালা স্বীকার করে। ক্ষুধার তাগিদে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, ঘর বাঁধিতে চায় না, ঘর ছাড়া পথিক। মধুচক্র রচনা করা অপেক্ষা তাহা ভাঙ্গিতে পারিলেই আত্মপ্রসাদ।

ইহারা ভাঙার গানই গায়। বিপ্লবই ইহাদের একমাত্র ধর্ম্ম। তাই এশ্রেণীর ধর্ম্মাবলম্বীরা রাষ্ট্র সমাজ নীতি পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নবরূপ দিতে চায়। সাধনা এই শ্রেণীভুক্ত হওয়াতে তাহার মতবাদ পৃথ্বীশ এবং অঞ্জলির হৃদ্য নয়।

স্বার্থের খাতিরে পৃথ্বীশ এবং অঞ্জলিকে টানিতে হইয়াছে। ইহারা ভিন্ন অর্থের ক্ষুধা মিটাইবে কে? এই উদ্দেশ্যেই সাধনা কুমার বাহাদুরের নিকট অঞ্জলিকে লইয়া আসিয়াছিল। সাধনার উদ্দেশ্য স্যাফল্য লাভ করিল না। তাহারও কারণ আছে। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় 'অঞ্জলি' পত্রিকার কার্য্যালয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির যে বৈঠক বসিয়াছিল তাহা গণ্ডগোলের মধ্য দিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। দলাদলির সৃষ্টি হইল।

পৃথ্বীশ এবং অঞ্জলির সহিত সাধনার বিতর্ক উপস্থিত হইল। সে কুমার বাহাদুরের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া বলিল...'বড়লোকের অর্থ আমরা চাই কিন্তু তার কোন উদ্দেশ্যকে প্রশ্রয় দিতে পারিনে...' শেষে ডেমোক্রাসি, অটোক্রাসি, ফ্যাসিজম প্রভৃতি পত্রিকায় স্থান দেওয়া চলিবে না এরূপ উগ্র আপত্তি উপস্থিত করিয়া সে বক্তৃতা শেষ করিল। কুমার বাহাদুরের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

বাধ্য হইয়া সাধনা তাহার অনুগত কমরেড বন্ধু ও বান্ধবীদের লইয়া পত্রিকার সহিত সংস্রব সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করিল। পৃথ্বীশ রায় 'অঞ্জলি' পত্রিকার সম্পাদনা ভার লইল। এই সকল ব্যাপার কুমার বাহাদুরের কর্ণগোচর করা একান্ত আবশ্যক মনে করিয়া অঞ্জলি প্রাতে আসিয়াছে। কুমার বাহাদুরের বিলম্বের জন্য তাহার মনশ্চাঞ্চল্য ঘটিল।

প্রায় একঘণ্টা পরে কুমার বাহাদুর অঞ্জলির নিকট আসিলেন।

বলিলেন...'একটু দেরী হয়ে গেল, ক্ষমা করবেন · বৈষয়িক ব্যাপারে বড় জড়িয়ে আছি...'

উৎফুল্লনেত্রে দৃষ্টি দিয়া অঞ্জলি বলিল···'এর জন্যে আপনার কুণ্ঠা বোধের আবশ্যক নেই ··'

'···আপনার বান্ধবী মিস্ সাধনা কই ?···'

'···তার সঙ্গে মত ভেদ হওয়ায় সে আমাদের সংস্রব ত্যাগ করেছে···'

'···কি আবার আপনাদের মধ্যে ছোপো ? ··'

'···আপনার প্রস্তাব নিয়ে···ও হচ্ছে কমিউনিষ্ট···প্রস্তাব সমর্থিত হওয়াতেই চলে গেল। আমরা আপনার প্রোপাগাণ্ডাই চালাবো ঠিক করেছি, পৃথ্বীশ রায় সম্পাদক হয়েছেন,ইনি একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক··· আপনার কাছে আমার এই অনুরোধ, সাধনাকে প্রশ্রয় দেবেন না···'

'···আমার ক্রীডের সঙ্গে না মিল্‌লে কাউকেই প্রশ্রয় দিতে পারি নে··· আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় কমিউনিজম দেশের ওপর ছড়িয়ে পড়বে···'

'···ঠিক বলা যায় না, তবে পৃথিবীব্যাপী ধনসাম্যের চেষ্টা চলেছে। ধনতান্ত্রিকদের আধিপত্য বেশী দিন থাকবে বলে মনে হয না, প্রজাদের শক্তিহীনতার সুবিধে নিয়ে ও তাদের ওপর প্রভুত্ব করে জমিদারী চালানো যাবে না, ইংরেজ যাবার সময়ে কংগ্রেসের হাতেই ভারতবর্ষ তুলে দিয়ে যাবে · আপনি বোধ হয় জানেন কংগ্রেস এদেশের মধ্যযুগীয় আবহাওয়া রাখ্‌তে দেবে না, এই সব কারণে গভর্ণমেণ্ট জমিদারী উচ্ছেদ কর্‌বার চেষ্টা করছে···'

কুমার বাহাদুর ক্ষণকাল মৌনী রহিলেন।

অঞ্জলি বলিল···'আপনার এখানে কাগজ সংক্রান্ত ব্যাপারে হয় তো আসতে হবে, আপনার অমূল্য সময় নষ্ট হতে পারে···তাই ভাবছি···'

'···মোটেই নয়, আস্‌বেন···আমি আপনাদের সেবায় সর্ব্বদাই নিজেকে রাখ্‌তে প্রস্তুত···'

কুমার বাহাদুরের বিনয়াতিশয্যে মুগ্ধ হইয়া অঞ্জলি ঈষৎ চটুল চাহনির দ্বারা বলিল···'এরকম বলে লজ্জা দেবেন না···'

কুমার বাহাদুর বলিলেন…'আজ আমার পাণ্ডুলিপি শুন্‌বার সময় কি আপনার হবে ?…'

'… অনেকক্ষণ সময় যাবে না তো ?…'.

'…তা যাবে, বরং পরশুদিন দুপুর বেলায় আসুন, পাণ্ডুলিপি শোনাবো আপনাদের শোনাও দরকার, সম্পাদক এলে ভালো হয়…'

'…তাঁর বোধ হয় সময় হবে না, আমিই আস্‌বো…'

'…বেশ, আপনার সঙ্গে আমার সেক্রেটারীর আলাপ করিয়ে দিচ্ছি,- আসুন আমার প্রাইভেট চেম্বারে…'

চেম্বারে আসিয়া পরমাসুন্দরী মহিলা-সেক্রেটারী দেখিয়া অঞ্জলি বিস্মিত হইল। নিজের মনে বলিল…'যেখানে এরূপ সুদর্শনা নারী সেখানে স্থান পাওয়া সমস্যার বিষয়…'

অঞ্জলির মুখখানি ফ্যাকাশে হইয়া গেল। ভাবিল তাহার স্বপ্ন সৌধ কি গড়িয়া উঠিবে না! অদৃষ্ট দেবতা নেপথ্যে কি রহস্য জাল বুনিতেছেন তাহা কে জানে!

সেক্রেটারীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া কুমার বাহাদুর বলিলেন… 'এঁকে টেলিফোন করে এখানে আসবেন…ইনি আমার কাছে আপনাকে পৌছে দেবেন,দুপুর বেলায় অফিস বন্ধ থাকে। এ সময়ে উপরতলায় থাকি।'

অঞ্জলির অপূর্ব্ব রূপসৌন্দর্য্য দেখিয়া চিত্রা ভাবিল কুমার বাহাদুর এই মহিলার সম্মোহন শক্তির দ্বারা বোধ হয় পরিচালিত হইতেছেন। এষ্টেটের সকল কার্য্যের ভার তাহাকে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবার গূঢ় অর্থ কি ? তবে কি কুমার বাহাদুরের ইনিই প্রণয়িনী!

নারীর মন সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধ। চিত্রা অঞ্জলিকে দেখিয়া সন্দেহ দোলায় দুলিতে থাকে। অঞ্জলির সহিত চিত্রার অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। কুমার বাহাদুর অঞ্জলির গাড়ীর নিকট পর্য্যন্ত আসিলেন। বিদায় দিবার সময় বলিলেন…'নিজেই ড্রাইভ করেন বেশ তো…'

অঞ্জলি নমস্কার জানাইয়া বিদায় লইল।

সাত

স্ত্রীচরিত্র সাধারণতঃ দুর্জ্ঞেয়, নারীর আত্মকর্তৃত্ব যখন পুরুষের উপর আধিপত্য বিস্তারের পর সুদৃঢ় হয়, তখন সকল সময়ে তাহার মানসিক অবস্থার সাম্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রত্যেক কথা ও কাজের উদ্দেশ্যের মধ্যে কখন সন্তোষ, কখন অসন্তোষ, কখন ছলচাতুরী, কখন প্রেমের অভিব্যক্তি, কখন অশ্রু, কখন বা হাসি পুরুষকে বিভ্রান্ত করে। তাহার প্রাত্যহিক জীবন যাত্রা জটিলতর হয়। নারীর সৃষ্ট নানা প্রকার সমস্যা দুঃসমাধেয় হয়। পুরুষ আঘাত পায়, তবু নারীকে চায়।

অঞ্জলির গোপনীয় বিশ্বাসঘাতকতা এবং অভিসন্ধির আচ্ছাদন ইন্দ্রজালের ন্যায় বিস্তৃত হইতেছে। পৃথীশ লক্ষ্য করে তাহার চাল চলন ও হাবভাবের পার্থক্য। সম্যকভাবে তাহার কল্পনাপ্রবণ মন সাহিত্য জগতের ভিতর নানা পরিকল্পনার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার সহিত অঞ্জলির চিত্তবিনিময়জনিত উত্তেজনার উত্তাপ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। ভালবাসার নীড় বুঝি ভাঙ্গিয়া যায়!

অঞ্জলি ভিন্ন অন্য কোন নারীর সাহাচর্য্য পৃথ্বীশ কামনা করে নাই·· সংস্রবও রাখে নাই। এই তরুণীকে লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে মনে এই আশাই পোষণ করে। তাই যাহারা তাহার সংস্পর্শে আসিল, ভালবাসা জানাইবার ইঙ্গিত করিল এবং প্রলুব্ধ করিবার পঙ্কজাল বিস্তার করিল, তাহারা সকলেই একে একে সরিয়া পড়িল।

কেবল একটী তরুণী তাহার ঔদাস্য-কুঝটিকার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিল। সে পৃথ্বীশের রূপগুণের সৌন্দর্য্যে আত্মনিমগ্ন।

'অঞ্জলি' কার্য্যালয়ে এই তরুণী প্রায়ই কবিতা লইয়া আসে এবং সাহিত্যালোচনা করিবার আগ্রহ প্রকাশ করে। অধিকাংশ সময়ে

পৃথ্বীশের ব্যবহার মার্জ্জিত হয় না, ক্ষুব্ধ হইয়াও বসিয়া থাকে। তাহার নাম শোভনা। দিনের পর দিন এমনই ভাবে একটী উচ্চশিক্ষিতা, সম্ভ্রান্ত সুন্দরী তরুণী সন্ধ্যার পর পৃথ্বীশের নিকট আসে। অঞ্জলি পূর্ব্বে লক্ষ্য করিলেও গ্রাহ্য করে নাই। সে পৃথ্বীশের ভালবাসার গর্ব্ব অনুভব করিত। কুমার বাহাদুরের সংস্পর্শে আসা অবধি 'অঞ্জলি' কার্য্যালয়ে সে খুব কমই আসে, আসিলেও বেশীক্ষণ থাকে না।

অঞ্জলির বিসদৃশ আচরণে বিস্মিত এবং ব্যথিত পৃথ্বীশ তাহাকে বলে…'আমার ওপর সম্পাদনার ভার দিয়ে আড়ালে থাক্‌লে চল্‌বে কেন?…তোমার কাগজ, তুমিই সব…'

একটু বিরক্তভাব দেখাইয়া অঞ্জলি উত্তর দেয়…'এখন তো ভাবনা নেই, কাগজের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে, আমার না থাক্‌লে যে চল্‌বে না, এমন কোন কথা নয়, তুমি আছ তবে কি কর্‌তে? প্রথম ফর্ম্মাটা প্রত্যেক মাসে কুমার বাহাদুরের প্রবন্ধের জন্যে রাখ্‌বে: বেশী সময় কাগজের জন্যে দিতে পারবো না…'

পৃথ্বীশ ক্ষণমুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া বলিল…'বড় বড় সাহিত্যিকের চিন্তাশীল প্রবন্ধ আসছে, সেগুলো গোড়ার দিকে দেওয়া দরকার…'

অঞ্জলি উগ্রকণ্ঠে বলিল…'কোন দরকার নেই, পিছনের দিকে দেবে…কুমার বাহাদুরের প্রবন্ধ গোড়ার দিকে যাওয়া চাই…'

পৃথ্বীশের আপত্তি অগ্রাহ্য হওয়ায় তাহার প্রসন্ন মুখমণ্ডলে ছায়া পড়িল ‥কোনও উপায় নাই!

নিজের মনে বলিল…'স্ত্রীলোকের খামখেয়ালীতে চলা বিড়ম্বিত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।'

অঞ্জলি চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া বলিল…'চলে যাচ্ছ কেন? বসো, কথা আছে…'

'…এখন কোন কথা শুন্‌বার সময় নেই, 'এন্‌গেজমেণ্ট' আছে…'

'.. তোমার তো রোজ 'এন্‌গেজমেণ্ট,' আমরা কি তোমার কেউ নই ?...'

'.. ওসব বাজে কথা এখন রাখো, চল্‌লাম...'

কর্কশ কথা শুনিয়া পৃথ্বীশ মর্ম্মাহত হইল। অঞ্জলি চলিয়া যাইবার পর শোভনা পৃথ্বীশের ঘরে প্রবেশ করিল, তারপর স্মিতমুখে বলিল... 'কবিতাটী দেখেছেন না কি ?'

একটু চুপ করিয়া পৃথ্বীশ বলিল...'সময় পাইনি...বসুন ...'

শোভনা শান্তস্বরে বলিল...'আমাকে আপনি বলে লজ্জা দেবেন না, তুমি সম্বোধন করলে খুসী হবো...'

পৃথ্বীশ তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল...'বেশ তাই...'

তারপর কবিতার ফাইল খুলিয়া শোভনার কবিতাটী বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল।

বলিল...'কবিতাটী ভালই হয়েছে, নীচের দুইটী ছত্রের পরিবর্ত্তন আবশ্যক...'বরিয়া'র সহিত 'গাঁথিয়া'র মিল অচল। ধরিয়া' বা এইরকম কিছু শব্দ দিতে হবে, ঐটুকু বদ্‌লে দিলে আর আপত্তি হবে না...'

শোভনা কবিতাটী লইয়া কিছুক্ষণ ভাবিল এবং চরণের সহিত চরণ মিলাইয়া কবিতাটী দেখিতে দিল। বলিল...'এবার দেখুন...'

'...এইবার ঠিক হয়েছে...এমাসে বের করে দেবো লেখাটী ...'

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া শোভনা বলিল...'আপনার কাছে এখনও অনেক শিখ্‌বার আছে...'

পৃথ্বীশ কোন কথা বলিল না। বুঝিতে পারিল শোভনা তাহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। এই তরুণীর সহিত তাহার বিশেষ কোন আলাপ-পরিচয় নাই। প্রত্যহ সে আসে...হ্যাঁ, ধৈর্য্য বটে! তাহার দৃষ্টি-মাধুর্য্য লাবণ্য-স্নিগ্ধতা, নম্র ব্যবহার এবং প্রীতিপূর্ণ নমস্কার এ দিন পৃথ্বীশের অন্তরে

একে একে রেখা টানিল। ভাবিল রূপযৌবনের তরঙ্গে তরঙ্গে অতনুর আমন্ত্রণের ইঙ্গিত রহিয়াছে কিন্তু সে ইঙ্গিতে চাঞ্চল্য নাই।

শুধু কবিতা প্রকাশই তাহার লক্ষ্য হইলে এক একদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিত না। বহু তরুণী আসিল, কেহই রহিল না·· সংস্রব ছিন্ন করিল। রহিল এই নারী, হৃদয়ের ভাব ভিন্ন ধরণের দেখাইয়া; যে গূঢ় শক্তিতে যৌবনের ফুল ফুটিতেছে। তাহাকে ধরা ছোঁওয়া দিতে দেয়না, নিজেকে ধরা দিতে চায়।

যথেচ্ছাচারের অধিকার হয় তো প্রশ্রয় দিতে উদ্যত নয়।

শোভনার সম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতে পৃথ্বীশের কোন কাজ হইল না। নিজের মনে বলিল···'যে অঞ্জলি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে জান্‌তো না, তার কথা বল্‌বার পর্য্যন্ত সময় নেই!···একদিন যাকে ভেবেছিলাম বিযেট্রিস লরার মত, আজ তাকে মনে হচ্ছে, ক্ষুধিত পাষাণী···'একটী দীর্ঘশ্বাস পড়িল। কাজে মন লাগিল না।

সত্যই নারীচরিত্র বোঝা গেলনা, পড়াশুনা করিয়া উপন্যাসের রঙ্‌ ফলাইয়া নিজেকে মনস্তাত্ত্বিক বলিয়া ধারণা করিয়া সবই ভুল হইয়াছে··· কমিউনিষ্ট সাধনা হইতে আরম্ভ করিয়া কত তরুণীই না আসিল? একে একে চলিয়া গেল···ভাবিতে ভাবিতে ফাইলগুলি হোয়াটনটের উপর রাখিয়া বাড়ীর দিকে যাত্রা করিবার উদ্দেশ্যে নীচে নামিল। রাস্তায় মোটরের মধ্যে শোভনা একা বসিয়া রহিয়াছে। মোটরের কোল ঘেঁষিয়াই তাহাকে যাইতে হইবে···উপায় নাই। দরজার কাছাকাছি জায়গায় মোটরখানি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শোভনা দেখিতে পাইয়া মোটরের দরজা খুলিয়া বলিল···'আসুন না, আপনাকে পৌছে দিয়ে যাবো···'

'···এতক্ষণ বসে আছ?···'

'…ড্রাইভার পেট্রোল আন্‌তে গেছে…পেট্রোল ফুরিয়েছে আগে যদি বলে…'

'…এখানে বসে না থেকে, ওপরে উঠে যেতে পার্‌তে…'

শোভনার অনুরোধে পৃথ্বীশ মোটরে উঠিল। প্রথমে ড্রাইভারের পার্শ্বে বসিতে গেল, শোভনা আপত্তি করিয়া তাহার পার্শ্বে বসিবার জন্য বলিল। পৃথ্বীশ এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিল না। কিছুক্ষণ পাশাপাশি বসিয়া উভয়ের মধ্যে গল্প চলিতে থাকে।

ক্রমে শোভনার পরিচয় প্রকাশ পাইল।

'…তুমি কুমার বাহাদুরের খুড়তুতো বোন · বল্‌তে হয় আগে…'

'‥ হলেও, তফাৎ হয়ে গেছি…'

'কেন ?…'

'…জমিদারী সংক্রান্ত ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে আমাদের মামলা, সে মামলা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গিয়েছিল, আমরা হেরে যাই, তারপর থেকেই ওঁদের সঙ্গে আমাদের আর কোন যোগাযোগ রাখা হয় নি, পারিবারিক সম্বন্ধ থাক্‌লেও আমল দেওয়া হয় না…'

'…কুমার বাহাদুরকে তোমার কি রকম মনে হয় ‥'

'…ভালো বলেই জানি, বাবার ধারণা অন্যরকম…নানা জনে নানা কথা বলে…'

ব্যগ্র হইয়া পৃথ্বীশ বলিল…'কি রকম…'

'…একজন মহিলা ওঁর সেক্রেটারী, কাছে কাছেই থাকে, প্রাসাদের মধ্যেই কোয়াটার, শুন্‌ছি এখন সে-ই জমিদারী চালাচ্ছে, তা ছাড়া অনেক মেয়ে ওখানে যাতায়াত করে ‥কাল ওঁর এষ্টেটের ম্যানেজার মহেশ বাবু বাবার কাছে এসেছিলেন, দুঃখু কর্‌ছিলেন…বাবা বল্লেন বংশের মুখ পোড়াচ্ছে অতিক্রম…'

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পৃথ্বীশ বলিল…'ওঁর তো বেশ সুনাম আছে…'

'...সব কাজের জন্যে সুনাম তো নেই...'

পৃথ্বীশ নিজের মনে বলিল · 'অঞ্জলি তো কুমার বাহাদুর বলতে অজ্ঞান,- তবে কি কুমারবাহাদুর ওকে হস্তগত করেছে, এদিকে শুনছি সেক্রেটারী আছে, সর্ব্বদা তাকে কাছাকাছি রাখে, সে-ই জমিদার...খুব বেশী মাথামাথি না হলে এ রকম ক্ষমতা কি কেউ দেয় ? ...'

তারপর শোভনাকে পৃথ্বীশ বুঝাইল প্রত্যেকটী কাজে সুনাম অর্জ্জন করা সহজ নয়। এ কথায় শোভনা প্রতিবাদ করিল না। সাধারণ ভাবে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর পৃথ্বীশ বলিল...'মস্ত জমিদারের মেয়ে, উচ্চশিক্ষিতা, কবি...একথা তোমাকে দেখলে মনে হয় না। সাধাসিধে ভাবে চলাফেরা করো, দেমাক নেই...দিনের পর দিন আমার কাছে এসেছ শান্তশ্রী নিয়ে, চটুলতা বা চপলতা নেই বলেই তোমাকে ভালো লাগে, এ দোষের জন্যে বহু মেয়েকে এড়িয়ে চলতে হয়েছে, তোমার কবিতা আমার অন্তর স্পর্শকরে, তোমাকে 'স্কোপ' দেবো...'

শোভনা একথার কোন উত্তর দিলনা। একটু লজ্জিত হইল... ভাবে নাই এরূপ প্রশংসা পাইবে। ড্রাইভার আসিয়া মোটরে 'ষ্টার্ট' দিল। গাড়ীর মধ্যে বিশেষ কথা হইল না। পৃথ্বীশ ও শোভনা পরস্পর গা ঘেঁষিয়া বসিল। মাঝে মাঝে মোটর দুলিয়া ওঠে, তাহার সহিত উহারাও দুলিতে দুলিতে পরস্পর দেহের সহিত দেহ স্পর্শ করে।

পৃথ্বীশের মুখে মধ্যে মধ্যে স্ফুরিত হয় আনন্দোচ্ছ্বাসপূর্ণ দুই চারিটী কথা। শোভনা তাহা লক্ষ্য করে। সেণ্ট্রাল এভিনিউয়ের কাছে পৃথ্বীশ গাড়ী থামাইতে বলিল।

শোভনা বলিল...'বেশ নতুন ধরণের তো...'

পৃথ্বীশ মোটর হইতে নামিয়া বলিল...'একদিন এসো...'

তারপর মোটর ছাড়িয়া দিল। কোন কথা না বলিয়া শোভনা হাসিল। মোটর চলিতে থাকে।

শোভনার পিতা সমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সোণাগড়ের ছোটতরফের জমিদার। তাঁহার দুই পুত্র এবং একটী কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনয়েন্দ্র বিলাত হইতে আই, সি, এস পাশ করিয়া আসিয়াছে। নববধূ লইয়া সে সম্প্রতি ডায়মাণ্ড হারবারের সবডিভিসান্যাল অফিসার হইয়া চলিয়া গিয়াছে। কনিষ্ঠপুত্র বিজয়েন্দ্র বিলাতে 'লিন্‌কল্‌নইন্‌সে' 'ব্যারিষ্টারী পড়িতেছে। রাজা বাহাদুর যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন ছোটতরফের সহিত অসদ্ভাব করেন নাই। রাণী হিরণ্ময়ী বরাবর সম্প্রীতি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ম্যানেজার সন্তোষ বাবুর প্ররোচনায় কুমারবাহাদুর মাণিকচরের জমি লইয়া ছোটতরফের সহিত দাঙ্গা করিয়াছিলেন। তিনবৎসর হইল দুইতরফের মধ্যে এক প্রকার মুখ দেখা বন্ধ।

শোভনা এম, এ পাস করিয়াছে। বিবাহযোগ্যা হইলেও সে বিবাহে অমত প্রকাশ করায় সমীরেন্দ্র বাবু বিশেষ চেষ্টা করেন না, মধ্যে মধ্যে সাবিত্রী দেবী স্বামীর নিকট কন্যার বিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলে সমীরেন্দ্র বাবু বলেন যখন শোভনা আপত্তি জানাইয়াছে তখন এদিকে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা আদৌ নাই। আধুনিকা মেয়ে শোভনা স্বাধীনা। তাহার মন মুক্ত। সে সঙ্গীত চর্চ্চা করে, কবিতা লেখার দিকেই বেশী ঝোঁক। তবে তাহার চাল চলনের বিশিষ্টতা এবং চরিত্র-মাধুর্য্য আছে। অবাধ মেলামেশা করিলেও সে যৌবনের উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া কোন পুরুষের নিকট দৈহিক আসক্তি প্রকাশ করে নাই। কেন যে তাহার মন পৃথ্বীশের সহিত চিরস্থায়ী প্রেমের ব্রত গ্রহণ করিতে চায় নিজেও বুঝিয়া উঠিতে পারে না···তাই অন্তরে দ্বন্দ্বের আকস্মিকতা উপস্থিত। অঞ্জলির প্রতি পৃথ্বীশের অনুরাগ স্তরে স্তরে বৃদ্ধি পাইয়াছে·· ইহা শোভনার অগোচরে নাই। অঞ্জলির সাম্প্রতিক ব্যবহার পৃথ্বীশকে ক্ষুব্ধ করিয়াছে, একথাও সে উপলব্ধি করিয়াছে।

পৃথ্বীশকে পাইবার জন্ত যে সুযোগ শোভনা দিনের পর দিন ধরিয়া খুঁজিযাছে, ঘটনাচক্রে যোগাযোগ হওয়ায় তাহাতেই আনন্দ অনুভব করিয়াছে।

আশঙ্কা হয় পাছে পৃথ্বীশ তাহাকে প্রেমের পথে টানিয়া অপরের অন্তর অধিকার করে। দায়িত্বহীনতাই বর্ত্তমান সভ্যতার অন্ততম প্রকাশ··· চিন্তাধারার নতুন গতি কত প্রেমিক প্রেমিকাকেই না বিমূঢ় করিয়াছে!

বহুদিন শোভনা তাহার পিয়ানোর পর্দ্দায় পর্দ্দায অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া সুরের খেলা করে নাই। বাড়ী আসিয়া পিয়ানোর সুর দিয়া গান ধরিল···

মোর প্রেমের পথিক আসবে কবে
প্রাণের আঙিনায়।

সাবিত্রী দেবী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন···'শোভা! আজযে বড় গান ধরেছিস্, এসব পাট তো অনেক দিন তুলে দিয়েছিলি···'

'আজ মুডে আছি কি না—'

'···কবিদের 'মন বোঝা যায় না···'হাসিতে হাসিতে সাবিত্রী দেবী পার্শ্বের ঘরে চলিয়া গেলেন। আবার গান চলিতে থাকে—

তুমি সোহাগভরে বক্ষে রবে
জীবন-জ্যোছনায়।

মুক্ত বাতায়নের ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নার আলোক ঘরে প্রবেশ করিতেছিল। নীলাভ শেডের তলায় বিজলীর আলো টেবিলের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ঘরের ভিতরটা মৃদুসমীরণে আন্দোলিত।

শোভনা পৃথ্বীশের স্বপ্নে বিভোর হইয়া সে রাত্রি যাপন করিল।

পৃথ্বীশও এ রাত্রে কত কথাই না বারম্বার চিন্তা করিতে আরম্ভ করে! জ্যোৎস্নাস্নাত শুভ্র রজনীর অপূর্ব্ব শোভার ভিতর শোভনার সম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতে সে নিজের মনে বলে 'এই রাতে তাকে নিয়ে কত

কবিতাই লেখা যায়, কত গল্প উপন্যাসের প্লটই না গড়ে উঠতে পারে, মন চলাচলের পথে পুরোপুরিভাবে বোঝা পড়া কবে হবে তা কে জানে ?'

অঞ্জলির কথা মনে হয়। তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে। সে মন ভুলাইয়া কিছুদিন পূর্ব্বেও বলিয়াছিল…'তোমার প্রেমে আমার অধিকার বহুযুগ থেকে, এ প্রেম কোনদিন ভেঙে যাবে না…'সেই অঞ্জলি আজ অন্য রূপ ধরিয়াছে।

তারপর বলিতে থাকে…'সব চেয়ে বেশী করে মনে পড়ছে সে দিনের কথা যেদিন প্রথম আলিঙ্গন দিযে বলেছিল তোমাকে ভালোবাসি, বলেছিল আমাদের সামাজিক আসনটা কায়েমী কর্‌তে হবে…'অঞ্জলির আঘাতটা বক্ষে বাজিয়াছে।

পুরুষের প্রেমে পড়িবার জন্য নারীর স্বাভাবিক অধ্যবসায় আছে। নারী ছল যুদ্ধের আয়োজন করিয়া পুরুষকে পরাজিত করে এবং নিজের অধিকার তাহার উপর প্রতিষ্ঠা করে, নিবিড় সঙ্গবন্ধনে ব্যবধান দূর করিয়া দেয় কিন্তু সেই নারী যখন অপর পুরুষের অভিসারে আত্মদান করে, নিজেকে বহু ধারায় উন্মুক্ত করিয়া পুরুষকে প্রলুব্ধ করে এবং নিজের নগ্নতার ব্যঞ্জনায় মনোহর বৈচিত্র্য আনে, তখন অবস্থাগতিকে তাহার অকৃতজ্ঞতার জন্য যে বেদনা আসে, সেই বেদনাই অনুভব করিতেছে পৃথ্বীশ। তাহার ধারণা অঞ্জলি চৌধুরী কুমার বাহাদুরের সঙ্গপ্রমোদে আত্মহারা। তাঁহারই ভিতর সে স্থিতির পূর্ণতা পাইয়াছে।

বাস্তবিক কুমার বাহাদুর তাঁহার চিত্তকে অনাবৃত করিয়া অঞ্জলির প্রবেশের অবকাশ দিয়াছেন কিনা সে সম্বন্ধে পৃথ্বীশ ভাবিয়াও দেখিল না।

অঞ্জলির ভালোবাসার উত্তেজিত অসহিষ্ণুতা তাঁহার নিকট কিরূপ সক্রিয় হইয়াছে তাহা তাহার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অথচ সে তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারিতেছে না। তাই নিজের মনে কতবারই না

বলে…'কুমার বাহাদুর লম্পট, শয়তান‥ ভদ্রঘরের মেয়েদের আকর্ষণ করে, এইসব লোকই আজকাল জগতের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র, এদেরই হয় সবদিকে উন্নতি…'

চোখে ঘুম নাই। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত ছাদে পায়চারী করে। সহর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে…প্রাসাদের মায়াপুরীতে নিস্তব্ধতা। দুই চারি খানি মোটর মধ্যে মধ্যে রাজপথ দিয়া দ্রুতগামী। এরাত্রে কত প্রণয়-প্রণয়িনীর গুঞ্জন এবং অভিসার হইতেছে, কত দম্পতীই না নৈশবিহারের পর ক্লান্ত অবস্থায় নিদ্রিত, কত ব্যর্থ প্রেমিকই না বিনিদ্র হইয়া হাহুতাশ করিতেছে…কত বিরহীর মনে মেঘদূতের ছায়া পড়িতেছে, নিভৃতে পরকীয়া প্রেম কতই না চলিতেছে!

চারি দিকে গভীর স্তব্ধতা। তাহারই মধ্যে নিজের রিক্ততা অনুভব করে। প্রেম কি দীর্ঘজীবী হয়! আকাশের একটী তারা খসিয়া শূন্যে মিলাইল। ভাবুকতার স্রোতে পৃথ্বীশ সন্তরণশীল,‥ কূল খুঁজিয়া পায়না। শোভনার কথা স্মরণ হয়, ছন্দের মধ্যে তাহার চিত্ত কবিতার মত রূপায়িত হইল।

ছাদে পদচারণা করিতে করিতে বলিল…'হ্যাঁ, তোমাকে পেতে চাই শোভনা, অঞ্জলির মত অকৃতজ্ঞ হবে না তো? তুমি কি ক্ষণিকা? …ক্ষণিকা তো নও, আমার চির কালের মণিকা…' আর বলিতে পারিল না। উন্মাদ হইল কি?

শেষে নিজের শয়ন কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল। দরজা দিয়া পালঙ্কের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর শোভনার উদ্দেশ্যে বলিল

'তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেব তবে
নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে।'

পালঙ্কে শুইয়া চিন্তার আবেষ্টনীর মধ্যে উপলব্ধি করিল জীবনের মাঝে একটা বিশাল আনন্দোৎফুল্লতা এবং রসোপভোগের ক্ষেত্র রহিয়াছে ; সে ক্ষেত্রে নবজীবনের আর্বিভাব প্রেমকে স্থিতির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবে।

—আট—

সকাল হইতে আকাশ মেঘলা, আবহাওয়ায় গুমোট ভাব ছিল। দুইচারি পশলা বৃষ্টির পর আলোকের অবতরণিকার আভাস পাওয়া গেল। বেলা দুইটা। অঞ্জলি নিজেই 'বেবি অষ্টিন' চালাইয়া কুমার বাহাদুরের প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। রামসিং তাহাকে সঙ্গে করিয়া কুমার বাহাদুরের তিন তলার ঘরে লইয়া গেল। চিত্রা তখন নিজের ঘরে শুইয়াছিল। বাহিরে আসিল না···সিঁড়িতে জুতার খট্ খট্ আওয়াজ, রামসিংও নারীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিল অঞ্জলির আর্বিভাব। কুমার বাহাদুর পালঙ্কের উপর শুইয়াছিলেন। বারান্দায় অঞ্জলি ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল।

পর্দ্দা ঠেলিয়া রামসিং ঘরে প্রবেশ করিয়া অঞ্জলির আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। তাড়াতাড়ি পালঙ্ক হইতে উঠিয়া কুমার বাহাদুর সোফায় বসিয়া বলিলেন···'নিয়ে এসো···' অঞ্জলি প্রবেশ করিয়া স্মিত মুখে বলিল···'গুড আফটার নুন কুমার বাহাদুর'

'···গুড আফটার নুন মিস্, আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম···'

'···ঘুমের বোধ হয় ব্যাঘাত হোলো···'

··মোটেই নয়···হ্যাঁ, আপনাকে আমার পাণ্ডুলিপিখানা···আজ শোনাবো···'

'...অনেক খানি সময় নিতে পারে, বরং আমাকে পড়তে দিন না? তুই চারিদিন পরে দিয়ে দেব—'

কুমার বাহাদুর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন · 'প্রেসে পাঠাতে হবে. বইখানি না বাহির হলে কিছুই বুঝতে পারছি নে, এজন্যেই ভাবছি...'

'...আমাকে বুঝি বিশ্বাস করতে পারছেন না · '

'...ছিঃ ছিঃ...একি কথা বলছেন? অবিশ্বাস করতে যাবো কেন? বইখানির শেষের দিকে গভর্ণমেণ্টর প্রচ্ছন্ন পলিসির কথা উল্লেখ করেছি, এই কথাটা সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা গেছে যে বাংলার জমিদারদের ওপর অত্যাচার করেছে আমলাতন্ত্র, এই আমলাতন্ত্রের জন্যেই আত্মসম্মান হারাতে হয়েছে, এরাই প্রজাদের কাছে জমিদারকে হীন প্রতিপন্ন করেছে, জমিদারের অন্ন আর অর্থ ধ্বংস করে বহাল তবিয়তে দারোগা বাবুরা থানায় প্রবল প্রতাপান্বিত মহামহিম হয়ে বসেছে...এই আমলাতন্ত্রীরা জমিদারকে ভিটে ছাড়া করেছে, সহরে এ জন্যেই জমিদাররা থাকে...'

একথায় অঞ্জলি হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না।

বলিল...'আমলাদের এত ক্ষমতা?'

'ইংরেজ সরকারের একটা সামান্য কনেষ্টবলের কত ক্ষমতা আছে জানেন?...দুঃখের কথা শুনিয়ে লাভ কি বলুন...থাক সে কথা, গ্রন্থের মধ্যে দেখিয়েছি গভর্ণমেণ্ট জনকল্যাণের দিকে দৃষ্টি দেয় না, এর প্রচার বিভাগ ঢাক পিটিয়ে বলতে চায় গভর্ণমেণ্ট বহু জন কল্যাণ করছে : এসব কল্যাণ জমিদারের মাথায় হাত বুলিয়ে হয়ে থাকে। প্রজাদের দুঃখ দুর্দ্দশা, অভাব অভিযোগ শুনে প্রতীকারের জন্য আমরা, শাসনের সমস্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট, এই হচ্ছে মজা...জলাশয়প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, টিউবওয়েল প্রভৃতি স্থাপনের সময়ে আমরাঃ

মন্বন্তরের সময়ে চাউল বিতরণ করব আমরা, বন্যা বিধ্বস্ত লোকদের আশ্রয় দেবো আমরা : আর প্রজাদের সামনে ঢাক পিটিয়ে বলা হবে অত্যাচারী জমিদার ; বাকী খাজনার নালিস করলে পর্য্যন্ত প্রজার পক্ষে আদালত : জানেন গভর্ণমেণ্টরূপ বিরাট হাতীকে পুষছে বাংলার এই জমিদাররা, জমিদারের ডিনার খেয়ে তার বুকে ছুরি মারতেও দ্বিধা বোধ হয় না ব্রিটিশ সরকারের আমলা ফয়লাদের, তা ছাড়া সিভিলিয়ানী বজ্জাতির ভেতর পড়ে আমরা কত কষ্টই না পাচ্ছি! জানেন বাংলার কত নদী মজে যাচ্ছে, এর পশ্চাতে একটা পয়সাও গভর্ণমেণ্ট খরচ করেনি, চেষ্টায় আছে যদি জমিদারদের মাথায় কাঁটাল ভেঙে কিছু করা যায়। তারপর ব্যবসাদার-গভর্ণমেণ্ট জমিদারী প্রথা তুলে দিয়ে চাষার মাথায় কেমন করে হাত বুলোতে হয় এর পর তাই দেখাবে, দেশের নেতারা কি তলিয়ে বোঝে? কংগ্রেসও চায় না জমিদাররা বেঁচে থাকুক···আপনিও জমিদারের মেয়ে, এদিকটা আপনার পক্ষে বুঝে দেখা দরকার নয় কি?' কুমার বাহাদুরের উত্তেজনা পূর্ণ সুদীর্ঘ বিবৃতি অভিনিবেশ সহকারে শুনিয়া অঞ্জলি বলিল'···ভারী চিত্তাকর্ষক···'

'···নবাবী আমলে এসব ছিল না মিস্ চৌধুরী···জমিদারদের অসীম ক্ষমতা ছিল, তা বলে সামাজিক জীবনের ভিত্তিগত একতা নষ্ট হয়নি, বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ হয়নি···'

কিছুক্ষণ এইরূপ আলাপ আলোচনা চলিবার পর অঞ্জলি বলিল··· 'জমিদারকে বাঁচাবার জন্যে আমরাও বদ্ধ পরিকর···আমাদের পত্রিকার ভেতর দিয়ে গভর্ণমেণ্টর পলিসি প্রকাশ্যভাবে প্রচার করে জনমত গড়বো যাতে জমিদাররা রক্ষা পায় : আপনি আমাকে আপনার পাশে সব সময়েই পেতে পারেন।'

'···আপনার ঔদার্য্যের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, 'অঞ্জলির' প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় স্তম্ভটী দুর্ব্বল মনে হোলো···'

'...ওটা আমাকে দেখিয়ে নেওয়া উচিত ছিল পৃথ্বীশ বাবুর... 'লারনেড ফুল' বলেই এখন আমার ধারণা হয়েছে, আপনার প্রবন্ধটা ছাড়া কোনটাই চিত্তাকর্ষক হয়নি...'

'...এরকম হোলে কাগজ বেশী দিন চলবেনা, ভালো ভালো লেখকের লেখা সংগ্রহ করা দরকার...আমার নাম করে পৃথ্বীশ বাবুকে বলবেন '

যে অঞ্জলি প্রথম পরিচয়ের দিনে বিনম্রতা দেখাইয়া লাজ অবগুণ্ঠিত বধূর মত ধীরে ধীরে কথা বলিযা ছিল আজ তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যেন সে মানুষই নয়। কুমার বাহাদুরের সহিত কথা বলিতে বলিতে গূঢ়ার্থ ব্যঞ্জক হাসি ও চপলতা প্রকাশ করিতে থাকে। শাড়ীর আঁচল বক্ষ হইতে সরিয়া যায়...ইচ্ছা করিয়াই আঁচল টানে না।

দেহের সৌন্দর্য্য, হাস্য-মুখর মুখ খানির রক্তিমাভা, উৎসুকনেত্রের দৃষ্টি-প্রাখর্য্য, ওষ্ঠাগ্রের মৃদুস্পন্দন এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দোলায়-মান গতি দেখিয়াও কুমার বাহাদুর নিজের কথাই বলিতে লাগিলেন। অঞ্জলি তাঁহার ঔদাস্য দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইল। এমন পুরুষ নাই যে তাহাকে দেখিয়া রূপমুগ্ধ হয় নাই বা তাহার চিত্ত বিনোদনের জন্য ব্যগ্র হইয়া ওঠে নাই...কুমার বাহাদুর এতই পাষাণ !

যে নারী অঙ্গভঙ্গী এবং গূঢ় ইঙ্গিত দ্বারা পুরুষকে বুঝাইবার চেষ্টা করে তাহার মনের অব্যক্ত অভিসন্ধি, সে যদি পুরুষের নিকট হইতে কোন উত্তর না পায় তাহা হইলে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করে। পুরুষকে নিষ্ঠুর অথবা বে-রসিক মনে করিয়া তাহার গোপন কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া শুনাইতে চেষ্টা করে। শুনিয়াও তাহাকে বঞ্চনা বা উপেক্ষা করিলে বাধ্য হইয়া সে চলিয়া যায়। কিন্তু সেই নারী কোনদিন আর সে পুরুষকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না, বরং শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা কোন প্রশংসা সে নারী সহ্য করিতে পারে না। তাহার কোন মহিমাকে

প্রত্যক্ষ করাইলেও, মর্য্যাদা এবং ঘৃণার ভাব দেখায়…ইহাই সাধারণতঃ লক্ষ্য করা যায়।

এক্ষেত্রে অঞ্জলি দেখিল কুমার বাহাদুর তাহার দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না বা তাহার সহিত হাস্য পরিহাস করিতে সচেষ্ট নহেন, তাহাকে যৌবনের উদ্দীপনা-ব্যঞ্জক ইঙ্গিত করিয়া তাহার গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভের জন্য আনুকূল্য প্রকাশ করেন না। তাঁহার এই নিষ্ঠুরতা অঞ্জলিকে বিশেষ আঘাত দিল। ব'লিল…'যদি মনে কিছু না করেন একটা কথা বল্‌বো…'

'…বলুন …'এই কথা বলিয়া কুমার বাহাদুর ব্যগ্রভাবে অঞ্জলির দিকে দৃষ্টি দিলেন।

অঞ্জলি বলিল…'এখন আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছে বলেই অনেকটা বল্‌তে সাহসী হচ্ছি, তা না হোলে আপনার অমূল্য পাণ্ডুলিপিই বা আমার হাতে ছেড়ে দেবেন কেন?'

'…তা তো বটে, বলুন …' অঞ্জলির মুখখানি আরক্ত হইল। সে হৃৎ স্পন্দন বোধ করিল। যে কথা বলিতে সে উদ্যত হইতেছিল তাহা বলিবে ঠিক করিয়াও পরক্ষণে নিজেকে সংযত করিয়া লইল। ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল…'আচ্ছা আপনি কোন তরুণীকে ভাল বেসেছেন…'

'…ভালোবাসা আমার অভিধানে নেই…'

'…আচ্ছা কোন সুন্দরী তরুণী এসে যদি আপনাকে ভালোবাসা জানায়?'

'…একটা শক্ত কথা বললেম বটে মিস্ চৌধুরী… তাকে হতাশ হয়েই ফিরে যেতে হবে…'

'…একথাটা ঠিক হোলো না কুমার বাহাদুর, এমন কোন পুরুষ দেখলাম না যে প্রত্যাখ্যান করে…'মুখে দুষ্টামির হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল

কুমার বাহাদুর গাম্ভীর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বলিলেন…'হয়তো অভিজ্ঞতা দিয়েই ঠিক কথা বলেছেন, তবে বিশ্বাস করুন, এরকম মনোবৃত্তি হোলে আমার পক্ষে জীবন যাত্রা অসম্ভব হোতো…'

অঞ্জলি কোন কথা বলিতে পারিল না। কুমার বাহাদুরের আচরণে ক্ষুব্ধ হইল। তাঁহাকে যেরূপেই হউক জব্দ করিতে হইবে এই কথা অঞ্জলির মনের ভিতর চাপা রহিল। অঞ্জলির কথাগুলি শুনিয়া কুমার বাহাদুর নিজের মনে বলিলেন…'আসল কথাটা বেরিয়ে পড়েছে·· এ বড় কঠিন হৃদয়…'

অঞ্জলিও একই সময়ে চিন্তা করিতেছিল। নিজের মনে বলিল… 'তোমার মত বকধার্ম্মিক ঢের দেখেছি কুমার বাহাদুর। তোমার মত বহু পুরুষকে নাচিযেছি, নিজে নাচিনি এর দৃষ্টান্ত আছে।'

উভযে কিছুক্ষণ নীরব। অঞ্জলি পাণ্ডুলিপিখানি লইযা কুমার বাহাদুরের নিকট বিদায় লইল। তিনি তাহার সহিত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলেন। মোটরে উঠিয়া অঞ্জলি তাঁহাকে নমস্কার জানাইল। কুমার বাহাদুর প্রতিনমস্কাব দিলেন। তারপর মোটরে ষ্টার্ট দিয়া অঞ্জলি বলিল · 'ভেবে দেখবেন, হতাশ হয়ে ফিরে যাওয়াটা কোন কাজের কথা নয়…'

কুমার বাহাদুর বলিলেন…'পাণ্ডুলিপি নিযে আস্‌ছেন কবে?'

'…পড়া হোলেই নিয়ে আস্‌বো…'

'…তাড়াতাড়ি আন্‌বেন '

মোটর দ্রুত বেগে চলিয়া গেল। বারান্দায় দাঁড়াইয়া কুমার বাহাদুর ভাবিলেন…পাণ্ডুলিপি দেওয়া কি উচিত হইল? শেষে মনে হইল, না দিলেই ছিল ভালো। নিজেকে প্রবোধ দিয়া নিজের মনেই বলিলেন… 'এতটা অবিশ্বাস করে জগতে বাস করা যায় কি? ঠিকই দিয়ে যাবে ··'

তারপর ধীরে ধীরে তিনতলায় চলিয়া গেলেন। সে সময়ে চিত্রার

স্বরে কল্পনা কথা বলিতেছিল। অঞ্জলির জন্য চিত্রা কুমার বাহাদুরের নিকট কল্পনাকে লইয়া যাইতে পারে নাই। কল্পনা বলিল…'এইবার তাহোলে আমাকে ওঁর কাছে নিয়ে চলো চিত্রা ?…'

চিত্রা দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিল…'চলো…'

তারপর পায়ে স্যাণ্ডাল দিয়া তাহাকে লইয়া দালানে আসিল এবং সিঁড়ি দিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। আকস্মিক ভাবে তাঁহার ঘরে উভয়ে উপস্থিত হইল।

চিত্রা বলিল…'স্যার, ইনি আমার সম্পর্কে দিদি, কন্যাদায় গ্রস্ত হয়ে আপনার সাহায্য ভিক্ষে কর্‌ছেন ·'

কুমার বাহাদুর বলিলেন…'পাত্র ঠিক হয়ে গেছে ?'

কল্পনা বলিল…'সম্বন্ধ আসছে, মেয়েও পছন্দ হচ্ছে, টাকার চাপ এত বেশী যে আমার দেবার উপায় নেই, স্বামী পুলিশের পদস্থ অফিসার ছিলেন, একপয়সাও রেখে যেতে পারেন নি…'

কুমার বাহাদুর সহানুভূতি-ব্যঞ্জক দৃষ্টি দিলেন এবং বলিলেন…'বুঝলে চিত্রা, এই রকমই হয়। মানুষকে অত্যাচার করে, বিপন্ন ক'রে, তার বুকে বাঁশ ডলে চাকুরীর ক্ষেত্রে বাহবা নেওয়া যায় বটে শেষে মানুষের অভিসম্পাত আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস কুড়িয়ে যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয় তখন স্ত্রী পুত্রের দুর্দ্দশা এম্নি হয়ে যায়। কথাটা একটু রূঢ় হয়ে গেল, মনে কিছু কর্‌বেন না, পুলিসের অত্যাচারেই জমিদার দেশ ছাড়া, যাক, আপনার মেয়ের বিয়ের জন্যে চার হাজার টাকা দেবো। তার মধ্যে যাতে যা হয় কর্‌বেন…চিত্রার কাছ থেকেই টাকা পাবেন…'

কল্পনা তাঁহাকে বারম্বার কৃতজ্ঞতা জানাইল। উত্তরে কুমার বাহাদুর বলিলেন…'এ আমাদের কর্ত্তব্য, আশীর্ব্বাদ করুন যেন জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন না হয়। বাংলার জমিদারদের কাছে এ সব সামাজিকতা দৈনন্দিন ঘটনার সামিল…'

চিত্রার সহিত কল্পনা সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় বলিল—'হ্যাঁ, একটা মহৎ প্রাণের স্পর্শ পেলাম—' কথা সমাপ্ত করিয়া চিত্রাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

চিত্রা বলিল—'আমার মুখ রক্ষে হয়েছে, ভগবানকে ধন্যবাদ দাও ঃ যেদিন টাকার দরকার হবে এসো, দিয়ে দেবো—'

কল্পনা বলিল—'আচ্ছা—'

চারিটার সময় অফিসের কাজ আরম্ভ হইল।

চেম্বারে আসিয়া কুমার বাহাদুর জমিদারী সংক্রান্ত কাজ দেখিতে দেখিতে চিত্রাকে বলিলেন—'মিস্ অঞ্জলি চৌধুরী আমার পাণ্ডুলিপিখানি নিয়ে গেল—'

চিত্রা বিস্মিত হইয়া ক্ষণ মুহূর্ত্ত স্তব্ধ রহিল। তারপর বলিল—'এমন কাজও করেছেন স্যার—'

'—কেন ?—'

'—এখনকার জগৎকে বিশ্বাস কর্‌বেন না, মানুষের মন খুব ছোট হয়ে গেছে, ফেরৎ না দিলেও পারে—এমন জিনিষ কি হাত ছাড়া করে ?—'

'—তোমার কি মনে হয় পাণ্ডুলিপি ফেরৎ পাবোনা —'

'—কি বলি বলুন তো ? আপনার সঙ্গে ওর সদ্ভাব আছে তো ?—'

'—অসদ্ভাব নেই বটে তবে কথা কাটাকাটি হয়েছে আজ—'

'—কি সম্বন্ধে—'

'—মনস্তত্ত্ব নিয়ে—'

'—না দিলেই ভালো কর্‌তেন, অতটা প্রশ্রয় অঞ্জলিকে কেন দিয়ে আস্‌ছেন বুঝিনে, দেখুন কি হয়—প্রশ্রয় দিয়ে বাড়িয়ে তুল্‌লে তা পূরণ

করা সহজ হয় না—যোগ্যতার স্বাভাবিক দাবীর সীমা আছে, প্রশ্রয়ের দাবীর অন্ত নেই—'

এ সময়ে মহেশ দাস আসিল। একখানি পত্র দিয়া বলিল—'সুলতানপুর মহল আমাদের শাসনের বাইরে গেছে, সেখানে কমিউনিষ্টদের ঘাঁটি হয়েছে। প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে। সেই দলের নেতৃত্ব নিয়েছেন মিস্ সাধনা সেন—যোগেশ বাবুর চিঠি পড়লেও মনে বুঝতে পার্‌বেন—'

'—এখন উপায় ?—সাধনা সেন আমার সঙ্গে শত্রুতা করবার জন্তেই বোধ হয় এই কাণ্ডটা করেছে : প্রজা বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌লে জমিদারী চালানো যাবে কি করে ? গভর্ণমেণ্ট বিশেষ 'ষ্টেপ' নেবে বলে মনে হয় না, সমস্যার কথা—কি বলো চিত্রা !—'

চিত্রা বলিল—'ভাব্‌বেন না স্যার সব ঠিক হয়ে যাবে—'

'—কি করে ?—'

'—পরে গোপনে বল্‌বো—'

মহেশ দাস একথায় নিজেকে অপমানিত বোধ করিল। স্বগতোক্তি করে—'ও ! আমি আছি বলে বলা হবে না, বেশ—জমিদারী রাখতে হবে না, কমিউনিষ্টদের পাল্লায় পড়েছ যাদু—'

কুমার বাহাদুর মহেশ দাসকে বলিলেন—'আর কোন জরুরী খবর আছে ?—'

'—না, স্যার—'একথার পর মহেশ দাস দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, সেরেস্তায় চলিয়া গেল।

ব্যগ্রভাবে কুমার বাহাদুর বলিলেন—'কি মতলব করেছ চিত্রা !'

'—যোগেশ বাবুকে গোপনে চিঠি লিখে দিন, মহলের অন্তর্ভুক্ত যে কয়খানি গ্রাম আছে তার প্রত্যেকটার বাছাই করা মোড়লগুলিকে যেন এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়—তারপর আমি ব্যবস্থা কর্‌বো—ওরা কিছুই কর্‌তে পারবে না—ধরুন, কি রকম মোড়লকে আনাতে হবে বল্‌ছি—

পাঁচথুপির জয়নাল, মহেশগাঁতির করিম সেখ, নন্দী গ্রামের আব্বাসউদ্দিন —এদের মত মোড়ল, যাদের সম্বন্ধে আমাদের ভালোরকম জানা আছে— এরা চোখ ঘুরোলে সবাই ভয় পায়—'

'—এত বড় বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার কর্‌তে পার্‌বে চিত্রা ?—'

'—ভাব্‌বেন না, ঠিক হয়ে যাবে—'

কুমার বাহাদুরের পাংশুবর্ণ মুখে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। অঞ্জলিকে পাণ্ডুলিপি দিয়া একেই চিন্তাভারাক্রান্ত, তাহার উপর আকস্মিক বিপন্নতা। নিজের মনে বলিলেন—'না, সব আশা পণ্ড হয়ে যায় বুঝি—' চিত্রার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন সে নিশ্চিন্ত মনে সেরেস্তার কাজগুলি দেখিয়া যাইতেছে, শেষে ম্যাপের রেখাগুলি লক্ষ্য করিয়া স্কেল লইয়া হিসাব করিল। তারপর মনে কি ভাবিয়া হঠাৎ কলিংবেল টিপিল।

বাহির হইতে শব্দ আসিল—'হুজুর—'

জমাদার আসিয়া সেলাম দিল। চিত্রা বলিল—'আমিন মশায়কো সেলাম দেও—'

সবিস্ময়ে কুমার বাহাদুর বলিলেন—'কি হোলো আবার—'

'—আমিনপুরের ভেতর আমাদের যে সীমারেখা টানা হয়েছে, ওতো ঠিক হয়নি—আল্‌তাফের ভিটে ছাড়িয়েও আমাদের জমি—ম্যাপে ঠিক পাচ্ছিনে, ছোট তরফের ভেতর গিয়ে পড়্‌ছে খানিকটা জমি—'

আমিন মহাশয় আসিলেন। চিত্রা বলিল—'আপনি আমিনপুর গিয়েছিলেন বুঝি আমাদের সর্বনাশ কর্‌তে—'

'—কেন মা ?—'

'—এই দেখুন তো ম্যাপ, কতখানি জমি বেরিয়ে যাচ্ছে ছোট তরফের ভেতর, ঠিক হয়নি—সবাই যদি প্রত্যেক কাজে ভুল করেন আর

আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় তা হলে তো জমিদারী চালানো চল্‌বে না—বয়স হয়েছে আপনার, এসব বিষয়ে আপনি বিজ্ঞ—'

চশমাটা নাকের ডগার কাছে দিয়া আমিন মহাশয় বারম্বার দেখিয়া বলিলেন'—'ঠিকই ধরেছেন, মা ! ওটা ভুলই হয়েছে—'

'—যান্ ঠিক করুন গে—'চিত্রার কার্য্য পরিচালনার দক্ষতা দেখিয়া কুমার বাহাদুর বিশেষ বিস্মিত হইলেন। ওদিকে সেরেস্তায় সোর গোল পড়িয়া গেল। আমিন মহাশয় সহকর্মীদিগকে কটুকাটব্য উক্তি করিতে লাগিলেন। মহেশ দাস শুনিয়া কিছু বলিল না। নিজের মনে বলিল—'হ্যাঁ মেয়ে বটে, চৌকোস—'

—নয়—

সাধনা সেন 'অঞ্জলি' পত্রিকার সহিত সংস্রব ত্যাগ করিবার সময় তাহার সংগৃহীত এবং প্রদত্ত অর্থ ফণ্ড হইতে তুলিয়া লইয়াছিল। সেই অর্থের আনুকূল্যে তাহার এবং তাহার দলের পক্ষে দেশে কমিউনিজম বা সাম্যবাদ প্রচার করিবার সুযোগ ঘটিল। কুমার বাহাদুরকে কেন্দ্র করিয়া দ্বন্দ্ব কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। এজন্যই অসম্মানিত হইয়া সাধনাকে সদলে বাহিরে আসিতে হইয়াছে। আশা ছিল পৃথ্বীশ এবং অঞ্জলি তাহাদের পক্ষে থাকিয়া সাম্যবাদের প্রচার কার্য্য চালাইবে কিন্তু কুমার বাহাদুরের ব্যক্তিত্ব ও প্রলোভন তাহাদিগকে বিরুদ্ধবাদী করিয়াছে।

কিরূপে কুমার বাহাদুরের প্রজাদিগকে উত্তেজিত করা যায় এবং তাঁহার জমিদারীর ভিতর বৈপ্লবিক প্রবাহ আনিয়া তাঁহাকে বিপন্ন করা করা যায় সেই দিকে সাধনা সেন ও তাহার দল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিল।

সুলতানপুর মহল মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত। সেখানে গিয়া কয়েক দিন পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া কৃষক সম্প্রদায়ের সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইবার চেষ্টা করিল। কাস্তে ও হাতুড়ির সম্বন্ধে বলিতে বলিতে সাধনা প্রজাদিগকে বুঝাইতে আরম্ভ করে—'ভাই সব, জমিদারকে খাজনা দেবার আগে বল্‌তে হবে তুমি যে প্রাসাদের ওপর বসে নবাবী কর্‌ছো আর আমরা কুঁড়ে ঘরের মধ্যে আধপেটা খেয়ে থাক্‌বো তা হবে না—আমাদের মাটির ঘরে আস্‌বে না, আমাদের দুঃখু দেখ্‌বে না, বাড়ী বসে হুকুম চালাবে আর আমরা তামিল কর্‌বো এসব আর চল্‌বে না—তুমি মানুষ, আমরাও মানুষ, আমাদের টাকায় তোমার বাবুয়ানী চল্‌ছে, আমরা না দিলে তুমি পথের ভিখারী, আমাদের টাকায় তোমার প্রাসাদ গড়ে উঠেছে ঃ জমিদার তোমাদের কথা যদি না শোনে, দল বেঁধে খাজনা বন্ধ করে চুপ্‌চাপ বসে থাকো—রুষদেশে একদিন প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে দেশটাকে কেড়ে নিয়ে মস্ত বড় হয়ে উঠলো, তারাও ছিল তোমাদের মত কঙ্কালসার কৃষক, তাদেরও না ছিল শিক্ষা, না ছিল বলবুদ্ধি—সবাই একত্র হয়ে এমন শক্তি সম্পন্ন হয়েছে যে আজ তারা পৃথিবার শ্রেষ্ঠশক্তি—সেখানে ছোট বড় সবাই সমান—একসঙ্গে তারা সমানভাবে ভাগ করে খেতে শিখেছে, সেখানে জমিদার নেই, রাজারাজড়া নেই—তোমরা এক হয়ে ঘোষণা করো এদেশের মাটি আমাদের—এখানকার মালিক আমরা, জমিদার নয়—জমিদারের কোন হুকুম মান্‌বো না—রুষিয়ার আদর্শ নিয়ে তোমরা বল্‌তে থাকো সবাই সমান, পরস্পর পরস্পরকে কমরেড বল্‌বে—কাস্তে আর হাতুড়ির চিহ্ন দেওয়া পতাকাই তোমাদের জীবন পতাকা—লালঝাণ্ডা উড়িয়ে তোমরা জেগে ওঠ—'

সাধনা সেনের বক্তৃতা কৃষকদের কাছে ভালো লাগে। তাহাদের দলের লোকেরা কমিউনিষ্টদের কাগজপত্র, ছবি, বই বিনামূল্যে বিতরণ করিতে থাকে। কৃষকদের ঘরে বসিয়া তাহাদের সহিত পান্তাভাতে

পেঁয়াজ ও লঙ্কা সংযোগ করিয়া সাধনা ও তাহার দলেরা আহার করে। উপাদেয় ভোজ্য দিতে গেলেও খায় না। সাধনা বলে—'পান্তা ভাত, নুন, লঙ্কা আর পেঁয়াজ এই আমরা খাবো, মুরগীর মাংসের কোন প্রয়োজন নেই, গোস্ত আমরা চাইনে, নুন ভাতই যথেষ্ট ঃ তোমরা দু'বেলা যা খাও আমরাও তাই খাবো—হিন্দু মুসলমান বলে কিছু নেই, ছোট বড় বলে কিছু নেই, জাত বলে কোন বিচার নেই, আমরা সব ভাই বোন এক —খোদার সন্তান, আমরা মানুষ—এই বড় পরিচয়-'মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলি সকলের চিত্তাকর্ষক হয়।

কৃষকদের দাওয়ায় ছেঁড়া মাদুরে বসিয়া সাধনা সেন তাহাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে টানিয়া আদর করে এবং নানাপ্রকার খেলনা দেয়। কৃষকদের মন প্রফুল্ল হইয়া ওঠে। সাধনার সেক্রেটারী কমরেড বসন্ত লালঝাণ্ডা লইয়া সদলবলে বাহির হয় এবং সাম্যের গান গাহিয়া নানা গ্রামের লোক একত্র করে।

পাঁচথুপি গ্রাম। জয়নালের দাওয়ায় কৃষকদের মধ্যে আলোচনা হয়।......

পতু মোড়ল বলে—'এরা মানুষ নয়, দ্যাবতা—দ্যাবতা—মোদের দুক্কু বুঝেছে, ভদ্দর নোকের ছেলেমেয়েরা তা না হোলে কোলকাতা থেকে মোদের কুঁড়ে ঘরে এসে পেরাণের কথা শোনাচ্ছে—জমিদারবাবুর সনে তো ওদের কোন আকোছ নেই, মোদের সনেও ওদের খাতির খাত্‌রা নেই -'

হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে নছিমুদ্দীন উত্তর দেয়—'ঠিক বলেছ মোড়ল, দ্যাখ্‌ছো ঐ মেয়ে লোকটার রঙের জেলুস, যেন ফেটে পড়ছে—যেন্নি রূপ তেমনি গুণ—বড় নোকের মেয়ে, কত আলমারী বই না পড়েছে—'

জয়নাল এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিল। শেষে বলিল—'জমিদার বাবুর

সঙ্গে ঝগড়া করে বাস কর্‌তে পার্‌বে তোমরা ?—কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করে গাঙে বাস কর্‌তে চাও, সাহস তো কম নয়, হাজার হোক মনিব, প্রভু ! তোমার চিকিচ্ছের পয়সা জুগিয়েছে ঐ জমিদার বাবু—'

নছিমুদ্দীন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—'রেখে দাও মোড়ল, হানিপ চাচার বুকে বাঁশ ডলেছে নায়েব মশাই যোগেশ বাবু—একেবারে ভুলে যাচ্ছ—'

'—খাজনা দেবে না, কি কর্‌বে—দুধ সন্দেশ দেবে ?—'

ক্রমে ক্রমে বাদানুবাদ কলহে পরিণত হয়। পাড়ার কৃষকরা একত্র হইয়া জটলা আরম্ভ করে। শেষে দুইটী দল হইল। এক পক্ষ জমিদারকে সমর্থন করিতে থাকে। তাহার পুরোভাগে দাঁড়ায় জয়নাল, বিপক্ষ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে নছিমুদ্দিন।

জয়নাল চীৎকার করিয়া বলে—'এখেনে জমিদার বাবুর ওপর আখোছ করে কিছু কথা চল্‌বে না—বাবুর অমঙ্গল হোতে দেবো না—'

নছিমুদ্দিন উত্তেজিত হইয়া উত্তর দেয়—'কাছারি বাড়ী আগুন ধরিয়ে দেবো, পাইক বরকন্দাজ সব ব্যাটারে মেরে পাট্‌লাজ কর্‌বো, চালাকি পেয়েছ—আমরা না খেয়ে মর্‌বো, আর কল্‌কাতায় বাবু নবাবী কর্‌বেন, মটোর চড়্‌বেন—কেমন ?—'

সাধনা সেনের নিকট সংবাদ গেল। সেই রাত্রেই হারিকেন লইয়া সে কমরেড বসন্তর সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বুঝাইতে থাকে। বসন্তর প্রখর বুদ্ধি। সে নানা উপমা ও দৃষ্টান্ত দিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করে। বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলে—'পরিশ্রমের গুণ ও স্তর ভেদ অনুসারে আয়ের কিছু তফাৎ থাকতে পারে, তা বলে বিরাট পার্থক্য থাক্‌বে কেন ? তোমরা শিয়াল কুকুরের মত কেন থাক্‌বে ? তোমরা দল বেঁধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও, মানুষ পূজো কর্‌বার দিন চলে গেছে—'এই কথা বলিয়া বসন্ত দাওয়ায় চাটাইয়ের উপর বসিয়া পড়ে। সাধনা উঠিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করে—'ভাই সব, তোমাদের ভালোর জন্যে আমরা বল্‌ছি, আমাদের

কোন স্বার্থ নেই, আমাদের কথা ভালো না লাগে শুনো না, আমরা তো জোর করছিনে—তবে এটাও ঠিক, নিজের লাভের জন্যে মজুর খাটাতে দেবো না, জমি দিয়েছে বলে জমিদার তোমাদের মাথা কিনে নেই নি; তোমাদের উপর অত্যাচার করবে, বেগার খাটিয়ে নেবে আর হুকুম তামিল না হোলে দেউড়ির দরজা বন্ধ করে ঠেঙাবে তা কিছুতেই হতে দেবো না, মজুর কৃষাণ আমাদের ভাই, তাদের দুর্দ্দশা আমরা দূর করব—এর জন্যে মরতেও প্রস্তুত, নিজেদের ছোট মনে করো না, তাহোলে দু'র্ব্বল হয়ে পড়বে—'

একথা শুনিয়া অধিকাংশ ব্যক্তি চীৎকার করিয়া বলিল—'ঠিক বলছ মা ঠাকরুণ, তোমার কথাই আমরা শুনবো, যা বলবে তাই করবো—জমিদারকে খাজনা দেবো না—জমিদারের জুলুম মানবো না—'

বক্তৃতা এবং আলাপ আলোচনার পর সকলে প্রস্থান করিল। সাধনা এবং বসন্ত নিজেদের আটচালায় চলিয়া গেল।

কাছারীতে সংবাদ আসিল প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছে। তাহারা খাজনা বন্ধ করিবে এবং জমিদারের শাসন মানিবে না। নায়েব যোগেশ শিকদার কুমার বাহাদুরকে দীর্ঘ পত্র লিখিল। বরকন্দাজরা বলিল—'নায়েব মশাই, হুকুম দিন, বেটাদের পিঠমোড়া করে নিয়ে আসি।' নায়েব মশাই গম্ভীরভাবে বলিল—'সেদিন চলে গেছে, জানিস কি দেশের হাওয়া বদলে যাচ্ছে? চুপ করে বসে দেখ সব—'তাহারা নীরব রহিল।

সাধনার উদ্দেশ্য প্রায় সাফল্য লাভ করিয়াছে। তাই আনন্দে নিজের মনে বলিল—'এইবার কুমার বাহাদুরকে কায়দার মধ্যে এনেছি—অপমানের প্রতিশোধ, আর কিছু নয়, প্রজারা সব ক্ষেপে উঠছে, জমিদারী জাহান্নমে যাবে—'সাধনার দল সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামে গ্রামে লালঝাণ্ডা উড়িতে থাকে, সাম্যের গান শুনা যায়। কখন গাছ

তলায়, কখন প্রাঙ্গণে, কখন বা প্রান্তরে প্রত্যহই সভা। দলে দলে লোক সভায় আসিয়া দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু অবগত হয়।

কয়েকদিন পরে কুমার বাহাদুরের পত্র আসিল। পত্র পাঠ করিয়া তাঁহারই নির্দ্দেশ মত নায়েব যোগেশ শিকদার বরকন্দাজ পাঠাইয়া জয়নাল, করিম সেখ, আব্বাসউদ্দীন, নছিমুদ্দীন ও উমীর সেখকে ডাকাইয়া আনিল। বলিল—'কুমার বাহাদুর তোমাদের ক'জনকে নেমন্তন্ন করেছেন বরকন্দাজ দিচ্ছি, ওর সঙ্গে দুপুরের গাড়ীতে তোমরা কল্‌কাতায় চলে যাও, দেরী করো না, সব খরচ বরকন্দাজের কাছেই পাবে—'

কুমার বাহাদুরের নিমন্ত্রণ শুনিয়া সকলে আত্মপ্রসাদ লাভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে যাইবার জন্য সম্মত হইল। বহুকালের পরাধীনতার ফলে একটু পদ মর্য্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে মানুষ নিজের অপেক্ষা বহুগুণ উচ্চ ভাবিয়া থাকে। সুতরাং জমিদার ডাকিয়াছে শুনিয়া আত্মস্ফীত হওয়া স্বাভাবিক। নায়েব মহাশয় বলিয়া দিল এ সংবাদ যেন তাহারা বিশেষ ভাবে গোপন রাখে, গ্রামের কেহই না জানিতে পারে। তাহাদের প্রতিশ্রুতি পাইয়া নায়েব আশ্বস্ত হইল। নিজের মনে বলিল—"কমিউনিষ্টদের চালাকি বেশী দিন চল্‌বে না। দেশ এখন ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে: চাষাভূষো আর কুলিমজুরেরাই হবে দেশের ভাগ্যবিধাতা, আশাও কম নয়—রাশিয়ার কলার চাষ বাংলার মাটীতে কচুই ফলাবে, বৃটিশ আমলাতন্ত্রের বাহন হয়ে ধ্বংসের গানই গাইছে ওরা – ওদের উচ্ছেদ চাই।'

সাধনা সেনের দল চলিয়া যাইবার পর 'অঞ্জলি' পত্রিকার ব্যয় ভার বহন কি ভাবে হইবে সে সম্বন্ধে আলোচিত হয়। আলোচনা সভায় অঞ্জলি বলিয়াছিল—'ভাবনা নেই, কুমার বাহাদুরের কাছ থেকে মোটামুটি

টাকা পাওয়া যাবে, পৃথ্বীশ আর আমি ব্যয় বহন করবো, বিজ্ঞাপন কিছু যোগাড় হবেই—'

অদৃষ্টের এমনই নির্ম্মম পরিহাস যে প্রথম সংখ্যা বাহির হইবার পর 'অঞ্জলি' পত্রিকার অবস্থা শোচনীয় হইল। কমিটি ভাঙ্গিয়া গেল। এদিকে পৃথ্বীশকে ত্যাগ করিয়া অঞ্জলি কুমার বাহাদুরের হৃদয় নীড়ে আশ্রয় লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। কোন সম্ভাবনা না দেখিতে পাইয়া সে পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিল। জমিদারী প্রথাসংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কুমার বাহাদুরকে এই পত্রিকা রাখিতেই হইবে। অঞ্জলি ভাবিল পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেই কুমার বাহাদুরের সহিত যোগাযোগের সম্ভাবনা আছে—যোগাযোগ ছিন্ন করাই আশু প্রয়োজন।

পত্রিকার কার্য্যালয়ে সে শোভনার সহিত পৃথ্বীশের সম্প্রীতি লক্ষ্য করে। শোভনা যে পৃথ্বীশকে আকর্ষণ করিয়াছে তাহা বুঝিতে তাহার মত নারীর পক্ষে কিছু মাত্র বিলম্ব হইল না। নিজের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া বলিল—'এ পত্রিকার সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করলাম, হিসেব নিকেশ করে আমার প্রাপ্য টাকাটা দিয়ে দাও—'

এ কথা শুনিয়া পৃথ্বীশ বিস্মিত ও নীরব। সে কিছু ঠিক করিতে পারিল না, কোন সিদ্ধান্তে আসাও সম্ভব হইল না। পৃথ্বীশকে নীরব দেখিয়া উগ্ররূপা অঞ্জলি বলিল—'কথার উত্তর দিচ্ছ না যে ?—

পৃথ্বীশ বলিল—'কি উত্তর দেবো! তোমার কাগজ, কুমার বাহাদুরের সঙ্গে পরামর্শ করে চালাচ্ছো, আমি নাম মাত্র সম্পাদক, হিসেব নিকেশ কি দেবো ? তোমার জিনিষ তুমি বুঝে নিয়ে আমাকে মুক্তি দাও—'

তখন অঞ্জলির মেজাজ উগ্র হইয়া রহিয়াছে। বলিল—'কুমার বাহাদুরের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই—'

পৃথ্বীশ বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া অঞ্জলির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তারপর বলিল—'সে খবর তো আমার জানা নেই—'

শোভনা পার্শ্ববর্ত্তী চেয়ারে বসিয়া একটী ফাইল দেখিতেছিল। সন্ধ্যা হওয়াতে পৃথ্বীশ বিজলী বাতি জ্বালাইল। ক্ষণকাল অঞ্জলি নীরব রহিল। পত্রিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিজের মনে আলোচনা করিল। পৃথ্বীশের পার্শ্বে শোভনাকে দেখিয়া তাহার চিন্তার পরিবর্ত্তন হইল, অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। একই সময়ে চিন্তাধারার দুই প্রকার রূপ। সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রান্ত হইলেও কলহের সৃষ্টি হইল না। অঞ্জলি গম্ভীরভাবে প্রস্থান করিল। অন্তর বিষাইয়া উঠিল।

পৃথ্বীশ শোভনাকে বলিল—'পত্রিকা উঠে যাবে দেখ্‌ছি, অঞ্জলি তো বেঁকে দাঁড়িয়েছে, একমাত্র সম্বল কুমার বাহাদুর—তাঁকে এবিষয়ে জানালে কি রকম হয়?—'

শোভনার আন্তরিক ইচ্ছা নয়, সে কুমার বাহাদুরের সংস্পর্শে আসে। এ কথার কি উত্তর দিবে চিন্তা করিতে লাগিল। শেষে বলিল—'যায় উঠে যাবে, হয়েছে কি তাতে? দু'জনেই একটা কাগজ বের করবো—' একথায় পৃথ্বীশ মৃদু হাসিল। বলিল—'অঞ্জলির মত তুমিও একদিন এসে বল্‌বে সংস্রব রাখ্‌ব না, তখন কি কর্‌বো? নিজে কাগজের জন্যে প্রচুর অর্থব্যয় করে শেষে ডুব্‌তে চাইলেন: নিজের গল্প উপন্যাস নানা কাগজে বেরোয়, ছাপার অক্ষরে নাম দেখ্‌বার মোহ নেই—যাদের লেখা কোথাও ছাপা হয় না তারা দল পাকিয়ে কাগজ বের করে নিজেদের নাম ছাপার অক্ষরে জাহির কর্‌বার জন্যে, তাদের অক্ষমতা আর দুর্ব্বলতাকে ঢাক্‌বার জন্যে ঢাক পিঠে বলে নূতনের রূপ দেওয়া হচ্ছে: অক্ষমতাই নূতনত্ব—বুঝ্‌লে? গদ্য কবিতার জন্ম ইতিহাসেরও গোড়ার কথা এই—গদ্য কবিতা লেখকদের বেশীর ভাগই চরণের মিল দিতে পারে না, তা তো তুমি জানো?—'

শোভনার নিকট কথাগুলি প্রীতিপ্রদ হইল না, বক্রোক্তি বলিয়াই তাহার ধারণা হইল। পৃথ্বীশকে কিছু বলিল না।

অঞ্জলি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিল বাড়ীর সকলে সিনেমায় গিয়াছে।

ভাবিল এই সুযোগে কুমার বাহাদুরকে টেলিফোন করিয়া মনোভাব ব্যক্ত করাই ভালো। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে টেলিফোনে সাড়া পাওয়া গেল।

বলিল—'হ্যালো, কুমার বাহাদুর—'

ক্ষণমুহূর্ত্ত স্তব্ধতার পর উত্তর পাইল। তখন বলিতে থাকে—'আপনার পাণ্ডুলিপি পড়্‌লাম, সুন্দর হয়েছে কিন্তু ফেরৎ দেবার ইচ্ছে নেই—' কয়েক মুহূর্ত্ত থামিল। কুমার বাহাদুরের কথাগুলি শুনিতে লাগিল। বলিল—'ফেরৎ দিতাম যদি আপনাকে পেতাম, সেদিনের কথাবার্ত্তায় এক রকম বুঝিযে দিয়েছেন, সে আশা বৃথা,—'

কুমার বাহাদুর বোধ হয় উত্তর দিতেছিলেন, তাই অঞ্জলিকে মৌনী দেখা গেল।

মাঝে মাঝে তাহার কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইতেছিল—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ!—'

শেষে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—'পাণ্ডুলিপি আর ফিরে পাবেন না, অসন্তোষকে চির বুভুক্ষু করে রাখ্‌লেন কুমার বাহাদুর!—'

একথা বলিয়া রিসিভারটী কানে রাখিল। কিছুক্ষণ কোন সাড়া শব্দ না দিয়া বলিল—'আমি ও চাইনে, অভাব হবে না—'

রিসিভার নামাইয়া নিজের মনে বলিতে থাকে—'পাণ্ডুলিপি নিয়েছি তাহার প্রমাণ কি? আমাকে নজরে ধর্‌বে কেন? ঘরে অমন

সেক্রেটারী—পৃথ্বীশকে হারালাম ওঁর জন্যে, সে আমার নয়—' দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

টেলিফোন ছাড়িয়া দিয়া কুমার বাহাদুর চিত্রাকে ডাকিলেন।

চিত্রা তখন নিজের ঘরে বসিয়া বই পড়িতেছিল। কুমার বাহাদুরের তিন তলার ঘরে উঠিয়া গেল।

কুমার বাহাদুর ম্লান মুখে বলিলেন—'চিত্রা বড় দুঃসংবাদ—'

ব্যগ্র হইয়া চিত্রা বলিল—'কি হয়েছে স্যার—'

'—আর কি হয়েছে—সর্ব্বনাশ—সত্যি আমার সময় খুব খারাপ যাচ্ছে—'

কুমার বাহাদুরের হতাশ ভাব দেখিয়া চিত্রা কাতর হইল। তারপর সে জানিতে পারিল অঞ্জলি টেলিফোনে জানাইয়া দিয়াছে পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দিবে না। চিত্রা সান্ত্বনা দিতে থাকে। তারপর কুমার বাহাদুর বলিলেন

'—সহস্র জ্বালায় জ্বলে মর্‌ছি, ওদিকে একটা ভাবনা রয়েছে, মোড়লদের মোটা টাকা দেওয়া গেল, শেষে না বেঁকে দাঁড়ায়—'

চিত্রা বলিল—'ভাব্‌বেন না স্যার সুলতানপুর মহলে কমিউনিষ্টদের কাজ শুধু পণ্ড নয়, একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে—গোপনে যে মন্ত্র দেওয়া গেছে তাতেই কাজ হবে—'

'—তোমার প্রখর বুদ্ধি, এজন্যেই তোমাকে প্রশংসা করি—আচ্ছা, কি করে পাণ্ডুলিপি হাত করা যাবে?—'

'—এখন কিছু বল্‌তে পার্‌ছিনে স্যার—ওর টেলিফোনের নম্বর জানেন?—'

'—তা জানি—'

'—ব্যস, তা হোলেই হবে—'

কুমার বাহাদুর রহস্য বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন—'কি ভেবে ঠিক কর্‌লে?—'

'—একটা হদিস পাওয়া গেল, এই আর কি—না পাওয়া গেলেও ক্ষতি নেই, আমার সর্টহ্যাণ্ড নোট আছে—'

উৎফুল্ল হইয়া কুমার বাহাদুর বলিলেন—'ঠিক কথা, এটা আমার মাথায় আসে নি, তবে কাজটা দেরী হয়ে যাবে, আবার তোমাকে খাটতে হবে—'

'—কাউন্সিলের আগামী সেসনে তা বলে এ প্রসঙ্গ উঠ্‌ছে না—হিন্দু-মহাসভা, মুসলিম লীগ আর কংগ্রেস তিনটীতে মিলে এমন গোলমাল পাকিয়েছে যে মন্ত্রীগঠন হওয়াই সমস্যার বিষয়, তারপর তো এসব—' কুমার বাহাদুর চিত্রার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন।

দশ

প্রবোধের নিকট অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় অবগত হইলেন যে তাঁহার কন্যা চিত্রা সোনাগড়ের জমিদার কুমার বাহাদুরের বিরাট এষ্টেট পরিচালনা করিতেছে। সে এখন শুধু সেক্রেটারী নয়, তাহারও উর্দ্ধে, চিত্রার অতীত দিনের মুহূর্ত্তগুলিও তাঁহারই ভাবধারায় পুষ্ট। পঠদ্দশা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রেরণা ও শিক্ষা দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ। সে চাকুরি করিবে ইহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। চাকুরির ক্ষেত্রে আসিয়া সে বিশিষ্ট স্থান লাভ করায় পিতৃহৃদয় আনন্দে আপ্লুত। নিজের প্রতিভাবলে আজ তাঁহার কন্যা জমিদারী এষ্টেটের সর্ব্বময় কর্ত্রী। তিনি নিজেও একদা জমিদার ছিলেন। সে সময়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন জমিদারী পরিচালনার গুরুত্ব। তখন অনুতাপ হইতে থাকে। নিজের মনে বলিলেন—'এমন মেয়ের বাপ হয়েও নিজের জমিদারী রাখ্‌তে পারিনি, সে সময়ে চিত্রা যদি এম্নি বড় হোতো—' বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

গোধূলির অস্তরাগের পটভূমিকার উপর দাঁড়াইয়া নদীতটের অপূর্ব্ব

সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে দিক্‌চক্রবালের দিকে দৃষ্টি দিলেন। তারপর বলিলেন—'প্রবোধ, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের কতকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ—কতকালেরই না আত্মীয়তা!'

ভাব বিহ্বল বৃদ্ধ। প্রবোধ উত্তর দিল—'মানুষ যে প্রকৃতিরই দান—'

বৃদ্ধ বলিলেন—'সুন্দর কথা বলেছ প্রবোধ, সুন্দর কথা বলেছ—পৃথিবীর কনিষ্ঠ সন্তান এই মানুষ, এ যে কোনদিন বেঁচে থেকে সমগ্র প্রাণী জগতের ওপর আধিপত্য বিস্তার কর্‌বে, সভ্যতার আলো পেয়ে যুগ হ'তে যুগান্তরে নব নব ভাবে নিজেকে প্রকাশ কর্‌বে, ঈশ্বরের নাগাল পাবে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তাও ভাব্‌তে পারেন নি···—'

'—প্রকৃতির আশ্রয় না পেলে স্যার এই অসহায় জীব ভূপৃষ্ঠায় শুধু কঙ্কাল রেখে যেতো, যেমন রেখে গেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জীবরা—'কথা শেষ না হইতে অধ্যাপক ভাবোচ্ছ্বাসে বলিলেন—'অগ্নিই মানুষকে বাঁচিয়েছে, তাই যুগ যুগ ধরে আমরা এর উপাসনা করে আস্‌ছি—অগ্নি আর সূর্য্য মানুষের 'একৃসিলেরেসন' ঘটাচ্ছে—এ দুটি শক্তির কাছ থেকে আমরা সব পেতে পারি—'

'—ঠিক বলেছেন স্যার—'

'—তবু যে মানুষ কেন পরস্পর মারামারি কাটাকাটি নিয়ে নিজেদের সর্ব্বনাশ করে বুঝ্‌তে পারিনে, ঐ যে তুমি বল্‌ছিলে কুমার বাহাদুরের জমিদারীর ভেতর কমিউনিষ্টদের উপদ্রব, দাঙ্গাহাঙ্গামা—আরে বাপু সাম্য কি ওরকম ভাবে হয়—হয় না—'

সূর্য্য অস্তদিগন্তের কোণে হেলিয়া পড়িল। বৃদ্ধ অধ্যাপক পশ্চিম আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রণাম করিলেন। অনসূয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রবোধকে বলিলেন—'কমিউনিষ্টরা নাকি গোলমাল আরম্ভ করেছে—প্রজারা খাজনা বন্ধ করেছে—'

প্রবোধ হাসিয়া বলিল—'দু'দিনেই মিটে যাবে, আপনার মেয়ের প্রখর বুদ্ধির কাছে অনেককে হার মান্‌তে হয, সে সব ঠিক করেছে—'

ব্যগ্র হইয়া অনসূয়া বলিলেন—'কি রকম শুনি !—'

'—মোড়লদের ডাকিয়ে এনে টাকা দিয়েছে যাতে কোন গাঁয়ে কমিউনিষ্টদের প্রচার ও পসার বৃদ্ধি না হয—'

বৃদ্ধ অধ্যাপক বলিলেন—'টাকার জোরে সব কিছু করা যায়, এটা হচ্ছে বৃটিশ পলিসি—'

অনসূয়া বলিলেন'—শুনেছি সমগ্র দেশের ওপর দিযে কমিউনিষ্টরা ঝড় আন্‌ছে ; ওরা দলে ভারি, ওদের টাকার জোর আছে, আর পেছনে আছে বিরাট শক্তি—'

প্রবোধ মৃদু হাসিল। বলিল—'তা থাক, শুনেছেন তো মদোন্মত্ত সিংহ শশকের বুদ্ধির প্যাঁচে পড়ে শেষে প্রাণ হারালো, আপনার মেয়ের বুদ্ধির কাছে অপরাজেয হওয়া অসম্ভব—একদিন শুন্‌বেন ওদের দলের প্রধান সাধনা সেন গ্রেপ্তার হযেছে—'

চাকর চা বিস্কুট লইয়া আসিল। সকলে চা পান করিতে আরম্ভ করিলেন।

অধ্যাপক চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া বলিলেন—'মোড়লরা বিশ্বাস ঘাতকতা কর্‌তে পারেতো ?—'

প্রবোধ বলিল—'তা কর্‌বেনা, মোড়লরা বৃদ্ধ, সেকেলে লোক—ওরা কমিউনিজম বোঝে না, জমিদারেরই অনুগত, জমিদারকে এখনও ভয় ক'রে চলে। এদের মত লোক ক্রমেই লোপ পাচ্ছে ; এদের অবর্ত্তমানে গ্রামগুলোর অবস্থা খুব খারাপই হবে, প্রজারা জমিদারকে এর পর আমল দেবে না—'অধ্যাপক উদাস দৃষ্টি দিয়া বলিলেন—'প্রজাস্বত্ত আইনের যেরকম পরিবর্ত্তন হচ্ছে, তাতে জমিদার টিঁকে থাক্‌তে পার্‌বে না—গাঁতিদার, পত্তনিদার, জমিদার সবাই মর্‌বে—'

অনসূয়া বলিলেন—'কুমার বাহাদুর তো উঠে পড়ে লেগেছেন—'

প্রবোধ বলিল—'কাজ তো বেশীদূর এগায়নি, তবে বই লেখা শেষ হয়ে গেছে—'

আগ্রহ প্রকাশ করিয়া অধ্যাপক বলিলেন—'বইটা বেরুবে কবে ?—'

'—ঠিক বল্‌তে পারিনে, দেরী হবে বলে মনে হয় না—'

'—'অঞ্জলির' প্রথম সংখ্যায় কুমার বাহাদুরের প্রবন্ধ পড়্‌লাম—খুব সারগর্ভ, তবে কি জানো প্রবোধ, কালের হাওয়া অন্যরূপ বয়ে যাচ্ছে, জমিদারী থাক্‌বে কি ?—'

প্রবোধ বলিল—'তবু চেষ্টা কর্‌তে হবে—এ প্রবন্ধ ঠিক কুমার বাহাদুরের নয়, চিত্রারই লেখা—"

'—বলো কি ?—' বৃদ্ধ অধ্যাপক ও অনসূয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন।

জীবনের শেষাংশের দিকে এই অধ্যাপক দম্পতী আশা বিষাদের অজ্ঞাতপূর্ব্ব মিশ্র অনুভূতি লইয়া দিন যাপন করিতেছেন। বিষাদের দিক্‌টা পশ্চাতে ফেলিয়া আশাই নানা রঙে দেখা দিতেছে। অনসূযার ধারণা একদিন কুমার বাহাদুরের সহিত চিত্রার বিবাহ হইয়া যাইবে। সেদিন তাঁহাদেরও দুঃখ দূর হইবে। বৃদ্ধ অধ্যাপক স্ত্রীর কথা সম্পুর্ণভাবে গ্রহণ করেন নাই, বর্জ্জনও করেন নাই। কুমার বাহাদুরের সহিত চিত্রার বিবাহ হইবার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা সে সম্বন্ধে প্রবোধের নিকট কিছু বলিবার ইচ্ছা অনসূয়ার মনে জাগিয়াছিল কিন্তু অধ্যাপকের সহিত প্রবোধের এমনই প্রসঙ্গ উঠিল যে তাহা বলা হইল না। প্রসঙ্গটী সমাজতন্ত্রবাদ লইয়া।

বৃদ্ধ বলিলেন—'লণ্ডনের ধনতান্ত্রিকতা আর মস্কোর সমাজ তন্ত্রবাদ কোনটাই আমাদের মাটিও,মনের উপযোগী নয়, এমন একটা পথ আমাদের

ধরা উচিত. যেটা দেশের আর দশের প্রকৃত কল্যাণ হোতে পারে,—আমাদের দেশের ইতিহাসের ভেতর এ পথের সন্ধান পাওয়া যাবে—'

প্রবোধ বলিল—'দেশের ইতিহাস নিয়ে কজনই বা গবেষণা করে—পাশ্চাত্য জগতের অন্ধ অনুকরণ কর্‌বার চেষ্টা যদি আমাদের মধ্যে না থাক্‌তো তাহোলে দেশের এরকম দুর্গতি হোতো না—'

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া অধ্যাপক বলিলেন—'খাঁটি কথা বলেছ,—কংগ্রেস সামন্তবাদ আর গণতন্ত্রবাদ নিয়ে ভারতের ভবিষ্যৎ গড়্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে সমাজতন্ত্রবাদের একটু খাদ মিশিয়ে, কিন্তু এটা ঠিক হবে না, মনে হয় এসব ছেঁড়ে দিয়ে কংগ্রেসকে ভিন্ন পথ ধরতে হবে, সভ্যতা-সঙ্কটের সমুখে আমরা দাঁড়িয়েছি—'

প্রবোধ বলিল—'কমিউনিষ্টরা যে পদ্ধতি নিয়ে কাজ কর্‌ছে তা হচ্ছে ধ্বংসাত্মক, দেশের পক্ষে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা হবে বলে আশু সম্ভাবনা নেই: আমার মনে হয় সমাজতন্ত্রবাদ কংগ্রেসকে শেষে নিতে হবে—'

বৃদ্ধ অধ্যাপক বলিলেন—'আরে বাপু যেদিক দিয়ে যাও না কেন ধনীর শরনাপন্ন হতেই হবে, জমিদারকেও হাতে রাখ্‌তে হবে: এদের সঙ্গে অসহযোগ করে পথ হাঁটা যায় না—'

প্রবোধ রিষ্টওয়াচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—'এখন আমাকে বিদায় দিন, এখান থেকে আগড়পাড়া ঘুরে যাবো, এক বন্ধুর স্ত্রীর জন্মতিথির উৎসবে নেমন্তন্ন আছে—'

অধ্যাপক আপত্তি করিলেন না! অনসূয়া বলিলেন—'আবার এসো প্রবোধ—'

'—নিশ্চয়ই—'বলিয়া অধ্যাপক-দম্পতীকে প্রণাম করিয়া প্রবোধ চলিয়া গেল। তারপর অনসূয়াকে বৃদ্ধ অধ্যাপক বুঝাইতে লাগিলেন আর্থিক জগতের অমোঘ পরিবর্ত্তনে চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলতা। শান্তি ফিরিয়া আসিবে না, ধ্বংসোন্মুখ সামাজিক অবস্থা। প্রাকৃত জগতে সঙ্গতি নাই,

শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্ত্তন। মানব-চৈতন্য সম্বন্ধে যে সকল নূতন তত্ত্বের উদ্ভব হইতেছে তাহাদের ভিতর কোন মহত্তর জীবনের অভিব্যক্তিবাদের স্পর্শ পাওয়া যায় না। ক্রমেই অবস্থা জটিলতর হইতেছে —ভারতবর্ষে মুসলিম লীগের মুখোস খসিয়া পড়িয়াছে, তাহারা নিজস্ব ইস্‌লামীয় রাষ্ট্র গঠনে সচেষ্ট—এ লীগের স্রষ্টা ইংরাজ। কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলন পণ্ড করিবার জন্যই ইহার জন্ম। জিন্নাই ইহাদের অধিনায়ক। হিন্দু বিদ্বেষই ইহারা পোষণ করে—ইহারাও ধূমকেতুর মত ভারতের ভাগ্যাকাশে আবির্ভূত, আবার হয়তো আর একটী মহা-যুদ্ধের সম্মুখে আসিতে হইবে। আবেগের সহিত তিনি অনসূয়াকে বুঝাইলেন অতীত ভারতের চিন্তাধারাকে ফিরাইয়া না আনিলে বর্ত্তমান ভারতের কোন কল্যাণ সাধিত হইবে না, এজন্য প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে মহাভারতের আলোচনা আবশ্যক।

অঞ্জলির উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত। কুমার বাহাদুরের হৃদয়ের আনুকূল্য না পাইয়া তাঁহার পাণ্ডুলিপি লইল বটে, আদৌ সুখী হইল না। ইচ্ছা ছিল কুমার বাহাদুরকে করায়ত্ত করিয়া চিত্রার সর্ব্বপ্রকার কর্তৃত্ব খর্ব্ব করিবে এবং এষ্টেটের ভাগ্যাধিষ্ঠাত্রী হইবে, সে আশা পূর্ণ হইল না। পৃথ্বীশের সহিত কিছুদিন তাহার সঙ্গ-মাধুর্য্য সম্ভোগ হইয়াছে। তাহারই অবহেলার জন্য পৃথ্বীশ শোভনার হৃদয় অধিকার করিয়াছে, সুতরাং পৃথ্বীশকেও জন্মের মত হারাইল। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কুমার বাহাদুরকে যে সকল উগ্র বাক্য টেলিফোনে প্রয়োগ করিয়াছে, প্রত্যুত্তরে তিনি বলিয়াছেন— '—আপনার মত মেয়েরাই কুপ্রবৃত্তি নিয়ে সমাজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ করছে, বাঙালীর সোনার সংসার ভেঙে ফেলছে—'অধৈর্য্য হইয়া সে টেলিফোনে জানাইয়া দিল পাণ্ডুলিপি প্রত্যর্পণ করা হইবে না।

কয়েক দিন চলিয়া গিয়াছে। একদিকে আসঙ্গলিপ্সা, অন্যদিকে

অভিজাত পুরুষের অনৈকট্য এবং অশান্তির নিষ্ঠুরতা অন্তরের সুকোমল বৃত্তিগুলিকে ভস্ম করিতে থাকে। গৃহ আর ভালো লাগিতেছে না—গৃহহারা নিঃসঙ্গ ভিক্ষুকের মত সে কি তবে পথে বাহির হইবে! প্রভাতে বারান্দার ধারে বসিয়া অঞ্জলি নিজের মনে আলোচনা করিতেছে—বিবাহ না মুক্ত প্রেম—কোন পথ?

বিকৃত পাশ্চাত্য রীতিনীতির আওতায় প্রতিপালিত অঞ্জলি ডিনার পার্টি, চায়ের আসর, বাইরের হল্লা, নাটকীয় প্রেম এবং সঙ্গতিহীন সভ্যতার আবেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া ক্রমাগত আঘাত পাইতে থাকে। এই সকল মোহ বর্জ্জন করাও তাহার পক্ষে সাধ্য নহে। তবে কি করিবে! তারুণ্যের অপমৃত্যু ঘটাইবে! কিছু ঠিক করিতে পারে না। এমন সময় তাহার পিতা মহিমারঞ্জন বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বলিলেন—'পড়ে দেখলাম পাণ্ডুলিপি; যে সব যুক্তি তর্কের অবতারণা করে জমিদারদের বাঁচাবার চেষ্টা করা হয়েছে সেগুলি উড়িয়ে দেওয়া যায় না,—ন্যায়সঙ্গত—তবে জমিদাররা বাঁচ্বে না, গভর্ণমেণ্ট জমিদারীগুলি কেড়ে নিয়ে খাস মহল কর্বে—আমার মনে হয় কুমার বাহাদুরের পণ্ডশ্রমই হবে, তাঁকে ফেরৎ দিয়ে বলো মিথ্যে প্রচেষ্টা—'

পিতার কথা শুনিয়া অঞ্জলি বলিল—'আজ যদি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পায় আর কংগ্রেসের হাতে সব ক্ষমতা এসে পড়ে—'

'—তা হোলে তো কথাই নেই, জমিদাররা এক পয়সা পাবে না, জমিগুলো প্রজা সাধারণের সম্পূর্ণ ভোগদখলে এসে যাবে—'

'—গভর্ণমেণ্ট টাকা দেবে না?—'

'—টাকা থাক্‌লে হয় তো বিশ বছর পরে পাওয়া যাবে—গভর্ণমেণ্টের তহবিল ফাঁকা, কংগ্রেসের হাতে ভারত এলে জমিদাররা কিছু পেতে পারে এ বিশ্বাস অন্ততঃ আমার নেই—আমাদের বর্ত্তমান পুরুষই বাংলার শেষ জমিদার, পিরামিডের মমির মত আমাদের পরিচয় ইতিহাস বহন করে

চল্‌বে সুদূর ভবিষ্যতের পথে, আমাদের কথা লোকে ভুলে যাবে—বাংলার জমিদাররা যে অত্যাচারী ছিল, বাঘ আর গরুকে এক ঘাটে জল খাইয়ে ছেড়েছে এই কথাই লোকের মনে হবে—যেমন করে মনে হয়েছে শিবাজী দস্যু, যেমন করে মনে হয়েছে মোহম্মদ তোগলক উন্মাদ, আওরংজীব দুরন্ত অত্যাচারী, যেমন করে মনে হয়েছে সিরাজ লম্পট আর অন্ধকূপ হত্যা সত্য—'মহিমারঞ্জন বাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ এক স্থানে অঞ্জলির দৃষ্টি পড়িল : শান্তি-ভঙ্গের অপরাধে সাধনা সেন এবং তাহার কমিউনিষ্ট পার্টি আমিনপুরে গ্রেপ্তার। সংবাদটী পড়িয়া পিতাকে শুনাইল।

মহিমারঞ্জন বাবু বলিলেন—'তুমিও তো মা, এদের দলে ভিড়েছিলে। যাদের উদ্দেশ্য সৃষ্টি নয়, শুধু ধ্বংস, তাদের দুর্ব্বুদ্ধিতা বারে বারে এম্নিভাবে আঘাত এনে দেবে। এরা বিপ্লবী, বিপ্লব যখন দেশকে ছারেখারে দেবে—দুঃখু নেই, সত্যকারের সৃষ্টি যদি কিছু হয় তবেই সার্থক হবে ওদের অভিযান ; ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তিকে নিন্দে করিনে, তা কি হবে!—'

'—কেন হবে না ?—'

'—এর উত্তর দিতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়, লালঝাণ্ডা নিয়ে হৈ-হল্লা করে, মারামারি দাঙ্গার ভেতর দিয়ে সত্যিকারের বিপ্লব আসে না, দলে দলে জেলে গিয়েও দেশকে জাগানো যায় না, ধ্বংসের ভস্মের ওপর সৃষ্টির বীজ বুনে দেওয়া যায় না—ধর্ম্মঘট করে কলকব্জা বিগ্‌ড়ে দেওয়া সহজ কিন্তু কল চল্‌লে শুভ ছাড়া অশুভ হয় না একথা বুঝোতে গেলেও বিপদ—'

'—তবে ?—'

'—পথ আছে, সাহিত্যই দেশকে জাগায়, বিপ্লব আনে, মানুষ ক্ষেপিয়ে তোলে, আর ধ্বংসের প্লাবনের পর যে পলিমাটি পড়ে, তার ওপর সৃষ্টির

সোণার ফসল ফলিয়ে দেয়, তাই 'অঞ্জলি' পত্রিকা যখন বের কর্‌লে আনন্দ পেয়েছিলাম এই ভেবে যে, তোমরা ঠিক পথ ধরেছ—তোমাদের কবিরা নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশাত্মবোধক কবিতা লিথ্‌বে ; দেশকে নবশক্তি দেবে, তোমাদের সাহিত্যিকরা গল্প উপন্যাস আর প্রবন্ধের ভেতর দিয়ে গণচেতনা আন্‌বে, বিপ্লব সৃষ্টি কর্‌বে—বিপ্লব মানে রক্তগঙ্গা এনে দেশের রাজপথগুলো ডুবিয়ে দেওয়া নয়—চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে নব নব সৃষ্টি করাই বিপ্লবের লক্ষ্য : আজ কি দেথ্‌লাম, সাধনা সেন দাঙ্গা করে জেল খাটতে গেল, জমিদারদের বাঁচাবার জন্যে তোমার পত্রিকায় বেরুলো জোলো প্রবন্ধ, না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু—কবিতার প্যান্‌প্যানানি, গল্প উপন্যাসের গতানুগতিক ধারা—'

কথায় বাধা দিয়া অঞ্জলি বলিল—'এজন্যেই পত্রিকার সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেছি—'

'—ত্যাগ করেছ ?—'মহিমারঞ্জন বাবু বিস্মিত হইলেন।

অঞ্জলি বলিল—'এর ভেতর অনেক কথা আছে, ভেবে দেথ্‌লাম কমিউনিজম ভালো হোলেও এদেশের কমিউনিষ্টদের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব, ওরা কেবল তর্ক আর প্রতিবাদ কর্‌বে, যুক্তি মান্‌তে চায় না—' কথায় বাধা দিয়া মহিমারঞ্জন বাবু বলিলেন—'সবাই তো সাধনা সেন নয়, এক একটী কমিউনিষ্টকে দেখেছি স্তম্ভের মত, যুক্তিকে উড়িয়ে দেয় না—দেশের কল্যাণের কাজ করে যাচ্ছে—ওরা সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে নেই, ওরা কাজ করে, বাজে কাজ নয়—যারা সবহারা তাদের মর্য্যাদা বজায় রাথ্‌বার চেষ্টা করে,—কুমার বাহাদুরের জমিদারী প্রোপাগাণ্ডা ঠিক মত হচ্ছে না—এটা ওঁর বিলাস—' মহিমারঞ্জনের কথা শুনিয়া অঞ্জলি অল্পক্ষণ নীরব রহিল। তারপর বলিল—'কুমার বাহাদুর বোধ হয় বিকৃত মস্তিস্ক, যা টাকা দেবার কথা ছিল তাও সব দিলেন না, পাণ্ডুলিপি আটকে রেখেছি—'

'—কেন রেখেছ? তুমিও বিকৃত মস্তিস্ক, লেখাপড়া শিখে বিশ্ব-বিদ্যালয়কে কলঙ্কিত করো না—এখুনি ফেরৎ পাঠিয়ে দিচ্ছি—ছোট খাটো মন নিয়ে কি বড় বড় কাজ করা যায়?—'

'দু'একদিন আমার কাছে থাক্—ভালো করে পড়া হয় নি—'

'—না, না তা হবে না—এখুনি পাঠাতে হবে, এতে আমাদের মুখ হেঁট হয়: প্রতিশোধের পরিবর্ত্তে দায়িত্বের পারশোধই কি উচিত নয়?—'

মহিমারঞ্জন বাবুর কথাগুলি অঞ্জলির চিত্ত আন্দোলিত করিল। ভাবিল উদ্দেশ্য পণ্ড হইতেছে—তাহার মনে হইল শূন্য হৃদয় প্রান্তরে পরিতাপ পুঞ্জীভূত দিনান্তে মাঠের ঘনায়মান বিষ বাষ্পের মত।

মহিমারঞ্জন বাবু 'কলিংবেল' টিপিলেন। জমাদার আসিয়া উপস্থিত হইল।

বলিল—'ম্যানেজার বাবুকো সেলাম দেও—'

অঞ্জলি নির্ব্বাক। বিষণ্ণ মনে সে সংবাদ পত্রের বিভিন্ন স্তম্ভ দেখিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ম্যানেজার বাবু আসিতেই তাঁহার হস্তে পাণ্ডুলিপি খানি দিয়া মহিমারঞ্জন বলিলেন—'কুমার বাহাদুর অতিক্রম মুখুয্যের রাউল্যাণ্ড ষ্ট্রীটের বাড়ীতে কাগজের তাড়াটা এখনই পৌছে দেবার ব্যবস্থা করুন: একটা 'ফরওয়ার্ডিং লেটার' দিয়ে জানিয়ে দিন কুমারী অঞ্জলি চৌধুরী আপনার কাছ থেকে যে পাণ্ডুলিপি এনে ছিলেন তিনি ধন্যবাদের সঙ্গে তা ফেরৎ দিচ্ছেন,—পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠায় ওঁর নাম ও ঠিকানা পাবেন—'অঞ্জলি বক্রদৃষ্টি দিয়া দেখিল পাণ্ডুলিপি ম্যানেজার বাবু লইয়া চলিয়া গেলেন।

বন্দীবাসের জমিদার মহিমারঞ্জন চৌধুরী বিলাত প্রত্যাগত ও উচ্চ শিক্ষিত। পুত্র দেবরঞ্জন অক্সফোর্ডে বিদ্যার্জ্জন করিতেছে। কন্যা অঞ্জলি পোষ্ট গ্রাজুয়েট ও প্রগতিবাদিনী। প্রথমে সে কমিউনিষ্ট হইয়া

দেশের কাজ করিতে আরম্ভ করে। সাধনার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়। কংগ্রেসের মত ও পথকে গ্রহণ করে নাই, বরং বিরুদ্ধেই বক্তৃতা দিয়াছে। সোভিয়েট রুষিয়ার প্রকাশিত বহুগ্রন্থ ক্রয় করিয়া দিনের পর দিন পড়িয়াছে ও আলোচনা করিয়াছে।

বহু কমরেডের সহিত পিকেটিং করিতে গিয়াছে, কুলিমজুর ক্ষেপাইয়াছে এবং দলপুষ্টি সাধনের জন্য নিজেদের ভাবধারা চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়াছে। 'অঞ্জলি' পত্রিকাই তাহার জীবনের আবর্ত্ত জটিলতর করিয়া তুলিল। কুমার বাহাদুরের জন্যই জমিদারের স্বপক্ষে প্রচার চালাইতে গিয়া দল ছাড়া হইল। কুমার বাহাদুরের সহিত মনোমালিন্য হেতু তাহার অবস্থাটা ত্রিশঙ্কুর মত—কোন্ পথ ধরিবে বুঝিতে পারিতেছে না।

জমিদারীর আয় প্রচুর হইলেও মহিমারঞ্জন নিজের ভোগ বিলাসের জন্য অযথা ব্যয় করেন না। স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনী এবং কন্যা অঞ্জলির জন্য ব্যয়ের মাত্রাধিক্য হয়। স্ত্রী মুখরা, কন্যা খামখেয়ালী—তাই মনে শান্তি নাই। বিন্ধ্যবাসিনী আর্টের উপাসিকা, সঙ্গীতনৃত্যকলার পক্ষপাতী। কলিকাতার বিশিষ্ট অভিজাত ক্লাবের সহিত তাঁহার নিগূঢ় যোগাযোগ। এ ক্লাবে ভদ্র অভিজাত পুরুষ ও মহিলাগণের নৈশসম্মিলন হয়। স্ত্রীকন্যার স্বেচ্ছা চারিতা বা অবাধ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তিনি কোন দিন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছেন পাশ্চাত্য সভ্যতার দুরন্ত স্রোত রোধ করা অসম্ভব। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজে প্রগতিশীল আন্দোলনে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই, স্ত্রী ও কন্যার ভূমিকা গ্রহণে তাঁহার আপত্তি দেখা যায় নাই।

পারিবারিক শান্তি রক্ষার জন্য মানুষকে স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। উচ্চ শিক্ষিত মহিমারঞ্জন বাবু এই সত্য উপলব্ধি করিয়া ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহারের পক্ষপাতী। অনবরত পরিবর্ত্তনশীল সমাজের

অগ্রগমন লক্ষ্য করিয়া সুপ্রসন্ন হইতে পারেন না। নিরবচ্ছিন্ন বিক্ষোভ যে আধুনিকতার চরিত্র গত লক্ষণ, তাহা দেখিয়া তিনি স্ত্রী ও কন্যাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রাচীনপন্থী বলিয়া উভয়ে উপেক্ষা এবং উপহাস করিয়াছিল। তিনি কোন কথা বলেন না। স্ত্রী ও কন্যা প্রগতির পথে দ্রুত পদক্ষেপে চলিতেছে।

এক এক সময়ে বিরলে বসিয়া ভাবেন বিবাহ না করিলেই ছিল ভালো!

ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ এবং ধৈর্য্যচ্যুতি কোন ক্রমে আসিলে পারিবারিক জীবন লইয়া বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে, সকলের সমালোচনার পাত্র হওয়াও বিড়ম্বনাময়। পঞ্চাশের কোঠায় পা দিয়া তিনি দার্শনিকের মত জীবন যাপন করিতে সচেষ্ট। অঞ্জলি বিবাহের পক্ষপাতী নয়, বিন্ধ্যবাসিনী অবাধ মেলামেশার পক্ষপাতী। স্বাধীনপ্রেম উভয়ের মন আচ্ছন্ন করিয়াছে। ভারতীয় মতে যাহা কদর্য্য এবং নীতি গর্হিত, পাশ্চাত্যমতে তাহা নয়। সুতরাং ইহাদের পাশ্চাত্য ধর্ম্মী মন নৈশক্লাবে নারীপুরুষের মধ্যে আমোদ প্রমোদে ডুবিয়া থাকিলেও ইহাদের নিকট দোষাবহ হয় না, পরিবারবর্গের নিকট ভয়াবহ হয়। কত কথাই না কাণে আসে, মহিমারঞ্জন বাবু শুনিয়াও শোনেন না। তিনি বুঝিযাছেন অসংযম এবং অবজ্ঞাই আধুনিকতার ধর্ম্ম।

অঞ্জলির মুখে যে দিন শুনিয়াছিলেন কুমার বাহাদুর অবিবাহিত, সেদিন প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন—'এঁরা আমাদের চেয়ে সুখী—পদে পদে আমাদের মত সংসারে চোর হয়ে থাকেন না, কখন স্ত্রী ক্ষেপে উঠ্‌ছেন, কখন মেয়ে অবাধ্য হয়ে উঠ্‌ছে—কাউকে কিছু বল্‌লে, আগুন উড়্‌বার অবস্থা এসে দাঁড়াচ্ছে—চতুর্দ্দিকে চাকর বাকর আমলা কর্ম্মচারী—'

অঞ্জলি একথা বিন্ধ্যবাসিনীকে বলিয়াছিল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া

স্বামীকে জানাইয়া দিয়াছিলেন—'না পোষায় বললেই হয়, আমরা চলে যেতে পারি···' মহিমারঞ্জন প্রত্যুত্তর করেন নাই।

সংস্কারমুক্ত বিচারপরায়ণ হইয়াও ফ্রয়েডের যুক্তিতত্ত্বকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। এজন্যই বলেন স্ত্রী-পুরুষের একত্র অবস্থানেও যৌন প্রেরণা আনে। পরিবারিক সম্পর্ক এবং আত্মীয়তা আত্মসংযম ও চেতনা সংরক্ষণ করে বলিযাই ভক্তি বা শ্রদ্ধার সহিত স্নেহের কুপ্রবৃত্তি-ঘটিত কোন ভাব বিনিময় হয় না, তথাপি পৌরাণিক যুগ হইতে এপর্য্যন্ত এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

নীতির অনুশাসন রহিয়াছে, তা সত্ত্বেও মানুষের স্বাধীন সত্তা কামনার উদ্দীপনায় আত্মভোলা হইয়াছে। আলোচনা প্রসঙ্গে মহিমারঞ্জনকে বলিতে শোনা যায়··'বর্ত্তমানের দ্বন্দ্ব মানুষের ফ্রিউইল আছে কি না এ নিয়ে নয়, মানুষ কেন নিজেকে ফ্রি মনে করে তাই নিযে··'
অসাধারণ সহিষ্ণুতা লইয়া তিনি সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন···একথা যাহারাই তাঁহার সম্বন্ধে কিছু জানে তাহারাই বলে। প্রতিদিন দুইচারি-জন চিন্তাশীল ব্যক্তি, তাঁহার নিকট বৈকালে আসেন। বেশীর ভাগ সময়ে প্রিন্সিপল অফ্ ইন্‌ডিটারমেন্সি লইয়া আলোচনা হয়। অনির্দ্দেশবাদের জন্ম লইয়া যে প্রসঙ্গ উঠে তাহা বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়।

অপর পক্ষে বৈকালিক জলযোগের পর বিন্ধ্যবাসিনী ও অঞ্জলি সুন্দর ভাবে প্রসাধন ও বেশভূষার পরিপাট্য সাধন করিয়া মোটরে উঠিয়া বেড়াইতে যায়।

—এগারো—

'অঞ্জলি' কার্য্যালয়ের সাইনবোর্ড উঠিয়া গেল। পত্রিকা সূতিকাগারেই জীবন হারাইল।

কমিউনিষ্টদের জন্যই পত্রিকার অস্তিত্ব লোপ হইল। এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া জমিদার সমিতির মুখপত্র 'সঞ্জীবনী' সম্পাদকীয় স্তম্ভে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। জমিদারগণের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকিলে দেশের ও দশের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকিবে ইহা তাহাদের বোধগম্য হইল না। প্রকৃত জাতীয়তা-বোধ যাঁহাদের মধ্যে আছে তাঁহারা জমিদারকে সমর্থন করিবেন। 'সঞ্জীবনী'র এই সকল সম্পাদকীয় অভিমত পাঠ করিয়া কুমার বাহাদুর আনন্দিত হইলেন এবং চিত্রাকে পড়িতে দিলেন। চিত্রা প্রশংসা করিল।

বলিল—'সুন্দর হয়েছে স্যার, আপনার চিঠি পেয়ে পৃথ্বীশ বাবু যদি এখানে আস্তেন কাগজকে তাহোলে বাঁচিয়ে রাখা যেতো—'

কুমার বাহাদুর বলিলেন—'ভদ্রতার খাতিরে উত্তরও দিলেন না,—ও রকম একটা কাগজের অফিসে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভ্রমহানি হয়, তাই গেলাম না—'

'—ভুল করেছেন স্যার, আপনাদের স্বার্থরক্ষা হোতো—অসম্ভ্রম হবে কেন?'

'—কি জানি, শেষে কমিউনিষ্টরা এসে কি একটা কাণ্ড ঘটাবে, সম্ভ্রম বজায় রাখতে পারবো না—'

'—ওদের ভয় করেন কেন? কেমন চক্রান্ত করে আপনার জমিদারী থেকে ওদের তাড়িয়েছি, দেখ্লেন তো—সাধনা সেন আর তার দলবল জেলে গেছে, আপনার জমিদারী বিপদ থেকে উদ্ধার হয়েছে—'

'—রাগ আছে তো? সুবিধে পেলে আমাকে ছাড়বে না, কংগ্রেসের অহিংস-নীতিকে ভয় করিনে, ওদের ভয় করি—যত চট্‌কলের মজুর এসে হাজির হবে ডাণ্ডা নিয়ে, তখন উপায়!'

চিত্রা হাসিতে লাগিল এবং বলিল—'এই সব দুর্ব্বলতাই আপনাকে কোন কাজে এগোতে দেয় না, এইজন্যে কর্ম্মচারীরা অতটা বাড়িয়েছিল, এখন একেবারে কেঁচো, দেখছেন তো—'

চেম্বারের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। মহেশ দাস আসিয়া বলিল—'মিস্ চ্যাটার্জ্জির আত্মীয়া চিঠি লিখেছেন তাঁর মেয়ের বিয়ের পাকাপাকি হয়ে গেছে—টাকাটা পাঠিয়ে দেওয়া হবে, না তাঁকে আস্তে লেখা যাবে—'কুমার বাহাদুর ক্ষণকাল মৌন রহিলেন। চিত্রা নিজের মনে বলিতে থাকে—'আত্মীয়-স্বজনের এইটেই হচ্ছে স্বরূপ, আমাকে যখন প্রয়োজন ছিল তখন একাধিকবার আস্‌বার সময় হয়েছিল, এখন আর আমাকে দরকার নেই, কাজ গুছিয়ে নিয়েছেন—চিঠি লিখেও আপ্যায়িত করবার ও প্রয়োজন নেই—এম্নি হয়, কোথায় বিয়ে হবে তাও তো আমাকে জানায় কি রকম পাত্র আমার কি জানা উচিত নয়?—'

কুমার বাহাদুর বলিলেন—'আমার মনে হয় পাঠিয়ে দেওয়াই ভালো—'

'—বেশ, তাই করুন—'

এ কথার পর কুমার বাহাদুর মহেশ দাসকে বলিলেন—'অত টাকা বরং নিজে গিয়ে বিধবার ঠিকানায় দিয়ে আসুন—'

চিত্রা সমর্থন করিয়া বলিল—'চার হাজার টাকা, দু'এক টাকা নয়—'

মহেশ দাস চলিয়া গেল। নিজের মনে বলিতে বলিতে সেরেস্তার দিকে অগ্রসর হইল—'এক কথায় চার হাজার টাকা, আমাদের সময়ে বেরোয় না—মিস্ চ্যাটার্জ্জির বোনের সময়ে বেরোবেই তো! লোকে বল্‌বে না কেন? যতই সাধু সেজে থাকুন তা বলে মিস্ চ্যাটার্জ্জির সঙ্গে থাকার দরুণ যে কলঙ্ক রটেছে তা আর মুছছে না, মিস্ চ্যাটার্জ্জির কোয়াটারও চমৎকার জায়গায়, শুধু একটা সিঁড়ির ব্যবধান—কোন্ বোকা না বোঝে!—'

তারপর সেরেস্তায় আসিয়া খাজাঞ্চির নিকট বলিল—'চার হাজার টাকার চেক্ কেটে দিন—' খাজাঞ্চি মহাশয় একথার কারণ ঠিক করিতে পারিল না। বলিল—'কার নামে চেক?'

'—কমলা ব্যানার্জ্জি—'

'—ইনি আবার কে?—'

'—কুমার বাহাদুরের সম্পর্কে শ্যালিকা, এ আর বুঝছেন না!—'

খাজাঞ্চি মহাশয় হুঁকায় টান দিতে দিতে বলিল—'রহস্য বুঝলাম না—'

মহেশ দাস হাসিয়া বলিল—'এ রহস্য ব্রহ্মা বিষ্ণু বুঝতে পারবেন না, আপনি তো সামান্য ব্যক্তি—'

খাজাঞ্চি মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল—'ও বুঝেছি—'

'—এইবার বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া গেছে কি না—'

উভয়ে হাসিল। খাজাঞ্চি মহাশয় চেক্ কাটিয়া দিয়া খাতায় খরচ লিখিল। মহেশ দাস চেক্ সহি করাইবার জন্য চেম্বারে প্রবেশ করিল। কুমার বাহাদুর ও চিত্রা তখন অফিস সংক্রান্ত কাজে নিমগ্ন। মহেশ দাস ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল। কুমার বাহাদুর মুখ তুলিতেই বলিল—'চেকটা সই করে দিন—'

কোন কথা না বলিয়া কুমার বাহাদুর চেক্ সহি করিয়া কার্য্যে মনঃসংযোগ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে জমাদার আসিয়া বলিল—'হুজুর উপেনবাবু আয়া হ্যায়—'

'—বৈঠকখানায় বসাও, যাচ্ছি—'

উপেন গাঙ্গুলী চিন্তাভারাক্রান্ত—উদ্দেশ্য সফল হইবে কি না তাহা কে জানে! সুদীর্ঘ দিনের আলাপ পরিচয়, এক কপর্দ্দকও কুমার বাহাদুরের নিকট হইতে আদায় করা যায় নাই, সুরা পান করাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। নারী সংক্রান্ত প্রসঙ্গ তুলিয়াও তাঁহার চিত্তের উদ্দীপনা আনা যায় না—বড়লোকের ছেলে এ রকম বে-রসিক বড় একটা দেখা যায় না, অমন সুন্দরী যুবতী সেক্রেটারী!

কুমার বাহাদুর আসিতেই চিন্তার ছন্দ পতন হইল। কুমার বাহাদুর বলিলেন—'হঠাৎ কি মনে করে? বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই—'

এরূপ নীরস আপ্যায়নে উপেন গাঙ্গুলীর অন্তর ক্ষুব্ধ হইল। বলিল—'কেন আসতে নেই—'

'তা বলছিনে, একটা কিছু মনে না করে কি এখানে পায়ের ধূলো পড়েছে…'

'—একটা নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান করছি এম্পায়ারে, আপনাকে যোগ দিতে হবে—'

'—কি ভাবে দিতে হবে?—'

'—যে ভাবে হোক্, অভিনয় করতে পারেন, রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' হবে, প্রযোজনা করবেন মিসেস বিন্ধ্যবাসিনী চৌধুরী—'

'—বন্দীবাসের বিখ্যাত জমিদার মহিমারঞ্জন চৌধুরীর স্ত্রী—'

বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া কুমার বাহাদুর বলিলেন—'ওর মেয়েই কি অঞ্জলি—'

'—ঠিকই ধরেছেন—মেয়েটির সঙ্গে আপনার বেশ ভাব সাব—'

কথায় বাধা দিয়া উগ্রভাবে কুমার বাহাদুর বলিলেন—'তার সঙ্গে ভাব, কে বলে একথা?—'

'—সে নিজেই বলেছে, প্রায়ই মোটর হাঁকিয়ে আসে—'

'—এসেছিল আগে, নিজেদের কাগজের উদ্দেশ্য নিয়ে—'

'—কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল আপনার চেয়ে কেউ ভালো জানে না—তবে কি জানেন ভরা গাঙে ডিঙি ভাসালে একটু দোলে বই কি—'

'—রসিকতা ছেড়ে দিন, লেখাপড়া শিখে যত উঞ্ছবৃত্তি নিয়েছেন আর ভদ্দর ঘরের মেয়েদের নাচাচ্ছেন, মহিমারঞ্জন বাবু নামজাদা জমিদার—এঁর পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি করে তুলবার কি প্রয়োজন ছিল! মেয়ে তো তৈরী হয়েছে—'

'…প্রগতির যুগে নৃত্য কলার চর্চ্চা, আর্টের চর্চ্চা সঙ্গীতচর্চ্চা বড় বড় ঘরের মেয়েরাই করে থাকেন এ তো দোষণীয় নয়, আপনি নিজে একজন

আর্টের কনোসার, কলারসিক, আপনার মুখে একথা শোভা পায় না—এ সব চর্চা তো দেশ থেকে বহুকাল উঠেই গিয়েছিল—'

'—এসব চর্চা ভালো, কে অস্বীকার করবে?—তবে আপনাদের মত কলাবিশারদদের সঙ্গে নয়, কলাচর্চা এদেশে বহুকাল ধরেই আছে, ওকথা বল্‌লে শুনব কেন?—'

'—অনেক বড় বড় লোক এর মধ্যে আছেন—'

'—তা তো থাক্‌বেনই—'

'—আপনি একজন রসজ্ঞ, সুদক্ষ সমালোচক—'

'—হরপ্রসন্ন বাবু আছেন কি—'

'—হ্যাঁ, উনিও আছেন—'

'—আপনার আরতির খবর কি?—সেই হোটেলেই আছে তো?—'

'—না, ঐ হোটেলের এক ছোক্‌রার সঙ্গে কোথায় চলে গেছে—বহুদিন তার কোন খোঁজ খবর নেই—'

'—বড় ঘরের মেয়ে, উচ্চশিক্ষিতা: সমাজের বহু কল্যাণ কর্‌তে পারতো—এর ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছেন আপনি, বলুন তো এরকম কতগুলি মেয়ের দফা খেয়েছেন?—'

'—আমার ওপর কেন দোষারোপ করেন, কেউ নাবালিকা নয়, অশিক্ষিতাও নয়—'

'—এই কল্‌কাতা সহর সহস্র প্রলোভনে ভরা, এসব এড়িয়ে ওঠা আর ঠিক থাকা সমস্যার বিষয় বিশেষতঃ তাদের পক্ষে যারা আপনার মত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছে—'

'—আমাদের কেন দোষ দেন, এদের মন বাইরের দিকে পড়ে রয়েছে, এরা বলে সংসারের গণ্ডীর মধ্যে থেকে দুটো ভাতের জন্যে লাথি ঝাঁটা খেয়ে পড়ে থাকতে রাজি নই—সংসার এদের কাছে বিষের মত—'

'—তবে কি এরা ফুলে ফুলে মধু খেতে চায়?—'

'...অনুমান ভুল করেন নি : জানেন যুগের হাওয়া ভিন্নভাবে বইছে—এরা এক দিক দিয়ে ভালো যে সংসার না পেতে মন বহুমুখী করেছে কিন্তু যারা বেশী বয়স পর্য্যন্ত কুমারী থেকে মাথায় সিঁদুর দিয়ে সংসার পাতে তারা কতদূর এগিয়েছে তার খবর রাখেন কি ?—'

'—সবাই খারাপ নয়—'

'—তা আমি জানি কিন্তু আপনি কি জানেন তাদের বেশীর ভাগই স্বামীদের অনুগত নয় ? স্ত্রীদের চরিত্র সম্বন্ধে স্বামীরা কতটুকু খবব রাখে ! যাদের চরিত্র দূষিত হবার সুযোগ হয়নি তাদের অবচেতন মনে যে চাপা বাসনা বহুর অভিলাষী, সে বাসনাই রুদ্র করে তোলে তাদের আচার ব্যবহার ও প্রকৃতি, তাই স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে, স্বামীকে অপমান করে, কটুকথা বলে, কথায কথায় শাসায় : হয় বাপের বাড়ী যাবো, না হয আত্মহত্যা করবো—আবার তাদের চোখ দিযে জল পড়ে, বলে—দু'টো ভাতের জন্যে লাথি ঝাঁটা খাচ্ছি, পড়ে আছি সংসারে—ঝি চাকরের যে মান আছে তাও নেই—এই সব কথা। আবার অনেকে আছেন স্ত্রীকে এগিয়ে দিয়ে চাকুরির উন্নতি করেন, নানা কার্য্যোদ্ধার করেন এইতো বর্ত্তমানের স্বরূপ—জানেন কি বহুর মধ্যে আত্মদান ও যৌন স্পৃহা পূর্ণ করার দিকে প্রকৃতি প্রবৃত্তি জোগায় ? ফ্রয়েড মনের ভেতরের কথা টেনে বের করেছিলেন বলে সমাজবাদীদের মধ্যে হৈ চৈ পড়েছিল—'

কথায় বাধা দিয়া কুমার বাহাদুর বলিলেন—'আর শুনতে চাইনে, কাণে আঙুল দিতে হয়, সতী-সাবিত্রীর দেশের মেয়েরা অসতী হোতে পারে না -'

'—সতী সাবিত্রী পৌরাণিক উপাখ্যানের বস্তু—বাস্তব জগতের নয—সত্যি আপনি যা বলছেন তা যদি হোতো, বাঙালীর রক্তে বহু জাতির রক্ত মিশ্রিত হোতো না ; শুধু বাঙালী কেন, সমগ্র ভারতের যে কোন জাতির সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদ্‌রা প্রমাণ করে দিতে পারেন তাদের ভেতর

থাটি আর্য্য রক্ত নেই—বলুন, এরকম হোলো কেন সতীর দেশে? যারা নিজেদের সতী বলে গলাবাজি করে আর সাবিত্রী ব্রত নিয়ে স্বামীভক্তি দেখায় তাদের ভেতরও' গলদ দেখেছি—বুঝলেন স্বামীর কাছেই সতীত্ব দেখিয়ে চোখে ধূলো দেওয়া যায়, অপরের কাছে নয়—কথায় কথা বেড়ে যায়—'

'—ওসব কথায় কোন প্রয়োজন নেই—'

'—সংসার পাতলেন না, কি বুঝবেন এর মর্ম্ম: তবে এখন আসি…'
— উপেন্দ্র গাঙ্গুলি চলিয়া গেল। স্ত্রীজাতির উপর এই সব মন্তব্য কুমার বাহাদুরকে ক্ষুব্ধ করিল। একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে থাকেন। মনোজগতের আনন্দকে প্রকাশ করিবার জন্য বিভিন্ন কলার উৎপত্তি—নৃত্যকলা উপেক্ষণীয় নয় কিন্তু সে কলা চর্চ্চা করিতে গিয়া সাম্প্রতিক নরনারী উন্মার্গগামী, অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে ধাবিত, বিকৃত যৌন সম্মিলনে আত্মবিশুদ্ধি লুপ্ত—জীবনবাদের নৈতিক নিষ্ঠা কোথায়! ইহার কি প্রতীকার নাই?

যেদিন অঞ্জলি কুমার বাহাদুরকে টেলিফোনে মনের বেদনার কথা খুলিয়া বলিয়াছিল, সেদিন হইতে তাঁহার অবচেতন মনে এই তরুণী ধীরে ধীরে আত্মপ্রসার লাভ করিতেছিল। পাণ্ডুলিপি ফিরাইয়া পাইবার পর কুমার বাহাদুর বুঝিতে পারিলেন সে অভদ্র নয়। যে ধারণা অঞ্জলির উপর পূর্ব্বে ছিল সে ধারণা পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে।

মাঝে মাঝ চিত্রা অনন্যমনা হইয়া অঞ্জলি এবং কুমার বাহাদুরের গতি প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে থাকে।

চিত্রার অনুসন্ধিৎসা কোন মতে যায় না—এখনও নিজেকে প্রশ্ন করে: বাস্তবিক কি কুমার বাহাদুর চরিত্রবান! নিজের সম্বন্ধেও প্রশ্ন ওঠে—এ ভাবে জীবন কতদিন চলিবে! পূর্ব্বে তো এই সব কথা মনে হয় নাই…

তবে? সে কি ধূপপাত্রের সুগন্ধি ধূপের মত নিজের যৌবনকে পুড়াইয়া নিঃশেষ করিবে!

—বারো—

বহুপূর্ব্বে বিরজা সুন্দরীর সহিত চিত্রার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কুমার বাহাদুরের নিকট পদপ্রার্থী হইয়া যাইবার পূর্ব্বরাত্রে এই পরিবারের মধ্যে সে অবস্থান করিয়াছিল—কত গান, কত গল্প রাত্রির মৌনতাকে মুখর করিয়াছিল—সেই মধুর স্মৃতি ফুটিয়া ওঠে। প্রবোধের বিধবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া চন্দ্রা তাহাকে ভুলিতে পারে না। প্রবোধের ছোট ভাই সুবোধ এবং দুই বোন গীতা ও সীতা তাহাকে যেন ভাবিয়াছিল পরমাত্মীয়া। কিশোর কিশোরীদের প্রাণে সে আনন্দের আলিপনা দিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে অনেক দিন হইয়া গেল, মধ্যে মধ্যে প্রবোধের মুখে বিরজা সুন্দরী শুনিতে পান সে প্রতিভাবলে এষ্টেটের উপর সার্ব্বভৌম অধিকার লাভ করিয়াছে। বিরজা সুন্দরী এবং চন্দ্রা তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র। তবুও চিত্রাকে সে কেয়ারের বাড়ীতে আনে নাই।

শনিবার। প্রবোধ অফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে নেকটাই খুলিতেছিল। চন্দ্রা প্রবেশ করিয়া বলিল—'আজ আর কোন কথা নয়, চিত্রাকে দেখে আস্‌বো, চলো, পারি তো এখানে নিয়ে আস্‌বো, আমাকে নিয়ে চলো—'

প্রবোধও কলার টাই টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল—'আজ থাক্ বউদি, অন্যদিন নিয়ে যাবো—'

চন্দ্রা উত্তেজিত হইয়া বলিল—'দিনের পর দিন একই কথা কি ভালো লাগে ঠাকুরপো, তার জন্যে সত্যি মন ব্যাকুল হয়েছে, মা প্রায়ই বলেন তার কথা—তোমার আপত্তিটা কি? কুমার বাহাদুরের বাড়ী যাওয়ার

অধিকার আমার আছে, শুধু সে তোমার সহপাঠী বলেই নয়, তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ রয়েছে, সে কথা ভুল্‌লে চল্‌বে কেন? কুমার বাহাদুর আমাকে চেনে, ভালোরকমই জানে—'

নম্রকণ্ঠে প্রবোধ উত্তর দিল—'সব বুঝ্‌ছি কিন্তু আমার কাজ রয়েছে—'

'—তোমাদের পুরুষ জাতের এই মামুলি কথা ছাড়্‌তে পারো না? আমাকে তো ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে হবে না—বেশ, তোমার মোটর নিয়ে আমি একাই যাবো: যেখানে যেতে হয় ট্যাক্‌সি, রিক্‌সা, ট্রাম বা পায়ে হেঁটে যাওগে—আজ বউদিকে সান্ত্বনা দিয়ে রাখতে পারবে না ঠাকুরপো—'

'—আচ্ছা এবার একদিন তাকে নিয়ে আস্‌বো—'

'—একথা শুনে শুনে কান পচে গেছে: আজ মোটর আমার 'কাষ্টডি'তে থাক্‌বে—'কথাটী শেষ করিয়া ঝড়ের মত বেগে চন্দ্রা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। প্রবোধ নিজের মনে বলে—'মেয়েদের ফরমাস আর আবদার নিয়ে মলাম, বল্‌লেও শুন্‌বে না—'তারপর ইজি চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

বিরজাসুন্দরী চন্দ্রার মুখে সকল কথা শুনিয়া বলিলেন—'পারো তো তাকে নিয়ে এস···'

চন্দ্রা বলিল—'সে আর বল্‌তে, তবে আস্‌বে কি? বড় গাছে ভেলা বেঁধেছে—'

বৈকালে চন্দ্রা কুমার বাহাদুরের প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করিল। গাড়ীবারান্দায় মোটর আসিয়া থামিতেই তন্দ্রাচ্ছন্ন দরোয়ান টুল হইতে উঠিয়া সেলাম করিল। সোফেয়ার বলিল—'সেক্রেটারিকে খবর দাও—'

চিত্রা তখন চেম্বারে বসিয়া একখানি চিঠি টাইপ করিতেছিল।

কুমার বাহাদুর বসিয়া কতকগুলি কাগজ পত্র সহি করিতেছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে মহেশ দাস দাঁড়াইয়া স্বাক্ষর গুলির উপর ব্লটিংএর প্যাডের চাপ দিতেছিল। দরোয়ান আসিয়া চিত্রার কাছে গিয়া বলিল—'মোটরে একজন মেয়েছেলে বসে আছেন—আপনাকে ডাকছেন—'চিত্রা এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। নিজের মনে বলিল—'আমাকে আবার কে খোঁজ করবে? কল্পনাদি এসেছিল নিজের কাজ গোছাতে, গুছিয়ে নিয়ে চলে গেছে—'

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া দুই একটি টাইপে ঘা দিয়া বলিল—'বলোগে যাচ্ছি…' দরোয়ান প্রস্থান করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে চিত্রা আসিয়া চন্দ্রাকে দেখিতে পাইয়া আনন্দাতিশয্যে বলিল…'আজ আমার সুপ্রভাত…'

চন্দ্রা বলিল…'শুধু তোমার নয়,…আমারও…কুমার বাহাদুর কোথায়?·'

'—চেম্বারে, আসুন—'এই কথা বলিয়া সমাদরের সহিত চিত্রা চন্দ্রাকে চেম্বারে লইয়া গেল। কুমার বাহাদুর চন্দ্রাকে দেখিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না।

বলিলেন—'আজ আমার কি সৌভাগ্য, বউদি স্বয়ং—প্রবোধকে কোথায় রেখে এলেন?'

চন্দ্রা হাসিয়া বলিল—'তবু ভালো, আমাকে চিন্‌তে পেরেছ কুমার বাহাদুর—'

'—দাদা যখন বেঁচেছিলেন প্রবোধ আর আমি আপনাকে কত জ্বালাতনই না করেছি—'

একখানি চেয়ার টানিয়া কুমার বাহাদুর চন্দ্রাকে বসিতে দিলেন। চিত্রা চন্দ্রার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

'—প্রবোধ কই—'কুমার বাহাদুর ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন।

'—সে ভয়ানক ব্যস্ত, এলো না—'

'—ও এখন বড় পদ পেয়ে ডুমুরের ফুল হয়েছে বউদি, যাক্ হঠাৎ পথ ভুলে এদিকে ?—'

চন্দ্রার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। বলিল—'চলো কুমার বাহাদুর, ওপরে চলো—অফিস রুমে—'

কথায় বাধা দিয়া কুমার বাহাদুর বলিলেন—'আমাকে লজ্জা দিলেন—একেবারে খেয়াল নেই—হ্যাঁ, চলুন, ওপরে চলুন—'

'—এসো চিত্রা—'চন্দ্রা চিত্রার স্কন্ধের উপর হাত দিয়া বলিল।

উপরে কুমার বাহাদুরের কক্ষে বসিয়া চন্দ্রা বলিল—'হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম : এমন সব সাজানো ঘর, সুন্দর প্রাসাদ, বিশাল জমিদারী দেখ্‌লে আনন্দ হয় কিন্তু তোমার দিকে চাইলে কুমার বাহাদুর সত্যি দুঃখু হয়, যৌবনে যোগী বেশ মানায় না ভালো—'

'—কি রকম ভাবে মানায় বউদি—'

'—গৃহলক্ষ্মী না এলে কিছুই সুন্দর দেখায় না—যেদিন গৃহলক্ষ্মী এসে দাঁড়াবে সেদিন মানাবে তোমাকে, শ্রী থাকা স্বত্বেও দেখ্‌ছি তুমি শ্রীহীন—'

চিত্রা চুপ করিয়া শুনিতেছিল। কুমার বাহাদুর ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—'প্রগতির আবহাওয়া দেখে সত্যি আর বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় না, সে আদর্শ নারী আজ কোথায়—সীতা সাবিত্রী ! বিয়ের কিছুদিন পরেই আধুনিকারা চণ্ডালিকার রূপ ধরেন, এই তো !—'

এ কথায় চন্দ্রা উত্তেজিতা হইয়া বলিল—'ভুল ধারণা কুমার বাহাদুর, এখনও আদর্শ নারীর অভাব হয় না, প্রগতির বুকের পাথর ঠেলে এখনও নারীর হৃদয় নির্ঝর হতে স্নেহ, প্রেম আর ভক্তি ত্রিধারার মত নেমে এসে সংসার পালন করছে, জগতে ভালো মন্দ দুই আছে, দুয়েরই প্রয়োজন আছে—হ্যাঁ, বলতে পারো ; পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের সোনার সংসার গ্রাস করছে, একথাও ঠিক একেবারে গ্রাস করতে পারবে না। এদেশের

মেয়ে ছেলেরা নিজেদের ভুল বুঝে এই মাটীর সভ্যতাকে মা বলে প্রণাম কর্‌বে—ভারত স্বাধীনতার পথে এগিয়ে চলেছে সর্ব্বত্যাগী মহামানব গান্ধীজীকে পুরোভাগে নিয়ে, পৃথিবীর কোন শক্তি রুখ্‌তে পার্‌বে না। স্বাধীন ভারত পাষাণী অহল্যাকে উদ্ধার কর্‌বে—তার সভ্যতার সম্পদ লুকিয়ে আছে সিন্ধুনদের উপত্যকায়, তার সভ্যতা ঘুমিয়ে আছে সমগ্র উত্তর ভারতের বিরাট ভূখণ্ডের মধ্যে—মস্কোয নয, ওয়াশিংটনে, লণ্ডনে নয়—যুগ যুগ ধরে যে ভারত তপস্তা করে উপলব্ধি করেছে আত্মানম্ বিদ্ধি তার পরিবর্ত্তন-সঙ্কটের দিনেও যত দোষই থাকুক না কেন, একদিনে দূর হবে স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা তলে দাঁড়িয়ে—'

'—ভুলে যাচ্ছেন বউদি! ইংরেজের কূট রাজনৈতিক চাল বড় সাংঘাতিক—মুসলিম লীগ তৈরী করেছে সে, সাম্প্রদাযিক দ্বন্দ্ব কলহ সংঘর্ষের ভেতর ভারতকে বারোমাস রক্তাক্ত করে রাখ্‌তে, যাতে কোন দিন না স্বাধীনতা আসে, এলেও যাতে স্বাধীনতা ভোগ না হয় তার জন্যে চেষ্টা কর্‌তে—'

'—স্বাধীনতা আস্‌বেই, যত চক্রান্তই ইংরেজ করুক না কেন—ওর সাম্রাজ্য ওর শয়তানীর দরুণই ভেঙে পড়্‌ছে, পৃথিবীর কোথাও তার মান ইজ্জৎ নেই, আজ ইংরেজকে পৃথিবী ঘৃণার চক্ষেই দেখে, ভয করে না—ওসব কথা এখন থাক্—তোমাদের মত কাপুরুষগুলোকে দেখলে ঘৃণা হয না, দুঃখ হয়—কেন জানো? বিয়ে কর্‌বে না, সংসারের দায়িত্ব নেবে না, সাংসারিক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন কর্‌বে না, শুধু থাক্‌বে কল্পনা-বিলাস নিয়ে—এই তো? তোমাকে বিয়ে করতে হবে—নারী জাতির সম্মান দিতে শেখো, পশুর মত নারীকে মনে করোনা কুমার বাহাদুর—নারীই হচ্ছে মহাশক্তি—'

চন্দ্রার ব্যক্তিত্বের সম্মুখে কুমার বাহাদুর হীনপ্রভ হইয়া গেলেন। ব্যঙ্গোক্তি করিলেন—'হ্যাঁ, বউদি, পড়াশুনা করেছেন বটে—'

নম্র ভাবে কুমার বাহাদুর বলিলেন…'বিয়ে করছিনে, তার কারণ স্বাস্থ্যের জন্যে, তা ছাড়া জমিদারী চলে গেলে খাবো কি ?…'

'… জমিদারী যদি উঠে যায়, রাজা বাহাদুর যা টাকা রেখে গেছেন তাই ভাঙিয়ে পুরুষানুক্রমে খাবে ;…জমিদারী উঠে যাবে কাগজে কলমে, গভর্ণমেন্টের এত টাকার জোর নেই যে সব জমিদারী কিনে সমগ্র বাংলাটাকে খাসমহলে পরিণত করে। গভর্ণমেন্টের টাকা লুঠ হচ্ছে, তহবিল যতই ফাঁক হচ্ছে দেশের লোকের ওপর ততই ট্যাক্স বেড়ে চলেছে …সর্ব্বত্র চোরের হাট বাজার…ইংরেজ যাবার সময় যত পারছে টাকা লুঠছে আর লুঠ করিয়ে দিচ্ছে…'

'…কংগ্রেসের হাতে ভারতবর্ষ গেলে আরও বিপদ, এক পয়সা পাবোনা…'

'…এত দুর্ব্বল তুমি ! কংগ্রেসের হাতে গেলে তোমার জমিদারী যেতে পারে সত্য'কিন্তু লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত্ত মানুষ দু'মুঠো ভাত পাবে, এর চেয়ে আনন্দ আর কি আছে কুমার বাহাদুর ! ইংরেজের শাসনে থেকে একটু ফেনও যে লোকে খেতে পাচ্ছে না…স্বাস্থ্যের কথা বলছ ? তোমার স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ঢের ভালো, এখন বেশ ভালোই দেখছি…মৃত্যুর কথা ভাবছ ! বহু স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি জীবনী শক্তির প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও অকালে মরে, ওসব কথা ছেড়ে দাও…নিয়তিকে কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না…'

'…বিজ্ঞান চেষ্টা করছে…'

'…এবার হাসালে কুমার বাহাদুর, সেদিন প্রবোধের সঙ্গেও ঠিক এই রকম তর্ক হয়েছিল…তাকে কি বলেছি জানো ? অনন্ত বিশ্বের রহস্যকূলে বিজ্ঞান হামাগুঁড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে;…তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে্লো, চিত্রাকে নিয়ে যেতে চাই, মা দেখবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছেন ; সোমবারে দিয়ে যাবো কেমন ?…'

'...আমার মত নেবার কোন দরকার নেই বউদি, যখন ইচ্ছে এসে ওকে নিয়ে যাবেন...'

চা ও জলখাবার আসিল। চন্দ্রা বলিল...'আজ যে একাদশী, এ পবিত্র দিনে জল স্পর্শ করিনে...'

কুমার বাহাদুর বিস্মিত হইয়া বলিলেন...'পবিত্র দিন! ব্রাহ্মণের মেয়ে নির্জ্জলা একাদশী করে বলছেন পবিত্র দিন? এদিন হিন্দুর অভিশপ্ত দিন, স্মার্ত্ত রঘুর বর্ব্বরতাকে এদিন স্মরণ করিয়ে দেয়...'

'...স্মার্ত্ত রঘুর বর্ব্বরতাকে স্মরণ করিয়ে দেয় কিনা তোমরা আমার চেয়ে ভালো জানো, তবে এ দিনটা স্বামীর পুণ্যস্মৃতিকে কাছে এনে দেয়, সারা দিনরাত্রি তাঁকে যেন নিবিড়ভাবে পাওয়া যায়, অন্ততঃ আমি তো পাই...তাই একাদশী তিথি এলে উৎফুল্ল হয়ে উঠি তাঁকে পাওয়ার মাধুর্য্য নিয়ে...'

চন্দ্রা বেশী কথা বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। অশ্রুভারাতুর মুখখানি দেখিয়া কুমার বাহাদুর এবং চিত্রা ব্যথা বোধ করিল। কিছুক্ষণ সকলেই নীরব। টেবিলের উপর চা ও জলখাবার পড়িয়া রহিল।

কুমার বাহাদুর চিত্রাকে প্রস্তুত হইবার জন্য বলিলেন। সে নিজের ঘরে চলিয়া যাইবার জন্য উঠিল। চন্দ্রা বলিল—'আচ্ছা, আমি ওর ঘর দেখে আসি—'

'—নীচে রইলাম বউদি যাবার সময়ে পায়ের ধূলো দিয়ে যাবেন—' একথার পর কুমার বাহাদুর হাসিলেন।

'—এখনও সেই রসিকতা গেল না তোমাদের?—'

চিত্রা প্রশ্ন করিল—'এ রহস্য বুঝলাম না—'

চন্দ্রা বলিল—'এত বড় জমিদারী চালাচ্ছো, এ রহস্য বুঝছ না? কাউকে

পায়ের ধুলো দিইনে, কুমার বাহাদুর আর প্রবোধ কি আমাকে কম জালিয়েছে, এখনও ছেলে মানুষী আছে—'

সকলেই হাসিল। চন্দ্রার সহিত চিত্রা সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে নিজের মনে বলিল—'এই বিধবাটি যে কেন বিয়ের পক্ষপাতী আজ বুঝতে পেরেছি, সে রাত্রে বুঝিনি—'

কুমার বাহাদুর চেম্বারে বসিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন।

রাম সিং আসিয়া বলিল—'হুজুর, আমার স্ত্রীর খুব অসুখ, দেশে যাবো, কিছু টাকা যদি দেন—'

'—কত টাকা তোমার দরকার?—'

—'হুজুর যা দয়া করে দেন—'

'—খাজাঞ্চি মশায়কো সেলাম দেও—'

রামসিং খাজাঞ্চি মহাশয়কে ডাকিয়া আনিল। কুমার বাহাদুর বলিলেন—'রামসিংএর স্ত্রীর খুব অসুখ, দেশে যাবে—তিনশো টাকা দিয়ে দিন—' তারপর রামসিংকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন…'এতে হবে রামসিং?'

'…হাঁ, হুজুর আপনি মা বাপ…'

সেলাম করিয়া খাজাঞ্চি মহাশয়ের সহিত রামসিং সেরেস্তায় চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে চন্দ্রা ও চিত্রা নামিয়া আসিল। কুমার বাহাদুর চেম্বার হইতে বাহির হইয়া চন্দ্রাকে বলিলেন…'আবার রসিকতা?…'

মোটরের কাছে কুমার বাহাদুর দাঁড়াইয়া রহিলেন। সোফেয়ার মোটর ছাড়িয়া দিল।

তেরো

বিন্ধ্যবাসিনী স্বয়ং আসিয়া বারম্বার অনুরোধ ও নিমন্ত্রণ করাতে কুমার বাহাদুরকে বাধ্য হইয়া এম্পায়ারে নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা দেখিতে যাইতে হইল। মঞ্চগৃহ দর্শক সমাগমে পরিপূর্ণ। রুচিরম্য মঞ্চ সজ্জা ও বেশভূষা এবং তাহার সহিত আলোর খেলা দেখিয়া কুমার বাহাদুর আনন্দিত হইলেন। একাই একখানি 'বক্স' দখল করিয়াছিলেন। উপেন গাঙ্গুলীর সহিত বিন্ধ্যবাসিনী আসিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলেন।

অঞ্জলির উচ্চাঙ্গের নৃত্যছন্দ, অঙ্গভঙ্গী এবং সঙ্গীত কুমার বাহাদুরকে অভিভূত করিল। ভাবিতে পারেন নাই অঞ্জলির ভিতর এরূপ সূক্ষ্মকলা জ্ঞান আছে।

বিরামের সময় বিন্ধ্যবাসিনী আসিয়া কিছুক্ষণ পার্শ্বের সিটে বসিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন, উপেন গাঙ্গুলী আসিল না। কুমার বাহাদুর অঞ্জলির বারম্বার প্রশংসা করিয়া বলিলেন—'প্রতিভা আছে, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেই হবে—'

বিন্ধ্যবাসিনী প্রীত হইলেন। বলিলেন—'ওকে নিয়ে আপনার কাছে একদিন যাবো—'

কুমার বাহাদুর ভদ্রতার খাতিরে আপত্তি কবিতে পারিলেন না। উপেন গাঙ্গুলীর সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে অনিচ্ছুক দেখিয়া তাহাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেই দূরে দূরে থাকিতে হইল। কুমার বাহাদুর নিজে কোন কলাচর্চ্চা না করিলেও রস বোধ আছে, উৎকৃষ্ট সমালোচনাও করিতে পারেন। বহু প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণ আসে। সাধারণতঃ তিনি কোন প্রতিষ্ঠানে যান না বা যাওয়া পছন্দ করেন না। তাঁহার ধারণা সর্ব্বত্রই উৎকৃষ্ট কলা নিদর্শনের অভাব।

কিছুদিন ধরিয়া তিনি অঞ্জলির সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন। কখন তাহাকে নিম্নস্তরে কখন উচ্চস্তরে টানিয়া তাহার চারিদিক বিশ্লেষণ করিতে থাকেন—প্রকৃতই ভালবাসে, তাহা না হইলে টেলিফোনে কেন মনের কথা ব্যক্ত করিবে। তাহার যদি অন্য দোষই থাকিত তাহা হইলে সে নিদর্শন দেখাইবার সুযোগ বহুবার পাইয়াছে; সে শ্রদ্ধা ভিন্ন অন্য কিছু দেখায় নাই। মার্জ্জিত ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে—কামনার ইঙ্গিত ছিল, ভাষায় ফুটিতে পারে নাই। আবার যখন চিন্তাধারা নিম্নমুখী হয় তখন অঞ্জলির সম্বন্ধে ধারণাও নিম্নস্তরে আসিয়া পড়ে, তাই ভাবিতে থাকেন—একনিষ্ঠ প্রেম দেখাইবার শক্তি কিরূপে অর্জ্জন করিবে! যে সময়ে কমিউনিষ্ট দলে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, সেসময়ে পৃথ্বীশকে অনুরাগ ও আসক্তি দেখাইয়াছে, বিভিন্ন মজলিস, পার্টি-ভোজ এবং রঙ্গমঞ্চে গিয়া চিত্তবিনোদন ও ভাবের আদান-প্রদান করিয়া আসিতেছে; তাহাকে যাদুকরী ব্যতীত অন্য কোন আখ্যা দেওয়া যায় না। তাহার নৈতিকতা কি শিথিল হয় নাই পৃথ্বীশ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে কি না তাহাই বা কে জানে! এ যুগ নীতিকে বিদ্রূপ করে।

নানা পরিবর্ত্তনের স্রোতের ভিতর গতি প্রতিহত করা এক প্রকার দুঃসাধ্য—অঞ্জলিকে দোষ দেওয়া যায় না, যুগ সভ্যতা ইহার জন্য দায়ী। শেষে কুমার বাহাদুরের মনে উদয় হয়—প্রকৃতই যদি অঞ্জলি ভালবাসিয়া থাকে তাহা হইলে গুরুতর সমস্যা! হয়তো অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইতে পারে। ঝোঁকের মাথায় জীবন নষ্ট করিতে পারে, ইহার জন্য শুধু উপদেশ নয়, উত্তেজিত করিয়াও গিয়াছে। বিবাহিত জীবনে কি বিড়ম্বনা ভোগ নাই! স্ত্রীর মনস্তুষ্টি করা কি কর্ম্ম ভোগ নয়?

বিন্ধ্যবাসিনীর মুখে অঞ্জলি শুনিল যে তাহার নৃত্যগীত উচ্চাঙ্গেরই হইয়াছে—একথা একাধিক বার কুমার বাহাদুর বলিয়াছেন। তাহার প্রতিভাকে সমাদর করিয়াছেন।

বিন্ধ্যবাসিনী অঞ্জলিকে বলিলেন—'কিছুতেই আস্‌বেন না, ক্রমাগত আপত্তি দেখিয়ে প্রগতি আর সাম্প্রতিক সভ্যতাকে নিন্দা করতে লাগলেন। নীরবে শুনে গেলাম। তারপর দু'চার বার অনুরোধ করতেই রাজী হলেন, এক পয়সা না দিলেও তবু লাভ - কলারসিক, নিরপেক্ষ সমালোচক— এসব রসিক লোকের সমাবেশ না হোলে নিজেদের দর বোঝা যায় না - '

অঞ্জলি গম্ভীর ভাবে বলিল—'সে কথা ঠিক, ওঁর মত রসজ্ঞ সুধীব্যক্তির সমাবেশ প্রেক্ষা গৃহে খুব কমই ছিল—'

'...একদিন ওঁর বাড়ীতে আমরা দুজনে যাবো একথা ওঁকে বলে দিয়েছি...'

'...আমার যাওযার ইচ্ছে নেই মোটে, তুমি বরং যেও, আমার মন ভেঙ্গে গেছে...'

'. ওঁকে হাত করতে পারলে লাভ ছাড়া লোকসান নেই, অমন ভাবে কথা বলোনা অঞ্জলি! বিরাট জমিদারী তোমার হাতে এসে পড়বে...'

'.. ওসব আকাশ কুসুম ভেবে লাভ নেই...'

'.. বেশ, টেলিফোনে দু'একদিন কথা বললে বুঝতে পারবে ওর মনোগত অভিপ্রায...'

কুমার বাহাদুরের প্রশংসা পাইয়া অঞ্জলি আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আচরণ ও ব্যবহারের কথা মনে পড়ে। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিজের মনে বলে...

'কাজ কি ঘনিষ্ঠতায়, না হয় কুমারী জীবন নিয়ে থাকবো.. '

বাড়ী আসিয়া পালঙ্কের উপর শুইয়া সে ভাবিতে থাকে। চিন্তার সূত্র দুশ্ছেদ্য জাল বুনিয়া যায়...বিচার বিবেচনার অভাব ঘটে।

নারীর মন ভাবপ্রবণ। আঘাত পাইলে উৎসাহ হারাইয়া যায়, নৈরাশ্য পুঞ্জীভূত। পাওয়া এবং দেওয়ার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যই নারী

অনুসন্ধান করে। এ সামঞ্জস্য অঞ্জলিও অনুসন্ধান করিয়াছে, পাইয়াও নিজের দোষে হারাইযাছে···ইহার জন্য নিজেকে ধিক্‌ৃত করে। বাগ্‌দত্ত পৃথ্বীশ তাহাকে ভুলিয়াছে। অতীতের বহু কথাই স্মরণ হয়। একদিন সে কুমারী-সুলভ লাজুকতা হারাইয়া তাহাকে বলিয়াছিল···'আমাদের দুটী হৃদয় কখন বিচ্ছিন্ন হবে না···'

সেই চিত্র সম্মুখে উপস্থিত হইল। চন্দ্রহীন রাত্রির অন্ধকারের দিকে মুক্ত জানালার ভিতর দিয়া দৃষ্টি দিল। মায়ের ইচ্ছা কুমার বাহাদুরের সহিত আবার সম্মিলিত হয···সারা জীবন চূড়ান্ত সুখে সুখী হইতে পারিবে কি! উপেক্ষার অপমান অসহ্য নয কি?

বলিতে থাকে···'একদিন যার পথের দিকে আমার হৃদয় পড়েছিল একটি দৃষ্টিপ্রদীপের মত, সেই কুমার বাহাদুরের বাহুতলে আমার দেহকে এলিযে দিতে হবে···'

শিরা উপশিরায় ক্লান্তির অবসাদ অনুভব করিল। কবি বলিয়াছেন ·· নারীর প্রেমে মিলনের গান বাজে, পুরুষের প্রেমে বিচ্ছেদের বেদনা। এই কথাই কি সত্যি! আলোচনা করিতে করিতে শেষে নিদ্রার কোলে আশ্রয লইল।

বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীর পার্শ্বে শুইয়া কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিলেন··· চণ্ডালিকা সম্বন্ধে আলোচিত হইল। মহিমারঞ্জনবাবু আলোচনা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। বিন্ধ্যবাসিনীও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিযা অঞ্জলির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। কুমার বাহাদুরের উপর তাহার অন্তরের টান পূর্ব্বের মত নাই। তাহার খামখেয়ালির অত্যধিক আলোচনা করিতে করিতে শেষে এক গুঁয়েমির জন্য ব্যথা অনুভব করিলেন। তবে কি অঞ্জলি নিজের জীবন দিয়া বালির আবাস রচনা করিতে চায়? সুদৃঢ় ভিত্তির উপর তাহার ভাবী জীবনের সৌধ কি রচিত হইবে না?

অঞ্জলির কামনা ছিল কুমার বাহাদুর আত্মগোপন করিবেন না, চিত্ত আবৃত না রাখিয়া তাহার ভিতর অঞ্জলির ভালোবাসার স্থান করিয়া দিবেন …তাইকি মনে প্রবল আঘাত লাগিয়াছে !

…ভাবিতে ভাবিতে বিন্ধ্যবাসিনী ঘুমাইয়া পড়িলেন ।

—চৌদ্দ—

কুমার বাহাদুরের 'দি আউটকাম অব জমিন্দারী সিষ্টেম ইন্ বেঙ্গল' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। চতুর্দ্দিকে সাময়িক পত্রিকার সমালোচকগণ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ সাধনের স্বপক্ষে যুক্তিই দেখানো হইল। একমাত্র জমিদার সমিতির মুখপত্র 'সঞ্জীবনী'তে গ্রন্থখানি উচ্চ প্রশংসিত হইল। দেশ যে বৈপ্লবিক পরিণতিরদিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা দেখাইয়া কতকগুলি পত্রিকা গণতন্ত্রবাদ এবং সামন্তবাদকে সমর্থন করিলেন, কতকগুলি পত্রিকা আবার সমাজতন্ত্রের পক্ষে অভিমত দিলেন। সমালোচকের সন্ধানী দৃষ্টি গ্রন্থ মধ্যে বহু ছিদ্রই বাহির করিল। সকলেই জমিদারদের প্রতিকূল সমালোচনা করিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলিয়াছেন আমলাতন্ত্র জমিদারদিগকে বিপন্ন করে নাই, জমিদারের নায়েব গোমস্তরা প্রজাদিগকে অত্যাচার করিয়াই বিপন্ন করিয়াছে। সঞ্জীবনী ব্যতীত কোন পত্রিকার প্রশংসা বা জমিদারী প্রথা সংরক্ষণের ঔচিত্যপূর্ণ মতবাদ না পাইয়া কুমার বাহাদুর মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরা অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিবে—ইহাই বারে বারে মনে পড়ে। জমিদাররা দেশের এতই শত্রু ! তবে কি এতদিনের চেষ্টা ব্যর্থ হইল ! বিরলে অশ্রুপাত করিতে করিতে কুমার বাহাদুর এই কথাই বলিতে থাকেন।

প্রাতঃকাল। চেম্বারে বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। কোন

কাজ করিবার স্পৃহা নাই। চিত্রা কতকগুলি চিঠিপত্র দেখিতেছিল।

বলিলেন—চিত্রা! সুদীর্ঘ দিনের সাধনা প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে গেল,- দেশে বড় বড় জমিদাররা আছেন, কারও কোন ক্ষমতা বা ব্যক্তিত্ব নেই দেখ্‌লাম, ভস্মে ঘি ঢালা হোলো—'

চিত্রা সান্ত্বনা দিয়া বলিল—'দুঃখ করবেন না স্যার, কাগজওয়ালারা অনেক বিষয়েই চেঁচায়, সব কথাই কি সরকার মেনে নেয়! লাটসাহেবের দপ্তরে পাঠিয়েছেন বইখানি—ওখানে কর্ত্তারা পড়ে কি রকম মনোভাব পোষণ করেন সেটাও দেখ্‌বার আছে—'

'—কাগজওয়ালারা বিরুদ্ধবাদী হোলে কোন কাজ এগোতে পারে না, এসব কারণে ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সভায় বলেছিলাম প্রচার কার্য্যের জন্যে প্রচুর টাকা চাঁদা তুলে বিলেতে পর্য্যন্ত আন্দোলনের সৃষ্টি করা হোক্—একাজে দু'চার্ লাখ টাকা তুল্‌বার কথা বলেছিলাম—কারও মাথা ব্যথা নেই, যে যার তালে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ'তে কি কাজ হয়?—একা কত পার্‌বো?—তারপর এখন বাংলার মন্ত্রীত্ব যাঁদের হাতে তাঁরা সাম্প্রদায়িক আগুনই জ্বাল্‌ছেন, তাঁরা কোন ভালো কাজ কর্‌বেন এ বিশ্বাস আমার নেই—'

চিত্রা নানাভাবে কুমার বাহাদুরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও তাঁহার ধারণার পরিবর্ত্তন হয় না। তাঁহার মনের স্তরে স্তরে অসংখ্য আশা, আকাঙ্খা ও কল্পনা উঠিতে থাকে, শেষে সেগুলি দিবাস্বপ্নের মত আকার ধারণ করে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কুমার বাহাদুরের কণ্ঠ হইতে বারে বারে ধ্বনিত হয়—'অকৃতজ্ঞ জনসাধারণ, নিশ্চেষ্ট জমিদার, প্রগতিবাদীদের ক্রূর দৃষ্টিভঙ্গী, বিপ্লবীদের পসার ও প্রতিপত্তি, ধনতন্ত্রের বিপত্তি—তাই নয় কি চিত্রা!—'

চিত্রা বলিল—'প্রাচীন সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করে নবীন সমাজ

গড়ে উঠ্‌ছে, এদের ক্ষমতার পূর্ব্বাভাস দেখা দিয়েছে একথা অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই : প্রাচীন নীতির পুনরুত্থান হয়তো একদিন হবে—যদি হয়, তাও বহুকাল পরে—সেদিন আমরা কেউই পৃথিবীতে থাক্‌বোনা—'

মনের দুই অংশ—সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান। কুমার বাহাদুরের কর্ম্মপদ্ধতি সজ্ঞান মনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। যুক্তি তর্কের দ্বারা সজ্ঞান মনের ক্রিয়া পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা অনেকেই করিয়াছিল কিন্তু তাঁহার নির্জ্ঞান মন কোন যুক্তি তর্ক গ্রহণ করে নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইল না, এক এক সময়ে তিনি ভাবিয়াছেন হয়তো তাঁহার শ্রম পণ্ড হইবে। তবু নিজের সম্বন্ধে এতই উচ্চ ধারণা করিয়াছিলেন যে এ সকল আপত্তি অগ্রাহ্য হইয়াছিল। আজ মনের অবস্থা ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে—চিত্রা এই সকল কথাই অন্তরে আলোচনা করে।

কুমার বাহাদুর বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—'চিত্রা, তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ, তোমাকে না পেলে এ জমিদারী চালনা অসম্ভব হোতো, সন্তোষ সেন আমার বহু ক্ষতি করে গেছে, মহেশ দাসের ইচ্ছা থাক্‌লেও পার্‌লোনা—পূর্ব্বে মহল থেকে কিস্তির টাকা সময় মত আস্‌তো না, তুমি এসে তার পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছ। কমিউনিষ্টদের উপদ্রব তোমার বুদ্ধি কৌশলে বন্ধ হয়েছে—কোন দিন আমার কাছে নিজের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে বলোনি—জানি তোমার চাকুরি করার কারণ কি! প্রাচীন জমিদারের ঘরের মেয়ে তুমি—তোমার পিতা বিপন্ন এসব কথা প্রবোধের মুখে শুনেছি, আমার মনের অবস্থা ভালো নয়, যতই বলো না কেন জমিদারী টিঁক্‌বে না, বই প্রকাশের জন্যে অযথা অর্থব্যয় কর্‌লাম—'

কথায় বাধা দিয়া চিত্রা বলিল—'এই বইখানিতে বাংলার জমিদারদের যে ঐতিহ্য রচনা হয়েছে তার একদিন সমাদর হবে—ভবিষ্যৎ আপনাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে—'

'—এখন তো ব্যর্থ হোলো, মনে আঘাত পেলাম—ভাবীকাল কী বল্‌বে তা শুন্‌তে পাবোনা বা শুন্‌তে আস্‌বোনা, যাক্‌—তোমার বাবাকে ঋণমুক্ত কর্‌বার দায়িত্ব আমিই নিয়েছি—তোমাকে বলা হয়নি, সুন্দর বনের মেরিগঞ্জ কাছারির অধীনে পাঁচটী মহল তোমার নামে এসাইন করতে চাই—'

চিত্রা আনন্দিত হইল। বলিল—'স্যার, আর আমি কিছু চাইনে, আমার বাবাকে ঋণমুক্ত করা হোলেই যথেষ্ট—সারা জীবন পড়াশুনা করে জমিদারী হারিয়েছেন—বিদ্যাচর্চ্চার মূল্যই ভগবান আপনার হাত দিয়ে দিচ্ছেন এর চেয়ে সৌভাগ্য আব কি আছে!

'—তা হোলেও তোমার সংস্থান করে দিতে চাই, তুমি আমার কর্ম্মচারী নও, তোমার স্থান বহু ঊর্দ্ধে—তোমাকে যা দেবো বলেছি তার ব্যবস্থা দু'একদিনের মধ্যে কর্‌বো, আর একটা কথা তোমাকে বল্‌বো—অবশ্য সেটা অনুরোধ, রাখ্‌তে হবে—'

চিত্রা বিস্মিতা হইয়া বলিল—'কি কথা স্যার—'

'—সব সময় সব কথা বলা যায না, চিত্রা—পরে বল্‌বো—'চিত্রার চিত্ত উদ্বেগপূর্ণ রহিল।

টেলিফোনে আওয়াজ হইল—ক্রিং ক্রিং ক্রিং

চিত্রাকে কুমার বাহাদুর টেলিফোন ধরিতে বলিলেন।

নারীকণ্ঠের আওয়াজ—'হ্যালো, কুমার বাহাদুর আছেন।'

'—আছেন—'

চিত্রা কুমারবাহাদুরকে রিসিভারটী দিল। কুমার বাহাদুর রিসিভারটা কাণের কাছে ধরিয়া বলিলেন—'হ্যালো—'ক্ষণ মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিতে থাকেন—'কি খবর, মিসেস চৌধুরী—'টেলিফোনে কথা চলিল। শেষে বলিলেন—'আচ্ছা, আগামী রবিবারে দুপুরবেলা আস্‌বেন—'

রিসিভার যথাস্থানে রাখিয়া কুমার বাহাদুর ক্ষণকাল নীরব রহিলেন।

চিত্রার মন বিষাইয়া উঠিল। নিজের নির্দ্দিষ্ট সীমা যেখানে নিজেকে বাধা প্রদান করে, গভীর আবেষ্টনে সেখানে চিত্ত বদ্ধ হইয়া যায়, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। চিত্রার তাহাই হইল।

কে যেন তাহাকে বলিল—'আশা পরম রহস্যময়ী।' কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কুমার বাহাদুর যে কথাগুলি বলিয়াছেন সেগুলি আনন্দের দীপ্তি রেখা ফুটাইয়াছে। পিতাকে সংবাদ জানাইবার জন্ত চিত্রা ব্যগ্র হইল। বিন্ধ্যবাসিনী কি উদ্দেশ্য লইয়া আসিবেন তাহাই তাহার মনের আলোচ্যের বিষয়। অঞ্জলি বা অঞ্জলির মা কুমার বাহাদুরের নিকট আসে ইহা সে পছন্দ করে না।

বিন্ধ্যবাসিনী টেলিফোনে বাক্যালাপ করিয়া বুঝিলেন কুমার বাহাদুরের মর্ম্মস্থানে যেন ব্যথা জমিয়া রহিয়াছে। কথাবার্ত্তার ভিতর কোন উৎসাহ নাই, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ কণ্ঠস্বর। তবু বিন্ধ্যবাসিনীর উৎসাহের উৎকণ্ঠা জাগে। অঞ্জলিকে বলিলেন—'আস্‌ছে রবিবারে তুমি আর আমি কুমার বাহাদুরের বাড়ী যাবো দুপুর বেলায়, 'টেলিফোনে ঠিক হয়ে গেছে—'

অঞ্জলি ম্লানমুখে বলিল—'আর কেন আমাকে টান্‌ছ মা, তুমি যেও—'

বিন্ধ্যবাসিনী প্রবোধ দিতে দিতে বলিলেন—'সে কি হয়? আবার যোগাযোগ ঘটেছে, ছন্ন ছাড়া হয়ে লাভ কি? দোষে গুণে মানুষ, কুমার বাহাদুরের দোষগুলিকে কেউ অস্বীকার করে না, তাঁর আত্মম্ভরিতাকেও কেউ প্রশংসা করে না, তাঁর গুণও তো আছে? তা না হোলে তোমার নৃত্যের প্রশংসা কর্‌তেন না—'

'—ভাব্‌ছি আর কোন বেড়া জালে জড়িয়ে পড়্‌ব না, বরং গ্রামে গ্রামে ঘুর্‌বো, চাষাদের শিখিয়ে বেড়াবো ওরে তোরা মানুষ হ—বৈজ্ঞানিক

কৃষিতত্ত্ব ওদের বুঝিয়ে দেবো, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ওদের শিখিয়ে দেবো, ওদের মেয়েরা শুধু ঢেঁকি নিয়ে ধান ভান্‌বে না, হাতে চরকাও কাট্‌বে—'

'—ক'দিন কর্‌বে, শরীর ভেঙে যাবে—পাড়াগাঁয়ের ম্যালেরিয়া একবার তোমাকে ধর্‌লে সহজে ছাড়্‌বে না—সাধনা সেনের সঙ্গে কিছু দিন ঘুরে ঘুরে 'কমিউনিজম' প্রচার কর্‌তে গিয়ে বহু জায়গায় বিপন্ন হয়েছ, রোগা হয়ে বাড়ী ফিরেছ—ঘরে বসে বহু কাজ যায়, গাঁয়ের মাঠে গিয়ে হৈ চৈ কর্‌বার লোকের অভাব নেই—যা বলি শোনো, আপত্তি করোনা—'

'—কুমার বাহাদুর তোমার দুটো কথা শুনেই আমাকে অনুগ্রহ কর্‌বেন এ রকম দুর্ব্বল আশা কেন মনে পোষণ কর্‌ছ? বিশ্বাস করিনে মা, বিশ্বাস করিনে—এ পৃথিবীকে ভালো করে চিনেছি, পৃথিবীর মানুষ-গুলোকে মনে হয় দুমুখো সাপ—হিংস্র, স্বার্থ-পিশাচ, সুযোগবাদী—পরের ভালো দেখ্‌তে পারে না—'

বিন্ধ্যবাসিনী বুঝিলেন কন্যার উৎসাহ ভঙ্গ হইয়াছে। এতক্ষণ ধরিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর স্নায়ুতন্ত্রীর বিশেষ স্পন্দনের বহিঃপ্রকাশ হইতেছিল, নীরবে স্পন্দনগুলি এসময়ে চলিতে লাগিল। উভয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া চিন্তাক্লিষ্ট।

বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন—'না যেতে চাও, একাই যাবো—কুমার বাহাদুরের মনোভাব বুঝে তারপর অন্য কথা—'

অঞ্জলি বলিল—'সেই ভালো কথা, হঠাৎ তোমার সঙ্গে যাওয়া অশোভন—'

বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন—'এক গুঁয়েমি ভাবটা রেখোনা, সংসার বড় কঠিন জায়গা, হিসেব করে চল্‌তে হয় আর কথা বল্‌তে হয়, নিজের দোষে ভাবী সৌভাগ্যকে এক মুহূর্ত্তে নষ্ট করে দিও না—'

একথার পর বিন্ধ্যবাসিনী চলিয়া গেলেন। ঘরে অঞ্জলি একা— তাহার মনের অবস্থা ভালো নয়।......

গতকল্য পথে বান্ধবী লীলা পৃথ্বীশের সহিত শোভনার বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র দেখাইয়াছে। পৃথ্বীশই লীলা ও তাহার স্বামী পুরন্দরকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। অঞ্জলির ক্ষুব্ধ হৃদয়। সে বুঝিতে পারিল—পথ বাঁধা হইল না, ঢেউ আসিয়া ভাঙ্গিয়া দিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অঞ্জলি নিঃসঙ্গ নিভৃতে বলিয়া ওঠে—'হ্যাঁ, আমারই দোষ, আমি তাকে ছেড়েছিলাম—'

দ্বিপ্রহরে আহারাদি শেষ করিয়া চিত্রা প্রথমে পিতাকে পাণিহাটীতে দীর্ঘপত্র লিখিয়া কুমার বাহাদুরের মনোভাব জানাইয়া দিল। তাঁহার ঋণ পরিশোধ হওয়া এতদিন আশাতীত ছিল। কুমার বাহাদুরের আনুকূল্যে সে আশা পূর্ণ হইবার অবস্থায় আসিযা দাঁড়াইযাছে। পত্রে উল্লেখ করিল পিতা যেন কুমার বাহাদুরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া একখানি চিঠি লিখেন। খামের উপর শিরোনামা লিখিযা তাহা মুড়িয়া ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিল। ঘড়ির কাঁটা একটার ঘরে আসিযা দাঁড়াইয়াছে। পালঙ্কের উপর শুইযা 'রোড টু ক্যালভারি' গ্রন্থখানি হাতে লইল—পড়িবার আগ্রহ কয়দিন ধরিয়া রহিযাছে। ষ্ট্যালিনপুরস্কার পাওয়া বিশ্ববিখ্যাত বই কে না পড়িতে ইচ্ছুক। কিছুতেই মনঃসংযোগ করিতে পারে না—একটাব পর একটা অবস্থা বা ঘটনা চিত্ত আলোড়িত করিতেছে।

আজিকার প্রভাত তাহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। তাহার জীবনের ইতিহাসের বিশেষ স্মরণীয় সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে এই দিন। কুমার বাহাদুরের কাছে বহুদিন কাজ করা গেল। তাঁহার জমিদারী প্রথা সংরক্ষণ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়াতে তিনি গৃহী থাকিবেন, কি গৃহ ছাড়িয়া অজ্ঞাতবাস করিবেন, একথা বলা সুকঠিন। জমিদারী পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার এখনও তাহার হস্তে ন্যস্ত—এরূপ বিশ্বস্ততা করজন

এযুগে দেখাইতে পারিবে! সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জলির কথা স্মরণ হয়। নিজের মনে বলে—'অঞ্জলি যেদিন এ বাড়ীতে এসে আধিপত্য বিস্তার করবে সেদিন চলে যাবো—একটা কিছু ভেতরে চলছে, তা না হোলে ওর মা টেলিফোন করতো না! কুমার বাহাদুর আমাকে একটা কথা বলতে চান, এখনও বল্‌বার সময় হয়নি: এমন কি কথা! অঞ্জলি সংক্রান্ত কিছু নয় তো!—'

একদা কুমার বাহাদুর সম্বন্ধে চিত্রা বিরলে ভাবিয়াছিল। অঞ্জলি সে সময়ে তাঁহার নিকট প্রায়ই আসিত। তাহার নিজের সহিত কুমার বাহাদুরের প্রভু আর ভৃত্য সম্বন্ধ। ভৃত্যের যত বড় আভিজাত্যই থাকুক না কেন, প্রভুর সহিত স্তরভেদ আছে, প্রভুর সমকক্ষ হইবার স্পর্দ্ধা তাহার থাকা উচিত নয়। অঞ্জলির সহিত তো প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ নাই! তাই নিজের মনে তাহাকে বলিতে শোনা গিয়াছিল—'যত বড়ই হইনা কেন, চাকরাণী ছাড়া আর তো কিছু নই। আমি গরীবের মেয়ে, আমার পক্ষে বৃথা চেষ্টা!'

চাকুরী করিলে স্তরভেদ হয়,—মর্য্যাদার প্রশ্ন ওঠে! এজন্য অনেকেই চাকুরীর বিরোধী, উপায় নাই। প্রতিভাসম্পন্ন খ্যাতিমান কেরাণীর যেমন কোন সম্মান ও মর্য্যাদা পাওয়া চাকুরীর ক্ষেত্রে দিবাস্বপ্ন, তেমনই তাহার পক্ষে কুমার বাহাদুরের সহধর্ম্মিণী হইবার আশা আকাঙ্খা করা ও বাতুলতার পর্য্যায়ভুক্ত—এই সকল মতবাদ বা মনস্তাত্বিক জটিলতার সংবেদন সেদিন হইতে তাহার মনকে সংরুদ্ধ করিয়াছে। অঞ্জলির এসব বাধা নাই। বাহিরে কুমার বাহাদুর সংযতেন্দ্রিয় বলিয়া নিজেকে প্রকাশ করেন এবং আভিজাতিক মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সর্ব্বদা লক্ষ্য। তাঁহার অন্তরের বহিঃপ্রকাশ মানবিকতার দিকে জাগ্রত—আর্ত্তপীড়িত বুভুক্ষু দরিদ্র তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় না।—নানা সদ্‌গুণের আধার হইয়াও বহু নারীর সংস্পর্শে আসেন কেন! এদিকে তো বিশেষ সামাজিক নহেন—

হ্যাঁ—কলারসিক বটে! আধুনিকাগণ সঙ্গীত, নৃত্য শিল্পকলার উপাসিকা, একজন্ত তাঁহার নিকট আসিবার সুযোগ পায়। কুমার বাহাদুর তাহাকে কি কথা বলিবেন তাহাই তাহার চিন্তার বিষয়। ভাবিতে ভাবিতে বলে—'যা ভাবা যায়, তা হয় না—যা ভাবছি তা আকাশ কুসুম, যা ভাবছিনে হয় তো তাই হবে—' বিরজাসুন্দরী ও চন্দ্রার কথা স্মরণ হয়। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যাহার নৈকট্য লাভ করিয়া মনের কোণে কোণে রেখা পাত করে নাই তাহাকেই কি জীবনপথের পরিচালক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? তাঁহাদের কথায় আভাস আছে, কিন্তু প্রবোধ সম্মতি নাও দিতে পারে। প্রবোধের চিত্র চক্ষের সম্মুখে যেন ফুটিয়া ওঠে। অবশেষে 'রোড টু ক্যালভারি' বইখানি পড়া হইল না। আর চিন্তা করিতে পারিল না। ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে দুইটা বাজিল।

—পনেরো—

একদিন কুমার বাহাদুর অসুস্থতা বোধ করিতে ছিলেন।

চিত্রাকে বলিলেন—'শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না, মাথাটা ধরেছে উপরে চল্লাম—কাজ কর্ম্ম যা হয় করে চালিয়ে নিও—'

চিত্রা বলিল—'ডাক্তারকে খবর দেবো—'

একথায় কুমার বাহাদুর মৃদু হাসিলেন। তারপর বলিলেন—'একটু মাথা ধরলেই ডাক্তার ডাকতে হবে! এখনও তো অসুখ হয়নি—'

চিত্রা বলিল—'যান শুয়ে থাকুন গে, যে রকম থাকেন জানাবেন, তা বুঝে ডাক্তার ডাকতে হবে—'

রাত্রেই নাড়ী উষ্ণ হইল। কুমার বাহাদুর কিছু খাইলেন না। জ্বর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরদিন রবিবার বৈকালে বিন্ধ্যবাসিনী আসিয়া কুমার বাহাদুরকে শয্যাশায়ী দেখিতে পাইলেন। মন ভাঙ্গিয়া

পড়িল। ডাক্তার আসিয়া একটি ইন্‌জেকশন্ করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু পূর্ব্বে প্রবোধ বিরজা সুন্দরী ও চন্দ্রা আসিয়াছিল। নার্স বসিয়া মাথায় আইস ব্যাগ দিতেছিল। চিত্রা বিন্ধ্যবাসিনীকে আদর আপ্যায়ন করিল। তাঁহার কথায় জবাব দিতে গিয়া ডাক্তারের কথাই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিল—'মস্তিস্ক প্রদাহ ঘটিত জ্বর ; চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে কিছু বলা যায় না—'

বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন—'ঈশ্বর ওঁকে ভালো করুন, মানুষের মত মানুষ—এযুগে ওঁর মত মহৎ প্রাণ সত্যি বিরল—'

চিত্রা কোন কথা বলিল না। নার্সের সহিত কুমার বাহাদুরের সেবা করিতে লাগিল। পাছে ঘরে ভিড় হয় বলিয়া চিত্রা আমলাদিগকে আসিতে বারণ করিয়াছে; কেবল মাত্র ম্যানেজারের প্রবেশাধিকার আছে।

কিছুক্ষণ পরে বিন্ধ্যবাসিনী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দোতলার ঘরে অঞ্জলি আধুনিক নৃত্যকলা শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিতে ছিল—'আর্টের অর্থ অভিব্যক্তি ; শুধু সৌন্দর্যের অভিব্যক্তিই আর্ট নয়। আর্টিষ্টরা যা প্রকাশ করেন তা হচ্ছে অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি। রঙে তুলিতে নৃত্যে ছন্দে শব্দে, গানে কাব্যে শিল্পীরা যা প্রকাশ করতে এগিয়ে আসেন তা হচ্ছে আর্টেরই প্রতিচ্ছবি, সে প্রতিচ্ছবি যেখানে যতটা নিখুঁত, আর্টিষ্টের সাধনাও সেখানে ততটা নিখুঁত—' বিন্ধ্যবাসিনী আসিতেই লেখা বন্ধ হইয়া গেল। বলিলেন—'অঞ্জলি! কুমার বাহাদুরের খুব অসুখ দেখে এলাম, বাঁচে কিনা সন্দেহ—ডাক্তার বলে গেছেন চব্বিশ ঘণ্টা না গেলে কিছু বলা যায় না—'

মায়ের মুখে এইকথা শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিল—'বলো কি! এখুনি যাবো তাঁকে দেখতে—'

বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন—'কাল সকালে যাওয়া যাবে, আমি তো দেখে এলাম—'

অঞ্জলি ব্যগ্রভাবে বলিল—'তুমি তো আমার মনের অবস্থা বুঝ্তে পারছ না—'

মুখখানি হঠাৎ বিবর্ণ হইল। চোখের কোণে অশ্রু ঝরিতে লাগিল, কন্যার এরূপ অবস্থা দেখিয়া বিন্ধ্যবাসিনী বিস্মিত হইলেন। কুমার বাহাদুরের বাড়ীতে যাইতে যাহার ঘোর আপত্তি ছিল, সে হঠাৎ এরূপ হইল কেন, ? অঞ্জলির সুন্দর মুখখানি কেন এত ম্লান হইল ?

হ্যাঁ—ভালোবাসার লক্ষণ নয় কি !

অঞ্জলির ভাবনা হইল। কেবলই মনে প্রশ্ন ওঠে—'তবে কি এ যাত্রা রক্ষা পাবেন না ?'

কোনমতে ধৈর্য্য ধরিয়া বলিল—'এখনই চলো মা, যত অপমানই করে থাকুন না কেন—আজ্‌কের দিনে—'আর বলিতে পারিল না। চোখে যেন বর্ষা নামিল। কন্যার সুমতি দেখিয়া মাতৃহৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল। অঞ্জলি বেশ পরিবর্ত্তন করিল না—প্রসাধনের জন্য ড্রেসিং টেবিলের নিকট যাইল না। যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই বিন্ধ্যবাসিনীর সহিত মোটরে উঠিয়া সোফেয়ারকে বলিল—'জোর সে চালাও—' কিছুক্ষণের মধ্যে উহারা কুমার বাহাদুরের প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তিনতলার ঘরে আসিয়া দেখিল কুমার বাহাদুর পালঙ্কের উপর অচৈতন্য অবস্থায় রহিয়াছেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পালঙ্কের নিকট দাঁড়াইয়া অঞ্জলি তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার পার্শ্বে বিন্ধ্যবাসিনী। তিনি উহাকে বসিতে বলিল। অঞ্জলির চিত্ত বিক্ষিপ্ত,—কি করিবে কিছু ঠিক পায়না। তাহার অন্তরে অত্যন্ত বেদনা অনুভব হয়। তাহার অন্তরতম

মনে কুমার বাহাদুর বহুদিনই বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছেন কিন্তু কোন বহিঃ প্রকাশ নাই।

অঞ্জলি নার্সের হাত হইতে আইস ব্যাগ লইল। নিজেই মাথার কাছে বসিয়া সেবারত। সেবায় নারীর পরিপূর্ণতার লক্ষণ—প্রকাশ পায় —অক্লান্ত সেবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিতে থাকে। নার্স ও চিত্রা স্তম্ভিত হইয়া যায়—পরিপূর্ণতার প্রাণময়ী মূর্ত্তি স্থিতি-প্রতিষ্ঠ হইবার জন্ম বুঝি ব্যগ্র! অঞ্জলি বিন্ধ্যবাসিনীকে বাড়ী যাইতে বলিল। বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন—'তুমি কি এখানে থাকবে?'

'—যে কদিন না সেরে ওঠেন থাকতে হবে বৈকি—'

'—তোমার খাবার পাঠিয়ে দেবো'খন—'

চিত্রা শুনিতে পাইয়া বলিল—'একথা বলে লজ্জা দেবেন না, আমরা কি ওঁর জন্যে ব্যবস্থা করতে পারিনে?—'

একথার পর বিন্ধ্যবাসিনীও লজ্জিত হইলেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অঞ্জলির অক্লান্ত সেবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া চলে। প্রদীপের স্নিগ্ধ জ্যোতির মত তাহার সেবার মাধুর্য্য উপভোগ্য হইল। প্রেম হৃদয়ের উৎস হইতে উৎসারিত। যে অঞ্জলি এতদিন ক্রোধে অভিমানে বিরক্তিতে বেদনায় চিত্ত অবগুণ্ঠিত করিয়াছিল আজ তাহা শ্রী এবং হ্রীর সমন্বয়ে উন্মুখ হইল—এইতো নারীর প্রকৃত সাধনা, নয় কি?

......কুমার বাহাদুরের একটু চৈতন্য হইল। খুব ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন —'একটু জল—'

অঞ্জলি তাঁহার মুখে চামচ দিয়া একটু একটু জল দিতে লাগিল।

কুমার বাহাদুর ক্রমাগত অঞ্জলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শেষে চিনিতে পারিলেন। বলিলেন—'তুমি এসেছ, এমন সময়ে এলে যখন তোমাকে সমাদর করবার শক্তি হারিয়েছি—' অঞ্জলির চোখের কোণে একবিন্দু অশ্রু দেখা দিল। ধীরে ধীরে বলিতে থাকেন—'বাঁচবো কিনা জানিনে;

তাই তোমার কাছে ক্ষমা চাই, যদি রূঢ় কথা বলে থাকি ক্ষমা করো, আমার বাবার হয়তো ডাক এসেছে, মরণ যখন হাতছানি দিয়ে ডাকে, সময় থাকে না কিছু বলে যাবার—তার পূর্ব্বে তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার —'আর বলিতে পারিলেন না। পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলেন। অঞ্জলির চক্ষু দিয়া অবিরল অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল—'আমিও আপনার কাছে অপরাধী, আমাকে ক্ষমা করুন—' অঞ্জলির কাতর কণ্ঠস্বর শুনিয়া কুমার বাহাদুরের হৃদয় উদ্বেলিত হইল। কয়েক ফোঁটা অশ্রু বালিশের উপর পড়িল। এসব লক্ষ্য করিয়া চিত্রা নার্সের কাণে কি যেন কথা বলিল। ক্ষণকাল পরে নার্স বলিল—'অঞ্জলি দেবী, রোগীর কাছে অমন করবেন না, ডাক্তারের বারণ—ওঁকে ঘুমুতে দিন—'

রাত্রি অধিক হইয়া আসিতে থাকে। সময়ে সময়ে কুমার বাহাদুর বিকারের ঝোঁকে কথা বলেন—'আমাকে ক্ষমা করো—' আবার কয়েক মুহূর্ত্ত পরে উত্তেজিতভাবে বলিতে থাকেন—

'—ঐ ব্যাটারা সর্ব্বনাশ করলে, ওরে সাধনার জেল হোলো কি?—'

শেষে ঝুঁকিয়া উঠিবার চেষ্টা করেন। আবার বলেন—'জমিদারদের তাড়িয়ে দিয়ে দেশের ভালো হবে? বইতে কি অন্যায় লিখেছি—'বারম্বার বিকারের ঝোঁক দেখিয়া ডাক্তারকে ফোন করা হইল। অল্প সময়ের মধ্যে ডাক্তার আসিলেন। নাড়ী ও বক্ষ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—'ভয় নেই, আইস ব্যাগ মাথায় ঠিক মত দিয়ে রাখবেন, প্রেসক্রপসন লিখে দিচ্ছি, বড়িটা দু'ঘণ্টা অন্তর দু'বার দেবেন—'

ডাক্তার চলিয়া গেল। নার্স ডাক্তারের উপদেশ মত কাজ করিতে লাগিল। চিত্রা পায়ের কাছে এবং অঞ্জলি মাথার কাছে বসিয়া সেবা করিতেছিল। ক্রমেই জ্বরের প্রাবল্য হ্রাস পাইল—উত্তাপ পূর্ব্বের মত নাই। দেহ হইতে অল্প অল্প ঘর্ম্মনিঃসরণ আরম্ভ হইল।

নার্স বলিল—'শুভ লক্ষণ—'

পূর্ব্বের ন্যায় অঞ্জলির উপর চিত্রার ক্রোধ নাই। নানা কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া পরস্পরের সৌহার্দ্দ্য ঘনীভূত হয়। রাত্রি দুইটার পর কুমার বাহাদুরের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। দুই চারিটী কথা বলিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন।

সকালে ডাক্তার আসিয়া বলিলেন—'অনেকটা ভয় কেটে গেছে, যে কোন মুহূর্ত্তে 'মেনিন জাইটিস' হবার আশঙ্কা ছিল—'

কুমার বাহাদুর খুব দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেছিলেন। বলিলেন—'এযাত্রা সেরে উঠ্‌বো! না একেবারে সরে যাবো—'

'—ভালো হয়ে যাবেন স্যার—'

ডাক্তার একটি ইন্‌জেকসন দিয়া তাঁহার প্রাপ্য ফি পকেটে পুরিলেন। কিছুক্ষণ পরে চিত্রা বলিল—'মাকে কাশীতে টেলিগ্রাফ করে দেবো?—' কুমার বাহাদুর আপত্তি করিলেন। বলিলেন—'মাকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই—'তারপর অঞ্জলির কোলের কাছে হাতখানি রাখিয়া তাহাকে চিত্রার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। নার্স হর্লিকস লইয়া পালঙ্কের নিকট দাঁড়াইল। চিত্রা সেরেস্তার কাজ করিবার জন্য নীচে নামিয়া গেল। চাকর অঞ্জলি এবং নার্সের জন্য ট্রেতে সাজাইয়া চা, মাখন ও বিস্কুট আনিল।

কুমার বাহাদুরের প্রতি অঞ্জলির প্রগাঢ় ভালবাসার পরিচয় পাইয়া চিত্রা চেম্বারে বসিয়া ভাবিতে থাকে—'এই মানুষই একদিন এসংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হবে: নিজেই গড়্‌লাম এ সংসার—' পর্দ্দা ঢাকা জানালার দিকে উদাস দৃষ্টি দিল। তারপর বলিল:

'—ছিন্ন ফুল, একি মিছে ভাণ?
কথা ছিল শুধাবার: সময় হল যে অবসান—'

এ সময়ে মহেশ দাস কাগজ পত্র লইয়া তাহার স্বাক্ষরের জন্য প্রবেশ করিল।

চিত্রা বলিল—'জমিদার আজ শয্যাগত বলে আপনারা যা বুঝবেন তাই করবেন ?—'

মহেশদাস ব্যগ্রভাবে বলিল—'কেন ? কেন ?—একথা বল্‌ছেন ?—'

চিত্রা অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল—'রমেশ বাবু কিস্তির টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেরেস্তায় জমা হোলো না কেন ?'

'…জমা ঠিকই হবে,…জানেন তো, যেমন খাজাঞ্চি, তেমন একাউণ্ট্যাণ্ট…'

'…সঙ্গে সঙ্গে জমা করতে হবে, কয়েকবার টাকার গোলমাল হয়েছে লক্ষ্য করেছি…বার বার এরকম চল্‌বেনা…এসব আপনার লক্ষ্য করা দরকার…'

'…আচ্ছা তাই হবে, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি : মিস্ চ্যাটার্জ্জি, আপনি রাগ করলে যত ভয় হয় ততটা কুমার বাহাদুর রাগ্‌লে হয় না…'

'—আমার কাছে ফাঁকি চল্‌বে না, তোষামোদে ভুলিনে : সুদীর্ঘ বৎসর ধরে জমিদার মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্‌ছেন—আমি আসার পর থেকে সুবিধে হচ্ছেনা, যেদিন এখান থেকে চলে যাবো সেদিন আপনাদের দয়ায় জমিদারী লাটে উঠ্‌বে—'

'—কেন যাবেন, এতো আপনারই—' কথায় বাধা দিয়া চিত্রা বিরক্তির সহিত বলিল—'ম্যানেজার বাবু ভেবে চিন্তে কথা বল্‌বেন,—যান—'

কাগজ পত্র সহি করাইয়া মহেশদাস চিত্রাকে মনে মনে গালি দিতে দিতে চেম্বার হইতে বাহির হইয়া গেল।

বৈকাল পাঁচটা। নবদম্পতী পৃথ্বীশ ও শোভনাকে লইয়া ছোট

তরফের ম্যানেজার কুলপ্রথানুসারে প্রণাম করাইবার জন্ত মোটরে আসিল। দরোয়ান তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া তিনতলায় লইয়া গেল। ম্যানেজার নীচের বৈঠকখানায় বসিল। শুনিল কুমার বাহাদুর বিশেষ-ভাবে পীড়িত।

কক্ষে প্রবেশ করিয়া নব দম্পতী অঞ্জলি এবং বিন্ধ্যবাসিনীকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। পৃথ্বীশ ইতিপূর্ব্বে অঞ্জলির মাতাকে দুই একবার রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করিতে দেখিয়াছে—চিনিতে পারিল! কিছু বলিল না। শোভনা বোধ হয় বিন্ধ্যবাসিনীকে চিনিতে পারে নাই।

অঞ্জলি কুমার বাহাদুরের মাথায় আইস ব্যাগ দিতেছিল। নব-দম্পতীর আবির্ভাবে কুমার বাহাদুর উঠিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। নার্স নিষেধ করিল। কুমার বাহাদুর ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন '—ওরা এসেছে, সে কি হয়?—' শোভনা ও পৃথ্বীশ প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল।

কুমার বাহাদুর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রহিলেন। বলিলেন—'আশীর্ব্বাদ করি তোমরা দীর্ঘজীবি হয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে সোণার সংসার করো—'

শোভনা বলিল—'তোমার কি হয়েছে দাদা?—'

'—কি যে হয়েছে এখনও ডাক্তার ঠিক ধর্‌তে পার্‌ছেন না—জর নেই বল্‌লেই চলে, মাথার যন্ত্রণা খুব, রক্ত পরীক্ষা করে কিছু পাওয়া যায় নি, প্রস্রাব পরীক্ষার জন্যে পাঠানো হয়েছে—'

'—তাইতো, তোমার আর কোন কষ্ট হচ্ছে না তো—'

'—আর কিছু নয়, মাথার যন্ত্রণাটা গেলে একটু সোয়াস্তি পাই—এই না পৃথ্বীশ!—'

পৃথ্বীশকে কাছে বসাইয়া বলিলেন—'তোমার লেখা পড়েছি: সম্পাদনা কর্‌বার শক্তি দেখ্‌লাম, নতুন লেখককে তোলাই সম্পাদকের বাহাদুরী—যাঁরা যশস্বী তাঁদের লেখার সম্পাদনা তো শক্ত নয়, কিন্তু যারা অজ্ঞাত আর অখ্যাত, তাদের প্রতিভার পরিচয় পেলে পাঠক সমাজের

কাছে তাদের উপস্থিত করাই সম্পাদকের আসল কাজ, তুমি তা করেছ— শোভনার মত মেয়ের কাঁচা লেখা সম্পাদনা করে বের করেছ—'

আর বলিতে পারিলেন না। কাসি আসিল। অঞ্জলি ধীরে ধীরে তাঁহাকে শোয়াইয়া দিল। পৃথ্বীশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রুদ্ধনাগিনীর মত সে অন্তরে গর্জ্জন করিতে লাগিল। শোভনার উপর বিদ্বেষের আগুন যেন তাহার চোখে মুখে ফুটিতেছিল। কেহই তাহা লক্ষ্য করিল না। শোভনা এবং পৃথ্বীশ কুমার বাহাদুরের পায়ের কাছে পালঙ্কের উপর বসিয়া রহিল।

একটু সুস্থ হইয়া কুমার বাহাদুর বলিতে লাগিলেন—'অসুখের জন্যে শোভনা, তোমার বিয়েতে যেতে পারলাম না—মনে কিছু করো না—'

শোভনা বলিল—'অসুখ হোলে আর কি করে যাবে—'

'—দুঃসময়ে মানুষ চেনা যায়। এঁরা আমার অসময়ে খুবই সেবা শুশ্রূষা করছেন, নার্স আছে, আমলা চাকর বাকর সবাই আছে, তবুও এই মেয়েটী, এই অঞ্জলি, একভাবে রাত্রিদিন আমার মাথার কাছে বসে আইস ব্যাগ দিচ্ছে, একে তো তোমরা ভালোরকমেই জানো—জিনিয়াস। এর নৃত্যসঙ্গীত সেদিন এম্পায়ারে দেখে মুগ্ধ হয়েছি, চৌকোস মেয়ে, কাল রাত্রে বল্‌লাম, একটু ঘুমিয়ে নেও, অসুখ করবে—শুন্‌লো না—'

বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন—'এই তো প্রকৃত কাজ—সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ···করবে না?' কিছুক্ষণ কথা বার্ত্তার পর নবদম্পতী চলিয়া গেল।

তাহাদের মুখেই সাবিত্রী দেবী ও সমীরেন্দ্রবাবু কুমার বাহাদুরের অসুখ শুনিলেন। সাবিত্রী দেবী বলিলেন···'এখনও দিদি বেঁচে: ঐ একটী মাত্র ছেলে···একছেলে. ছেলেনয়, একটাকাও টাকা নয়···'

সমীরেন্দ্রবাবু গড় গড়ায় তামাক সেবন করিতে করিতে বলিলেন··· বড় গিন্নীকে টেলিগ্রাম করতে পারে তো·· মেয়ে মানুষ কর্ত্তা, ম্যানেজার

নামমাত্র—মহেশদাস এসে কত দুঃখু করে, পেনেটির মেয়েটা ঘাড়ের রক্ত-শুষে খাচ্ছে, সেক্রেটারী বুঝি পুরুষ রাখা যায় না? আমরা সবই বুঝি, অনাছিষ্টি কাণ্ড, এষ্টেট গোল্লাই গেল—'

সাবিত্রী দেবী স্বামীর ক্রোধ উপশম করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—'বিপদের সময় আমাদের যাওয়া দরকার—'

সমীরেন্দ্র বাবু বলিলেন—'মোটেই না, ঐ লম্পটের বাড়ী কে যাবে?' ম্যানেজারকে পাঠালে হবে—'

ষোল

প্রতিদিনের যাত্রাপথে উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তা এরূপভাবে আচ্ছন্ন যে কাহারও অন্তরে শান্তি ছিল না। এই অবস্থার মধ্যেও চিত্রা কোন দিন সেরেস্তার কাজে অবহেলা করে নাই বা আমলাদিগকে ছুটী উপভোগের সুযোগ দেয় নাই। অনন্যসাধারণ দৃঢ়তা তাহার চরিত্রের প্রধান উপাদান না হইলে তাহার মত অল্পবয়স্কা মহিলার পক্ষে মহেশ দাসের ন্যায় কর্ম্ম-চারীকে বশীভূত রাখা অসম্ভব হইত। স্বকীয় শালীনতা রক্ষা করিয়া এই বিপদের সময় চিত্রা কর্ম্মতৎপরতা দেখাইতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। অন্য কেহ লক্ষ্য করিয়াছে কিনা বলা যায় না, তবে প্রবোধ লক্ষ্য করিতে থাকে। ভাবে এরূপ অদম্য কর্ম্মনিষ্ঠা যে মেয়ের মধ্যে অব্যাহত, তাহার ভবিষ্যৎ কখন তিমিরাচ্ছন্ন হয় না।

চেম্বারে বসিয়া চিত্রা কাজ করিতেছিল। প্রবোধ সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনতলায় অন্যান্য দিনের মত সোজাসুজি না গিয়া চেম্বারে প্রবেশ করিল। পর্দ্দার বাহির হইতে বলিল—'মে আইকাম ইন মাদাম—'

'—ইয়েজ—' চিত্রা প্রবোধের কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া মনে মনে হাসিল।

প্রবোধ ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল—'কি সব ছেলে খেলা করছ বসে—'

চিত্রা হাসিয়া বলিল—'হিজিবিজি কাটছি—'

প্রবোধ বলিল—'হিজিবিজি ফেলে এসো চিকে কাটাকাটি খেলি—' তারপর উচ্চৈঃস্বরে হাসিল।

'—প্রবোধদা: কি যে ছেলে মানুষী করছ? এখনই হয়তো কোন কর্ম্মচারী এসে পড়বে, তাঁরা কি ভাব্‌বে বলো তো?—'

'—কি আর ভাব্‌বে···না হয় নিজেরা বলাবলি করবে, আমরা দুজনে 'লভে' পড়ে গেছি, এর বেশী তো নয়, আর না হয় একটা কিছু রটিয়ে দেবে এইতো!···ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়···'

চিত্রার মুখখানি রক্তিমাভ হইল। চাপাস্বরে বলিল··· 'কিন্তু আমার 'প্রেস্‌টিজ' যাবে এরকম রহস্য করো না লক্ষ্মিটী···'

'···এত ভয় কর কেন? আমরাও অফিসে আমাদের চেম্বারে ফষ্টি নষ্টি করি···'

'···বোঝনা, এ জমিদারী সেরেস্তা···অর্দ্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত সম্প্রদায় নিয়ে সেরেস্তা চালাতে হয়, আমাকে ওরা পূর্ব্বে কি চোখে দেখতো জানো তো তুমি! আজ সবাই টিট্ হয়েছে ··'

'···আমাকে পারো—'

'—সুযোগ তো দিলে না—' আর বলিতে পারিল না। চিত্রার চোখের কোলে জল আসিল। প্রবোধ লক্ষ্য করিল। বলিল—'ওকি! চোখের জল ফেল্‌ছ কেন সামান্য কথায়? কেউ টের পেলে তোমার 'প্রেস্‌টিজ' যাবে—'.

'···যাও ভাল হচ্ছে না বল্‌ছি···' চিত্রা দুষ্টু হাসি হাসিল। প্রবোধ নিজের সিল্কের রুমাল দিয়া তাহার চোখ মুছাইতে গেল, চিত্রা তাহা কাড়িয়া লইয়া টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে রাখিয়া চাবি দিল। বলিল··· ওটি আর পেতে হচ্ছে না—'

'…না দিলে এখান থেকে নড়্ব না…'

'…ভালোই তো, তোমাকে চাবি দিয়ে পালিয়ে যাবো…'

'…বেশ আছ, গানের খাতা রুমাল এসব নিয়ে কি চিরকাল চলে ?—'

টেলিফোনে ক্রিং ক্রিং ক্রিং আওয়াজ হইল! পারস্পরিক কথা-বার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল।

রিসিভারটী কাণে ধরিয়া চিত্রা বলিল—'হ্যালো, আপনি কে ?…'

একটু থামিয়া কথাগুলি ফোনে শুনিয়া আবার বলিল…'আজ অনেকটা ভালো,… হোপ ফুল…'

রিসিভারটী নামাইয়া রাখিতেই আবার ক্রিং ক্রিং আওয়াজ হইল।

চিত্রা বলিল…'জ্বালালে বাবা…হ্যালো…' কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ রহিল। তারপর অপর পক্ষের প্রশ্নগুলি শুনিয়া উত্তর দিল…'গ্লুকোজ, বার্লি ওয়াটার, বেদানার রস. ঘোল এই চল্ছে…'

রিসিভার নামাইয়া রাখিল। প্রবোধ বলিল…'চলো ওপরে যাই…'

'…ওপরে একদল লোক, তোমার সঙ্গে আড্ডা দিতে ভারি ভালো লাগছে এই নিরালায়…'

'…চেম্বারে চলে না, কে কখন এসে পড়বে…'

চিত্রা বুঝিতে পারিল প্রবোধের মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন। যাহাকে পাইবার জন্য তাহার মন উৎকণ্ঠিত ছিল, এবং স্তব্ধতায় অবগাহন করিয়াছিল আজ সে আসিয়া তাহাকে বুঝি ধরা দিতে চায়! প্রবোধ ভাবিয়া দেখিয়াছে প্রগতিবাদিনী চিত্রা অন্তরে বাহিরে বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া আসিতেছে। মানসিক পঙ্কিলতার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। অথচ যে সকল গুণ ও কর্ত্তব্যবোধ থাকিলে এযুগের সভ্যতাকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া নিজের করায়ত্ত করা যায় তাহার প্রত্যেকটী চিত্রার মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ভ্রাতৃজায়া চন্দ্রার অনুরোধ রক্ষাই যদি করিতে হয় তাহা হইলে চিত্রাকে গ্রহণ করাই ভালো। তাহার ইচ্ছা ছিল বুলার

বাহাদুরের সহিত তাহাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করা। প্রকারান্তরে কুমার বাহাদুরকে ইঙ্গিত করিয়াছিল কিন্তু তিনি অবিবাহিত থাকিবার পক্ষপাতী হওয়ায় তাহাকে এবিষয়ে মৌনতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। পরে সে কুমার বাহাদুরের আভিজাতিক মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল। চিত্রা তাঁহার কর্ম্মচারী বই তো নয়? অঞ্জলির উপর তাঁহার অন্তরের টান প্রচ্ছন্নভাবে ছিল। অঞ্জলিকেও স্পষ্ট বুঝিতে দেন নাই।

কুমার বাহাদুরের মনের আলোছায়া ধরিবার শক্তি খুব কম লোকেরই আছে, প্রবোধের মত ব্যক্তির পক্ষেও ধরা কঠিন। তবে চিত্রা কিছু বুঝিতে পারিয়াছে—অঞ্জলির উপর কুমার বাহাদুরের মনের দুর্ব্বলতা। প্রবৃত্তির কাছে ব্যবস্থিত চিত্তেরও পরাজয় ঘটে। অন্তরই আসল বস্তু—বাহ্যিক উদ্দীপনা আপেক্ষিক। আত্মসম্মানের মূল্য আছে তাহা কুমার বাহাদুর এবং অঞ্জলির মধ্যে কেহই দেখাইতে কার্পণ্য করে নাই। প্রত্যেকে নিজের জেদ রক্ষা করিতে উদ্যত। ঘটনাচক্রে উভয়ের আত্ম-সম্মান জনিত যে বিচ্ছিন্নতা তাহা মিলনের পূর্ব্বরাগ সূচনা করিবে এরূপ সিদ্ধান্তে চিত্রা পূর্ণভাবে উপনীত হইতে পারে নাই।

নিজের বিষয়ে ভাবিয়াছিল আজীবন কৌমার্য্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পরের দাসত্ব বৃত্তি করিতে হইবে। চিত্তের পবিত্রতা রক্ষার জন্য হয় তো অধ্যাত্মপথেই যাত্রা আবশ্যক। কিন্তু প্রবোধের আকস্মিক ব্যবহারে সে বিস্মিত হইল। তাহার পূর্ব্ব চিন্তা ধারা হারাইয়া গেল। প্রবোধের এইরূপ ব্যবহারই ছিল তার প্রচ্ছন্ন কামনা। তাই প্রবোধের রসিকতা ও সান্নিধ্য তাহার উপভোগ্য হইল। চেম্বার হইতে তাহাকে সঙ্গে লইয়া চিত্রা রাজা বাহাদুরের দ্বিতল কক্ষে প্রাসাদের পশ্চিম দিকের সিঁড়ি দিয়া লইয়া গেল। রাজা বাহাদুরের মৃত্যুর পর এদিকে যাতায়াত এক প্রকার বন্ধ।

চেম্বারের ভিতর একটী আলমারিতে কক্ষের চাবি ছিল। তাহা লইয়া প্রবোধকে বলিল—'বেশীক্ষণ তোমার সঙ্গে আড্ডা দেওয়া চল্‌বে না, কে কখন আমাকে খোঁজ কর্‌বে তার ঠিক নেই—'

প্রবোধ হাসিতে হাসিতে বলিল—'বেশ তো—'

চিত্রা চেম্বারের চাবি দিয়া নিজের কাছে রাখিল। উভয়ে পশ্চিম দিকের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। রাজা বাহাদুরের বিশাল কক্ষটী খুলিয়া চিত্রা ভোগ বিলাসের অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিযা স্তম্ভিত হইল। কখন সে এই কক্ষে প্রবেশ করে নাই। প্রবোধের জন্যই বাধ্য হইয়া এখানে তাহার প্রথম পদার্পণ।

প্রবোধ বলিল—'তুমি দেখো, কর্ত্তা বেঁচে থাকতে এ ঘরে কতবার এসেছি—'

দুই চারিটী মুখরোচক রসিকতার কথা বলিয়া প্রবোধ বিশাল পালঙ্কের উপর শুইয়া পড়িল।

চিত্রা বলিল—'অবেলায় শুয়েছ কেন? ওঠো, ওঠো—'

'সোজা অফিস থেকে আস্‌ছি—আর পারা যায় না—'

'—বউদিকে আমার কোয়াটার থেকে ডেকে আন্‌বো—'

'—তা হোলে ভারি মজা হয়, কেমন?—'

উভয়েই হাসিল। চিত্রা সুইস টিপিতেই বিশাল কক্ষে অসংখ্য পাখা এবং ঝাড় লণ্ঠনের ভিতরের বাল্‌বগুলি জ্বলিয়া উঠিল। প্রবোধ আবেগে বলিল'—বাঃ তোমাকে যেন স্বর্গলোক ফের্‌তা অপ্সরী কিন্নরী, এরকম একটা কিছু মনে হোচ্ছে—'

চিত্রা হাসিয়া বলিল—'আর তোমাকে?—'

প্রবোধ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—'আমাকে মনে হচ্ছে তোমার বডিগার্ড, একথা যদি ভালো না লাগে একটু উঁচু করে নিজের সম্বন্ধে বল্‌তে হয়—সাংখ্যের পুরুষ—'

'—আজ তোমার মুখ খুলে গেছে দেখ্‌ছি—'

'—মনে করে দেখো কতকাল খুলতে পারিনি, আজ খুলে গেছে—'

প্রবোধ যে রকম জোরে কথা বলিতেছিল তাহাতে ঘরের ভিতর গম্ভীর আওয়াজ হইতে লাগিল। চিত্রার আশঙ্কা হইল। সর্ব্বদা তাহার মনে হইতেছিল ঐ যেন কে আসিতেছে? নিভৃত মিলনের ইহাই বিপদ। দুরুদুরু বক্ষ, কণ্ঠস্বর জড়াইয়া আসে।

প্রবোধকে বলিল—'আস্তে কথা বলো, গোল করোনা—'

তারপর পালঙ্কের এক কোণে বসিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। ঘরের ভিতর কতকগুলি উচ্চাঙ্গের আলেখ্য এবং মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিল। ভাব ও বাস্তবতার চমৎকার সমন্বয়ের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। চিত্রা বলিল—'ওগুলি কি সুন্দর বলো তো? প্রবোধ হাসিয়া বলিল—'এদিকেও তোমার রসজ্ঞান আছে দেখছি—'

চিত্রা উৎফুল্ল হইয়া বলিল—

'ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চায় সীমার নিবিড় অঙ্গ
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা॥'

ধ্যান পরায়ণ বুদ্ধমূর্ত্তির দিকে সে তন্ময় হইয়া দেখিতে লাগিল।

প্রবোধ বলিল—'রাজাবাহাদুর নিজে আর্টের উপাসক আর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, বড় বড় শিল্পীকে প্রাসাদে এনে এই সব রচনার ব্যবস্থা করেছিলেন—সেরকম একজন শিল্পী পেলে তোমার একখানি চিত্র এঁকে নিতে পারি, তোমার নিখুঁত অবয়ব আর মাধুর্য্য জীবন্ত করে তোলা যেতে পারে চিত্রে, ভঙ্গী নির্দ্দেশ করে দিতাম আমি—'

'—অত খোসামুদে কথা নাই বা বল্‌লে—'

'—তোমরা মেয়েমানুষ অদ্ভুত রকমের, খাঁটি সত্য বললেও ভাবো বুঝি খোসামোদের কথা—'

'—যত দোষ মেয়েদের, তোমাদের বুঝি সব ভালো—'

'—একথা কোন দিন বলেছি? মিছে দোষারোপ করছ—তোমরা যে নিজের দেহ মন আর আচরণটাকে নানা রঙে রাঙিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গী নির্দ্দেশ করে পুরুষের মন ভোলাবার চেষ্টা করো তার প্রশংসা করি এই হিসেবে যে, এসব টেক্‌নিক আমরা আয়ত্ত করতে পারিনি—উচ্চস্তরের আর্ট—'

'—কেন অনেক পুরুষ আছে যারা ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলে, স্নো মেখে চুল ফাঁপিয়ে সাজ পোযাকের আদব কায়দা করে, মেয়েদের মন ভোলাতে আসে। আমরা কিন্তু তার প্রশংসা করিনে, কেননা পুরুষ এসব ক্ষেত্রে আপনাকে লুকিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা করে এবং মেয়েমানুষের মত হয়ে পড়ে—'

কথা বলিতে থাকে। কেহই তর্কে পরাজয় স্বীকার করিতে সম্মত নহে। কয়েক মুহূর্ত্ত তাহারা স্তব্ধ রহিল কিন্তু সে নিস্তব্ধতা কথা অপেক্ষাও মর্ম্মস্পর্শী—প্রবোধ বুঝিতে পারিল চিত্রা কি ভাবিতেছে! ক্রমে ক্রমে সে দুই চারিটি কথা বলিয়া তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিল। ব্যক্তিগত কথা আসিয়া পড়িল। চিত্রা অভিমানিনীর মত অঙ্গভঙ্গী করিয়া প্রবোধকে আঘাত করিতে থাকে। প্রবোধের মন চঞ্চল হয়।

প্রবোধ চিত্রার মানভঙ্গ করিবার জন্য উঠিয়া বসিল। চুড়িগুলি সরাইয়া দিয়া দৃঢ়রূপে কোমল বামহাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—'কোন মানুষকে তার ভুল ভ্রান্তি ধরে বিচার করা উচিত নয়—হৃদয় দিয়ে তাকে বিচার করা উচিত—তুমি আমার সম্বন্ধে ভুল বুঝেছ—'

চিত্রা একথার পর প্রাণ খুলিয়া হাসিল। প্রবোধ ভাবিল—'নারীর মন বোঝাই দায়—' আবার উভয়ে নিস্তব্ধ হইল। চিত্রা বড় আয়নার

নিকট গিয়া খুব আগ্রহের সহিত নিজেকে দেখিতে লাগিল। প্রবোধ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া পালঙ্কের উপর বসাইল এবং আবেগের সহিত বলিল—'আয়নার ভেতর দিয়ে নিজেকে দেখে আর আমাকে দেখিয়ে বিব্রত কর্‌ছ কেন?—'

'—দাও—' এই কথা বলিয়া চিত্রা দুষ্টু হাসির সঙ্গে মুখ ফিরাইয়া লইল।

কিছুক্ষণ পরে তাহাদের মনের গতি ও প্রকৃতি অন্যরূপ ধারণ করিল। বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ে এ কক্ষে রহিল; অবশেষে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কেশপাশ ঠিক করিয়া এবং শাড়ীর আঁচল দিয়া মুখখানি মুছিয়া চিত্রা বাহিরে আসিল। চতুর্দ্দিকে ভীত সঙ্কুচিত অবস্থায় দৃষ্টি দিয়া কক্ষের চাবি দিল। প্রবোধ বলিল—'অত ভয় কর কেন? তুমি অফিসার-ইন-চার্জ্জ! তোমার সাতখুন মাফ—'

চিত্রা মৃদু হাসিল। বলিল···'তুমি যে কি রকম বীর পুরুষ তা আমার জানা আছে···এতকালের মধ্যে কোনদিন শাড়ীর আঁচল ধর্‌বার সাহস হয়নি···আজ প্রথম···এই তো তোমার পৌরুষ!··'

প্রবোধ গম্ভীর হইল। বলিল···'সেটা এমন কিছু শক্ত ছিল না, আজ যে কাজটা কর্‌বার সাহস পেয়েছি তা হবার উপায় ছিল না আগে; সংসারে দায়িত্ব আছে সব কাজেরই, আজ যে দায়িত্ব নেবার শক্তি হয়েছে, দুদিন আগেও তা ছিল না—তোমার মা বাবা আমাকে যে চোখে দেখে এসেছেন, বিশ্বাস করে তোমাকে আমার সঙ্গে মেশামেশি কর্‌তে দিয়ে এসেছেন তার দিকে বরাবর লক্ষ্য ছিল, এটাও কম বীরত্ব নয়—তোমার মত পরমা সুন্দরী তরুণীকে কাছে কাছে পেয়েও স্পর্শ করিনি—আজকের কথা স্বতন্ত্র, এটা পাপ নয়—পূর্ব্বরাগ—কোর্টসিপ যা খুসী বলতে পারো—আবার উপপাঁগাও বলতে পারো—'

'—আমি তো মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না, তুমিও এ সম্বন্ধে আমাকে আভাস দাওনি—'

'—ভেবেছিলাম এক রকম, হয়ে গেল অন্য রকম—এমনই হয়—তবে আজ তোমাকে অবাক করে দিয়েছি, তোমার কৌমার্য্য ধর্ম্ম পণ্ড করেছি, এর জন্যে ক্ষমা করতে পারো, অথবা স্পোর্টিং স্পিরিটে নিতে পারো : জানো, প্রেম বিপ্লবী, তার কামনা আর কার্য্যকলাপের কোন ঠিক থাকে না—'

চিত্রা অধৈর্য্য হইয়া আবেগের সহিত প্রবোধকে আলিঙ্গন করিল। ক্ষণকাল পরে পরস্পর মুক্ত হওয়ার পর প্রবোধ হাসিতে হাসিতে বলিল—'এবার বুঝি কেউ দেখতে পাবেনা—'

'—যাও ভারি দুষ্টু তুমি—'

উভয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিল। চেম্বারের চাবি খুলিয়া আলমারির মধ্যে রাজা বাহাদুরের ঘরের চাবি রাখিয়া প্রবোধের সহিত উপরে উঠিল। তখনও সেরেস্তার কাজ চলিতেছিল। চিত্রা রঙিন্ নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া নিজের কোয়াটারে প্রবেশ করিল। প্রবোধ কুমার বাহাদুরের ঘরে যাইবার জন্য তিন তলায় গেল।

বিন্ধ্যবাসিনী সোফার উপর বসিয়া রহিয়াছেন। কুমার বাহাদুর অঞ্জলির সহিত গল্প করিতেছিলেন। প্রবোধ আসিতেই গল্প থামিল। কুমার বাহাদুর বলিলেন—'এস প্রবোধ—'

'—এখন কেমন আছ ?—'

'—ভালোই আছি, তোমাদের অক্লান্ত চেষ্টায় এ যাত্রা রক্ষা পেলাম। বিশেষতঃ এই মেয়েটী নানাভাবে আমাকে ঋণী করেছে, ভেবেছিলাম পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে যাবো, যার জন্যে মনটা একটু চঞ্চল হয়েছিল,

তিনি ছাড়া জগতে আমার জন্তে কাঁদবার কেউ নেই—অপরে ভাব্তো পাপ বিদেয় হোলো—'

কুমার বাহাতুর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বলিলেন—"বসো ভাই—' প্রবোধ পালঙ্কের উপর কুমার বাহাতুরের পার্শ্বে বসিল। ধীরে ধীরে বলিল—তোমার নির্ব্বিকার অবস্থা কেন হোলো, একটি জীবন তোমার জন্তে অপেক্ষা করছে—'

কুমার বাহাতুর একথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন—'চিত্রাকে ডেকে বলো বউদিকে এখানে পাঠিয়ে দিতে—'

প্রবোধ কলিংবেল টিপিতেই চিত্রার কোয়াটারের নিকট জোর আওয়াজ হইল। চিত্রা সকলের সহিত গল্প করিতেছিল। ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া উপরে আসিল। কুমার বাহাতুর বলিলেন—'চিত্রা! বউদিকে ডেকে আনো, গল্পগুজব করা যাবে—মনে পড়ে ছেলেবেলাকার কথা—বউদির পায়ের ধূলো নেবার জন্তে তুমি আর আমি কী প্রাণপণ চেষ্টাই না করেছি, ভদ্রমহিলাকে কত বিরক্তিই না করেছি—'

চিত্রা চন্দ্রার নিকট গিয়া বলিল—'বউদি, কুমার বাহাতুর আপনাকে ডাক্ছেন—'

চন্দ্রা ব্যস্ত হইয়া চিত্রার সহিত উপরে উঠিয়া আসিল।

কুমার বাহাতুর বলিলেন—'বউদি আপনার আশীর্ব্বাদে এ যাত্রা বেঁচে গেলাম, এবার পায়ের ধূলো দিন—'

চন্দ্রা হাসিয়া বলিল—'আবার সেই রসিকতা—'

চিত্রা এবং নার্স মৃত্যু মৃত্যু হাসিতেছিল। বিন্ধ্যবাসিনীর গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ হয় নাই। সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মি কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। কুমার বাহাতুর বলিলেন—'আমি না সম্পূর্ণ সেরে ওঠা অবধি আপনারা কেউ বাড়ী যেতে পাবেন না—'

চিত্রা নিজের কোয়াটারে প্রস্থান করিল।

চন্দ্রা হাসিতে হাসিতে বলিল—'কুমার বাহাদুর, আজ আমি একটা কবিতা লিখেছি—'

'—শুনি, শুনি—কিরকম—'কুমার বাহাদুর আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

'—সবটা মনে নেই, গোড়ার লাইনটা মনে আছে—'

প্রবোধ কথায় বাধা দিয়া বলিল—'বিশ্বাস হয়না তুমি কবিতা লিখ্‌তে পারো—'

'—থামোনা ঠাকুরপো! শোনো, সময় হয়েছে এখন বাঁধন কষিতে হবে—'

সকলে হাসিল। চিত্রা এবং বিন্ধ্যবাসিনী নীরব। প্রবোধ চন্দ্রার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—'এর তাৎপর্য্য?'

'—সব জিনিষের ব্যাখ্যা চলে না, কবির এই এক লাইনের ওপর তোমরা যারা আর্টসের ছাত্র একদিস্তে কাগজ নিয়ে এর মূলতত্ত্ব বিশ্লেষণ করবে—আমি কবি, আমার লিখেই দায়িত্ব শেষ—'

কুমার বাহাদুর বলিলেন—'তার পরের লাইন—'

চন্দ্রা মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া বলিল—'আইবুড়ো নাম আর কতদিন রবে—'

প্রবোধ ব্যগ্র হইয়া বলিল—'বউদি, তুমি কিরকম কবি, ছন্দ পতন হোলো যে—'

'—এখন তো পতনেরই দিন এসেছে ভাই, শুধু ছন্দ কেন—পতনও একটা আর্ট, কেয়ার ফুল কেয়ার লেস্ নেস্—এই ঝামেলার জন্যেই গদ্য কবিতার জন্ম হোলো—কোন বালাই নেই: কবি বললেন—ল্যান্সডাউন রোড গো মাংসের মত ঝুলছে, চতুর্দ্দিকে হাততালি পড়ে গেল, অত্যাধুনিক অধ্যাপকেরা পর্য্যন্ত নেচে উঠ্‌লেন—বাঃ কী সুন্দর এক্‌সপ্রেসন! প্রবোধ তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, ও আমার ছন্দ পতন নয়—আর্টের কসরৎ—'

কুমার বাহাদুর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। এবার চিত্রা ও

বিন্ধ্যবাসিনীর পক্ষে হাসি চাপিয়া রাখা দুঃসাধ্য হইল। নার্স বলিল—'কুমার বাহাদুর! আপনার 'হার্ট' দুর্ব্বল, অত হাস্‌বেন না—'

কুমার বাহাদুর ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। চন্দ্রা বলিল—'কুমার বাহাদুর! নার্স ঠিক কথাই বলেছে, শরীর দুর্ব্বল—চলো ঠাকুরপো আমরা নীচে যাই—'

কুমার বাহাদুর বলিলেন—'বউদি! এখন তো আমাকে একটা বিশিষ্ট ছন্দের মধ্যে দিয়ে চল্‌তে হচ্ছে, হাত পা বাঁধা—নার্স আর ডাক্তার হচ্ছেন আমার অভিভাবক—রাত্রির্তে যেন চলে যাবেন না, আপনারা সবাই এবাড়ীতে আছেন, এটাই আমার ভারি আনন্দ বোধ হচ্ছে—'

চন্দ্রা বলিল—'এইবার বিয়ে করে ঘর সংসার পাতিয়ে ফেলো, দেখেও আনন্দ। এতদিন তো নানা ভাবনা ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে টেনে রেখেছিলে—'

কুমার বাহাদুর কোন কথা বলিলেন না। একবার মনে হইল যে চন্দ্রাকে একটি কথা বলেন কিন্তু পাছে সেই কথাকে কেন্দ্র করিয়া একাধিক কথা আসিয়া পড়ে এবং নার্স আবার নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ করে, সেই আশঙ্কায় স্তব্ধ রহিলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী বাড়ী যাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। অঞ্জলি মায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। তাহার কঠিন আত্মজিজ্ঞাসার সময় আসিয়াছে। মানসক্ষেত্রে সে ভাবীদিনের সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতেছে।

সতেরো

প্রাতঃকালে নার্সের জবাব হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার নার্সের আবশ্যক বোধ করেন না। ঘরের ভিতর কুমার বাহাদুরের কাছে কেবলমাত্র অঞ্জলি থাকে। 'ভেজিটেবল স্যুপ' দেওয়া হইতেছে, আগামী-কল্য ভাতের মণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার চলিয়া গিয়াছেন। বিন্ধ্যবাসিনী আসিয়াছিলেন। অঞ্জলির সম্মুখেই কুমার বাহাদুর বিন্ধ্য-বাসিনীর নিকট দুঃখ করিয়াছেন—অঞ্জলি কেন চলিয়া যাইবে? কি তাঁহার অপরাধ। বিন্ধ্যবাসিনী উত্তরে বলিয়াছেন মেয়ে বড় হইয়াছে, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভিভাবকত্বের দাবী করিয়া কিছু বলা চলে না। তাই মেঘাচ্ছন্ন দিনের মত কুমার বাহাদুরের মুখখানি অন্ধকারে আবৃত।

অঞ্জলি তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে মৌনতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—'কাল তো চলে যাবে আর কেন মায়া বাড়াচ্ছো—'

অঞ্জলি পূর্ব্বের মতই বলিল—'দরকার হোলে আস্‌বো—বিনা প্রয়োজনে আস্‌বোনা—'

'আর যদি তোমাকে দরকার বোলে না মনে করি—'

'—সেবার দাবী নিয়ে আস্‌বো, আপত্তি টিঁক্‌বে না—'

'—সত্যি তোমাকে চিন্‌তে পার্‌লাম না—'

'—চিন্‌বার প্রয়োজন নেই, এইরকমই ভালো—'

'—যাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসা যায়, তাকে কাছে পাওয়া যাবে না, একি একটা কথা হোলো?—'

অঞ্জলি নীরব। তাহার অন্তরে তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎস্রোতের মত চিন্তার ঢেউ উঠিল।

দ্বিপ্রহরে আহারের সময় চিত্রাই কথা উত্থাপন করিল।

বলিল—'কাল চলে যাবে, আমাকে একা থাকতে হবে—বেশ ছিলাম আমরা—'

অঞ্জলি সহজভাবে বলিল—'তোমার তো দোসর পাচ্ছ, আর একা থাকতে হবে না—'

'—আমার কথা বাদ দাও, তোমার জীবনটা এমনিভাবেই কাটিয়ে দেবে!—'

'—ক্ষতি কি?—'

'—ও কাজের কথা নয়, কুমার বাহাদুর তোমাকে খুব ভাল বাসেন, বললে সত্যের অপলাপ করা হয় বরং তোমার ভালোবাসার রূপ দেখেছি প্রশান্ত সাগরের মত—'

কথায় বাধা দিয়া একটু হাসির ভাব দেখাইয়া অঞ্জলি বলিল—'একদিন আট্‌লান্টিকের রূপই ছিল, তবে প্রশান্ত মহাসাগরের মত আজ হয়েছে কিনা জানিনে—অতীতের অনেক কথাই ভিড করে আছে আমার মনে; এরা যখন তোলপাড় করে তখন দুরন্ত ঢেউ ওঠে—'

'—কী যে তোমার মনের কমপ্লেক্স বুঝিনে…'

একথায় অঞ্জলির হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি ব্যথার সুরে কাঁপিযা উঠিল। বিতর্ক থামিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে গৃহটী স্তব্ধতায় আচ্ছন্ন হইল। চিত্রা আবার অঞ্জলিকে প্রশ্ন করে। তাহার বারম্বার প্রশ্ন এবং অনুরোধের আতিশয্যে অঞ্জলির অবচেতন মনে যে রহস্য গুহায়িত ছিল তাহা উদ্‌ঘাটিত হইল। বলিল…'ওঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে গেছে। স্বাস্থ্যোন্নতির দরকার: এখানে এসে জানতে পারলাম পূর্ব্বে হাঁপানি রোগে বহুদিন ভুগেছেন… এখন যদি ওঁর কাছে কাছে থাকি আবেগপ্রধান মন কখন কি করে বসবে, তার ঠিক নেই…ভয় হয় শেষে…শরীর গড়ে উঠবে না, বরং বিপদ ঘনিয়ে আসবে… তুমি তো সবই বুঝতে পারছো। এসব কথা ওঁকে খুলে বলা যায় না…'

এরূপ কথা সাধারণতঃ তরুণীরা বলে না। প্রকৃত ভালোবাসায় যথেষ্ট ত্যাগ আছে। অসাধারণত্ব আছে বটে! চিত্রা স্তম্ভিত হইল। অঞ্জলির উপর তাহার শ্রদ্ধা নিবিড় হইয়া আসিল।

এই সেই অঞ্জলি! পৃথ্বীশের নিকট নিজের যৌবন বিকাইয়া দিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই! এই অঞ্জলিই একদিন গোঁড়া কমিউনিষ্ট ছিল, তরুণ কমরেডদের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, বিভিন্ন পার্টি, ডিনার, মজলিস এবং রঙ্গমঞ্চে নৃত্যগীতে বহু মন ভুলাইয়াছে—উপেন গাঙ্গুলীর দলে ভিড়িয়াছিল, আর আজ! নিজের সম্বন্ধে উঁচু ধারণা ছিল—সে ধারণা ভাঙিয়া গেল। বহু উর্দ্ধে দেবীর স্থান অধিকার করে নাই কি? নিঃস্বার্থ প্রেম!—এই সকল কথা চিত্রার মনে জাগ্রত হইল।

চিত্রাকে নিরুত্তর দেখিয়া ভাবিল বোধ হয় বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। উভয়ে আহার করিতে থাকে। অঞ্জলি বলিল—'চুপ করে রইলে যে দিদি?—'

'—ভাব্‌ছি তুমি দেবী, না তারও উর্দ্ধে—'

'—সাধারণ মানুষ—জানো তো সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই…'

'‥ কুমার বাহাদুরকে জানিয়ে দেওয়া দরকার, তাহোলে বুঝ্‌বেন তোমার মনোভাব, মিলনের আকাঙ্ক্ষা তোমার আছে…তাঁর শরীর সুস্থ ও সবল না হওয়া পর্য্যন্ত এদিকে তুমি এগোবে না…বাইরে যে রকম ভাব দেখাচ্ছ, তাতে তিনি দারুণ আঘাত পাবেন…শরীর দুর্ব্বল, আবার রোগ দেখা দিতে পারে…'

'…আমি তো চলে যাচ্ছি, প্রবোধ বাবু এলে তাঁর মুখ দিয়ে কথাগুলি কুমার বাহাদুরকে শুনিয়ে দিও…সেইটাই ভালো হবে‥ কুমার বাহাদুর আজীবন কৌমার্য্য ব্রত নিয়ে থাক্‌তে চেয়েছিলেন, কিছুদিন হোলে এঁর কার্য্যকলাপে সে মনোভাব চলে গেছে…'

'...তার কারণ তুমি...তাঁর মনে প্রভাব বিস্তার করেছ তুমি কর্ত্তব্য ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে, তাই আশা করে আছেন ছায়ার মত তাঁর অনুগামী হবে...'

'...সে আশা আমার মধ্যে থেকেও হারিয়ে যায়নি দিদি...সব আকাঙ্ক্ষাই মিটাবো যেদিন তাঁর ভাঙা শরীর ভালোভাবে গড়ে উঠ্‌বে... আমার মনের কথা তুমিই জান্‌লে, আর কেউ জানে না...'

আহারাদির পর অঞ্জলি তিনতলার ঘরে এবং চিত্রা নিজের কোয়াটারে চলিয়া গেল।

চিত্রা ভাবিল বিবাহ করিয়াও তো পরস্পর দূরে থাকা যায়...তবে কি বৈধব্যের ভয়ই অঞ্জলির মধ্যে প্রবল হইয়াছে! প্রকৃত প্রেম সকল প্রকার দুঃখ বরণ করিতে পশ্চাদ্‌পদ হয়না। অঞ্জলির কথার মধ্যে রহস্য রহিয়াছে...হ্যাঁ, ঐন্দ্রজালিক রহস্যই! সারাটা দিন চিত্রা অঞ্জলির সম্বন্ধেই নিজের মনে আলোচনা করিয়াছে...কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই।

সন্ধ্যার সময়ে প্রবোধ আসিল। কোয়াটারের ভিতর তাহাকে বসাইয়া অঞ্জলির অন্তরের কথাগুলি ব্যক্ত করিল। পরস্পরের মধ্যে এবিষয়ে আলোচনা হয়... বোধ হয় বৈধব্যের যন্ত্রণা ভোগ করিতে অঞ্জলি নিঃস্পৃহ, কুমার বাহাদুরের স্বাস্থ্যোন্নতি ও শারীরিক সবলতা না আসা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষায় থাকিতে অভিলাষী। প্রবোধও চিত্রার মতই এই ধারণা করিয়া লইল।

চিত্রার অনুরোধে অঞ্জলির কথাগুলি কুমার বাহাদুরকে বলিবে বলিয়া প্রবোধ প্রতিশ্রুতি দিল। কিছুক্ষণ পরে কোয়াটার হইতে বাহিরে আসিয়া তিনতলার ঘরে উপস্থিত হইল। প্রবোধকে দেখিয়া কুমার বাহাদুর উৎফুল্ল হইলেন। সারাদিন তাঁহার মনের অবস্থা আদৌ ভালো

ছিল না। অঞ্জলি কাছে থাকিলেও তিনি তাহার নিকট হইতে কোন স্বীকারোক্তি লাভ করেন নাই। বেদনায় অন্তর গুমরিয়া উঠিয়াছে। নিজের মনে এক এক সময়ে বলিতেছেন—'এই মেয়েকেই প্রত্যাখ্যান করেছিলাম একদিন—আর আজ, এর করুণা-প্রার্থী আমি, এ দুর্ব্বলতা মন থেকে যায় না কেন ?—'

প্রবোধ তাঁহার পার্শ্বে বসিল। বলিলেন—'প্রবোধ! চিত্রার সঙ্গে দেখা হয়েছে—'

'—হ্যাঁ হয়েছে, এতক্ষণ তার কোয়ার্টারে ছিলাম—'

'—শোনো তোমার কাছে আমার অনুরোধ আছে, বিয়ের পর চিত্রা আর তুমি এখানে থাক্‌বে—যতদিন না ফিরে আসি, চিত্রাকে জমিদারী চালাতে হবে—পথ্য করার পর চেঞ্জে চলে যাবো, তোমাদের বিয়ে দেখা আমার ভাগ্যে ঘট্‌বে না : চিত্রার মা বাবা আমার বাড়ীতে থেকে মেয়ের বিয়ে দেবেন, পাণিহাটি থেকে দেওয়া চল্‌বে না—চিত্রার অনুপস্থিতি আমার জমিদারীকে বিপন্ন করতে পারে—'

'—বেশতো, তোমার সঙ্গে গোপনীয় কথা আছে—' এই কথা বলিয়া প্রবোধ অঞ্জলির দিকে দৃষ্টিপাত করিল। অঞ্জলি গৃহ হইতে বাহিরে চলিয়া গেল এবং ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চিত্রার গৃহে প্রবেশ করিল। চিত্রা তখন মহেশ দাসের স্ত্রীর সহিত কথা বলিতেছিল। অঞ্জলি একখানি চেয়ারে বসিয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল।

চিত্রা মহেশ দাসের স্ত্রীকে বিশেষ ভালো চক্ষে দেখে না। মহেশ দাসের স্ত্রী অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ তুলিয়া তাহার বিরক্তি উৎপাদন করে। অঞ্জলির সম্মুখেই চিত্রা মহেশ দাসের স্ত্রীকে রূঢ় কথা বলিয়া বুঝাইয়া দিল আমলাদিগের অবাধ্যতা ও কুচক্রান্ত দমন করিবার ক্ষমতা সে রাখে।

অঞ্জলি সংক্রান্ত গোপনীয় কথা প্রবোধ কুমারবাহাদুরের কর্ণগোচর করিল।......

তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—'সহজ জীবন যাত্রার প্রতি ওর কোন মোহ নেই—এটা বুঝে উঠ্‌তে পারিনে জটিলতা ভিন্ন কি এ যুগের লোক পথ চল্‌তে জানে না?—'

কুমার বাহাদুরকে প্রবোধ বুঝাইতে থাকে। বলিল—'এইতো তোমার শরীর, অঞ্জলির জন্যে তোমার একটু ভাবা উচিত—ওর আদর্শ, ওর ত্যাগ, ওর সেবা বিবেচ্য নয় কি?—'

কুমার বাহাদুর বলিলেন—'দিনের পর দিন ও আমার স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতীক্ষায় থাক্‌বে—কেমন? তারপর আমার শরীর যদি শুধ্‌রে ওঠে তবে আমাকে বিয়ে করবে! তার আগে নয়—বেশ কথা, কিন্তু আমার শরীর না ও সেরে উঠতে পারে—'

'—ওর আসল কথাটার ভেতর যুক্তি আছে—ও তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করবে—'

কুমার বাহাদুর উত্তেজিত হইলেন। বলিলেন—'বিশ্বাস করিনে প্রবোধ! ওর রূপ, ওর যৌবন, ওর কামনা, ওর বুভুক্ষু মন শুচিতা নিয়ে আমার পথ চেয়ে রইবে! বর্ত্তমান সভ্যতার আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও অচঞ্চল হবে—'

'—সব মেয়ে সমান হয় না কুমার বাহাদুর! এখনও হিন্দুর ঘরের বাল বিধবারা শুচিতা নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে, কই, তারা তো বুভুক্ষু নয়—মেয়েদের ছোট করে দেখো না—'

'—তারা বুভুক্ষা দমন করে করে মানসিক উত্তেজনার মৃত্যু ঘটিয়ে দেয়, আর সব বিধবাই যে শুচিতা রক্ষা করে একথা বিশ্বাস হয় না। প্রকৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ যৌবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করুক—

অঞ্জলির এটাও একটা প্যাচ, বিয়ে করব না, কাছে আসব না—দূরে থেকে ভোগবাসনা জানিয়ে বসে থাকবো, এদিকে বৈধব্যের ভয় সাড়ে ষোল আনা—'বুঝতে পারছিনে প্রবোধ—ওর কথা তোমাদের মাথায় ঢুকলেও, আমার ঢুকছে না—বুঝেছি অঞ্জলি আমার জীবনের সঙ্গে ওর জীবন একসূত্রে গাঁথবে না?—মাঝপথে প্রদীপ দেখিয়ে এভাবে অন্ধকারে আমাকে ডুবিয়ে দেওয়া কি ওর ভালো হোলো—সংসার নিছক খেলা ঘর নয়?—'

'—প্রকৃত ভালোবাসা স্থূলভ দৈহিক পুলকের অতীত একটা আনন্দ এনে দেয়—আমার তো ধারণা অঞ্জলির ভালোবাসা স্বর্গীয়: ও আদর্শ নারী—'

বিরক্ত হইয়া কুমার বাহাদুর বলিলেন—'ওসব বড় বড় কথা তোমাদের মত লোকের কাছে ভালো বোধ হতে পারে, বইতেও বাহবা পেতে পারে—বাস্তবে নয়?—' আর বলিতে পারিলেন না। চোখের কোলে জল।

বেশীক্ষণ কথা হইল না। প্রবোধ নীচে নামিয়া চিত্রার ঘরে প্রবেশ করিল। অঞ্জলি সেখানে ছিল। চিত্রাকে অন্তরালে ডাকিয়া সমস্ত কথা বলিয়া প্রস্থান করিল। অঞ্জলির কাণে সব কথাই পৌছিলে সে মর্ম্মাহত হইল, নিজের মনে বলিল—'এত অবিশ্বাস! হায়রে পুরুষ—'

আট্‌ রো

কার্ম্মাটার।……

পশ্চিম দিকে প্রশস্ত মাঠ। তাহার বক্ষভেদ করিয়া উঁচু নীচু লাল রঙের আঁকা বাঁকা রাস্তা। দূরে পল্লী, মাঝে মাঝে গাছপালা, কোথাও বিরাট মহীরুহ, কোথাও বা পাহাড়ের অতি শৈশব অবস্থার নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে কয়েকখানি বাড়ী ও ফুলের বাগান পথের দুইধারে।

'দেখা যায়।' এই কার্মাটার ছিল একদিন বাংলার মধ্যে, ভাগ্যচক্রে কূটচক্রান্তে সাঁওতাল পরগণা বিহারের অন্তর্ভুক্ত।

এই পরিমণ্ডলের ভিতর উদ্যানবেষ্টিত একখানি ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ী উত্তরাধিকার সূত্রে কুমার বাহাদুর লাভ করিয়াছেন। পিতৃবিয়োগের পর এখানে আসিবার সুযোগ পান নাই। একটী মালী এ বাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ করে। পূর্ব্বেই নিশাকর ও শ্রীকৃষ্ণ তালুকদার চাকর বামুন এবং দরোয়ান লইয়া আসিয়াছিল। কুমার বাহাদুরের পদার্পণে বাড়ীখানি বেশ সরগরম হইয়া উঠিল।

সাঁওতাল পরগণার জল বায়ুই তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, ডাক্তারের এই অভিমত তাঁহাকে কার্ম্মাটারে টানিয়া আনিয়াছে। কলিকাতার প্রাসাদের সর্ব্বপ্রকার ভার প্রবোধ ও চিত্রার উপর দেওয়া আছে। চিত্রাকে নিত্যই সেরেস্তার কাজ দেখিতে হয়। এ ছাড়া জমিদারীর ভিতর বিভিন্ন মৌজার অভাব অভিযোগ শুনিয়া ব্যবস্থা করাও তাহার দৈনন্দিন কাজ।

এদিকে বিবাহের দিন আগত প্রায়। অধ্যাপক দম্পতী পাণিহাটী হইতে কুমার বাহাদুরের কলিকাতার প্রাসাদে আসিলেন।

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর অঞ্জলি প্রতিদিনের স্তরে স্তরে বিষণ্ণতাকেই বরণ করিয়া লইল। বিন্ধ্যবাসিনীর কোন কথাই শুনিতে চায় না। মহিমারঞ্জন বাবুও কিছু বলেন না। তিনি সাংসারিক ব্যাপারে একপ্রকার উদাসীন। উপেন গাঙ্গুলী কুমার বাহাদুরের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিলেও বিন্ধ্যবাসিনীর কাছে প্রায়ই আসে। অঞ্জলিকে বুঝাইয়া বিভিন্ন সৌখীন সমাজের অনুষ্ঠানে যোগাযোগ করাইয়া নৃত্য সঙ্গীতের রসসৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য প্রলুব্ধ করে। অঞ্জলি প্রলুব্ধ হয় না, গাঙ্গুলীকে বিদায় দেয়। স্বেচ্ছায় এই তরুণী নিজেকে বন্দিনীর রূপ দিল।

তাহার শয়ন কক্ষে কুমার বাহাদুরের প্রতিকৃতি রাখিয়াছে। প্রতি-

দিন পুষ্পমাল্যে তাহা সাজাইয়া রাখে—বাড়ীর বাহিরে যায় না। চিত্রার বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র পাইল। তারপর চিত্রা নিজে আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবার জন্ত উপস্থিত হইল। বারম্বার অনুরোধ করিল। বলিল—'আমার মনের অবস্থা ভালো নয়, এজন্যে কোথাও যাইনে—তুমি এসেছ আমাকে নিতে, এইটাই আমার কাছে সব চেয়ে প্রীতিপ্রদ—তোমাদের উভয়কে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সুদীর্ঘ জীবন নিয়ে তোমরা দুজনে সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করো—'

চিত্রা তাহার দিকে বারম্বার দৃষ্টি দিয়া লক্ষ্য করিল তাহার শরীর শীর্ণ প্রায় এবং ম্লান রূপ। কিছু বলিল না পাছে মনের উপর এই স্বাস্থ্যহানির কথা সক্রিয় হয়, দেহের বিপর্য্যয় ঘটায়। শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বা চেহারা খারাপ হইয়াছে একথা না বলাই ভালো ইহাই মনে ঠিক করিল।

চিত্রা কোনরূপেই অঞ্জলিকে লইয়া যাইতে পারিল না। মোটরে উঠিবার সময়ে বলিল—'অদ্ভুত মেয়ে, বহুবার বল্‌লাম, কথা রাখ্‌লো না—এমনই বা কি—'

চিত্রা চলিয়া যাইবার পর অঞ্জলি স্বগতোক্তি করিল—'আমার পক্ষে কোথাও না যাওয়া ভালো, মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়েছি—মানুষ দেখ্‌লে ঘৃণা হয়—পশুর চেয়ে হিংস্র মানুষ, দানবের চেয়েও নিষ্ঠুর—'

কুমার বাহাদুরের প্রতিকৃতির দিকে দৃষ্টি দিল। বলিল—'আমাকে বিশ্বাস করতে পারলে না, আমার কথার মূল্য নেই-কেমন!—'

বিয়ের দিন সকালবেলায় অঞ্জলির অনুপস্থিতি চিত্রাকে বিশেষ কষ্ট দিল। সে ভাবিয়াছিল অঞ্জলি আসিয়া তাহাকে সাজাইয়া দিবে; গল্পে গানে আনন্দে প্রাসাদ মুখরিত করিবে। কুমার বাহাদুরও নাই। তাঁহার উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে পারিত। কল্পনা দিদির কথা মনে পড়িল। তাহার কন্যার বিবাহের সময় যদি নিমন্ত্রিত হইত

তাহা হইলে এ শুভ উৎসবে তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনা যাইত। মাঙ্গলিক সাজাইবার কে-ই বা আছে !

হঠাৎ বিন্ধ্যবাসিনী উৎসবের দিনে সকালে প্রায় দশটার সময় আসিলেন। চিত্রাকে একটী ক্যাসকেটের মধ্যে মুক্তার মালা উপঢৌকন স্বরূপ দিলেন।

চিত্রা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিল—'এসব কেন কাকিমা !—'

'—তা কি হয় চিত্রা, তুমি আমার মেয়ের মত—'

অনসূয়া আসিলেন। বিন্ধ্যবাসিনীকে বারবার অনুরোধ করিয়া বলিলেন—'আজ যাওয়া হবে না দিদি, এখানে থাক্‌তে হবে—'

বিন্ধ্যবাসিনী আপত্তি করিলেন না। অঞ্জলির কথা উঠিল। সে আসিবে না শুনিয়া অনসূয়া ব্যথিতা হইলেন। বলিলেন—'আপনার সঙ্গে আমি যদি গিয়ে অঞ্জলিকে আন্‌বার জন্তে অনুরোধ করি, সে কি আস্‌বে না ?—'

'—কোথাও বেরোয় না, কথা বল্‌লে শোনেনা : চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারেন—'

কথায় বাধা দিয়া অনসূয়া বলিলেন ··'ছেলেমেয়েদের কাছে স্নেহের দাবী আছে, না রাখে মান যাবে কেন ? মান অপমান মনে···মান কাচের মত ঠুন্‌কো নয় যে একটু আঘাত পেলে ভেঙে যাবে·· '

'···তবে চলুন···'

মোটরে উঠিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর সহিত অনসূয়া অঞ্জলির নিকট আসিলেন। অঞ্জলি ঘরের মধ্যে বসিয়া একখানি সাময়িক পত্রিকা পড়িতেছিল।

অনসূয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া বলিলেন—'ওঠ মা, তোমাকে নিতে এসেছি, বোনের বিয়েতে যাবে না ?—'

অঞ্জলি তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—'আপনি কষ্ট করে এলেন কেন?—যাবো, কেন যাবো না?—'

একথার পর বিন্ধ্যবাসিনী বিস্মিত হইলেন। নিজের মনে বলিলেন—'এর মনের কথা বুঝ্‌বার মত বিদ্যে আমার নেই—'

অঞ্জলি সুন্দর ভাবে সাজিয়া অঙ্গ প্রসাধন করিল এবং আলমারি হইতে মূল্যবান অলঙ্কার লইল। তারপর বলিল—'এবার চলুন জ্যেঠাই মা—'

অঞ্জলি আসিয়া চিত্রাকে অলঙ্কার দিয়া বলিল—'এই দিয়েই তোমাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌লাম—' সকলে সোণার হার দেখিতে লাগিল।

বিস্মিতা চিত্রা বলিল—'বেশ যাহোক—এ আবার কেন—'

উভয়ে হাসিল। নহবতের সুরে সুরে তখন প্রাসাদ মুখরিত।

কুমার বাহাদুর কার্ম্মাটার হইতে নিশাকরকে দিয়া জড়োয়ার অলঙ্কার এবং বেনারসী শাড়ী পাঠাইয়াছেন। সে আনিতেই অঞ্জলি তাহা গ্রহণ করিল।

উপহারের সহিত খামে আঁটা একখানি চিঠি চিত্রার উদ্দেশ্যেই লেখা।

অঞ্জলি চিঠিখানি পড়িল। নবদম্পতীকে শুভেচ্ছা এবং আশীর্ব্বাদ জানাইয়া কুমার বাহাদুর অঞ্জলির সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। নানাভাবে আক্ষেপোক্তি করিয়া শেষে উল্লেখ করিয়াছেন অঞ্জলির ঔদাস্যের জন্য বোধ হয় তাঁহাকে জীবন নষ্ট করিতে হইবে। তিনি চিত্তের স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিতেছেন না।

পত্রের এক স্থানে লিখিয়াছেন—'অঞ্জলি যে প্রকৃত প্রেমের সাধনা কর্‌ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, যে উপাসিকা তার কি উচিত বারে বারে তার উপাস্যকে বিমুখ করা—বেদনা নিয়ে বেঁচে থাক্‌বার স্পৃহা আর আমার নেই। এর পর আমার এষ্টেট তোমাদের হাতে দিয়ে পৃথিবীর

মায়া কাটাবো—জীবনের ওপর শেষ কালো যবনিকা নামিয়ে আন্‌বার ইচ্ছাটাই প্রবল হয়েছে—'

অঞ্জলি পত্রখানি চিত্রাকে দিল। উহা পড়িয়া চিত্রা অঞ্জলির হাতখানি ধরিয়া বলিল—'ওঁকে কেন কষ্ট দিচ্ছ দিদি, বরং বিয়ে হোলে ওঁর শরীর ও মন ভালো হবে—প্রত্যেক কাজে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিলে চলে না, অন্তর্দৃষ্টি দেওয়া দরকার—দাম্পত্য জীবনেই সংযম সম্ভব, তোমার স্পর্শে ওঁর নব জীবন লাভ হোলো জোর গলায় একথা বল্‌তে পারি। বিজ্ঞান বলে ভিটামিন শরীর রক্ষার একান্ত প্রয়োজন কিন্তু তা বলে শুধু এ, বি, সি, ডি, ভিটামিন ট্যাবলেট খেয়ে থাক্‌লেই তো ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়না বা শরীর রক্ষা হয় না—রসাস্বাদনের দরকার—'

চিত্রার সহিত অন্যান্য দিনের মত অঞ্জলি তর্ক করিল না।

বিবাহোৎসবের আবহাওয়ার এমনই গুণ যে, নহবতের সুরে সুরে মনশ্চাঞ্চল্য ঘটে। অঞ্জলির চাঞ্চল্য ঘটিয়াছে কিনা তাহা কে জানে!

পরদিন বর বধূকে বিদায় দিয়া অঞ্জলি বিন্ধ্যবাসিনীর সহিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং কুমার বাহাদুরকে দীর্ঘ পত্র লিখিল। উপসংহারে জানাইয়া দিল—'আমার জীবনের নব অধ্যায় শীঘ্রই আরম্ভ হবে কার্ম্মাটারে। অমন করে নিজেকে নষ্ট করোনা—তপস্যার পর সিদ্ধি আসে, আমি শুধু সিদ্ধি লাভের জন্যেই যাচ্ছিনে, ঋদ্ধি পাবার লোভও আছে খুব—'

যথাসময়ে কুমার বাহাদুর পত্রখানি পাইয়া বারম্বার পড়িতে লাগিলেন।

নিজের মনে বলিলেন—'একি অনাসৃষ্টি কৌতুক!'

হলুদ রঙের রৌদ্র কার্ম্মাটারের পটভূমিকাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। সাঁওতাল পরগণার জলবায়ু এবং আবহাওয়া যে স্বাস্থ্যের অনুকূল হঠাৎ যেন কুমার বাহাদুর উপলব্ধি করিলেন।

—বিবাহের পর নব দম্পতীকে কার্ম্মাটার যাত্রা করিবার জন্য কুমার বাহাদুর অনুরোধ করিয়াছেন, সুতরাং যাইতেই হইবে। প্রবোধ সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া পত্র দিল এবং লিখিল—'মধুযামিনী যাপন তোমার ওখানেই হবে—'

কুমার বাহাদুর পত্র পাইয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল।

প্রবোধ কলিকাতা হইতে অঞ্জলি ও চিত্রাকে লইয়া মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারে কার্ম্মাটার যাত্রা করিল।

অঞ্জলির পত্র আসিল। কুমার বাহাদুর তখন কার্ম্মাটারে বসিয়া সংবাদপত্র পড়িতেছিলেন। সিমলা-বৈঠক ব্যর্থ হইয়াছে। কংগ্রেসের সহিত মুসলিম লীগের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ কংগ্রেসের দাবী পূর্ণ করিতে উদাসীন, তবে কি স্বাধীনতা সুদূর পরাহত! মুসলিম লীগ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান—'

অঞ্জলিকে পাওয়ার আশায় তাঁহার হৃদয় দুলিয়া উঠিল'।

ঊনিশ

বিবাহের পর অঞ্জলির পরিবর্ত্তন দেখা গেল।······

শুধু সেরেস্তার কাজই সে দেখেনা, জমিদারীর ভিতরে যেখানে অত্যাচার, অসন্তোষ ও বিদ্রোহ প্রকাশ পাইতেছে, সেখানেই নিজে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিল। কুমার বাহাদুরের মতামতের কোন প্রয়োজন বোধ করিল না। তাহার চিত্তে প্রজাদের দুঃখস্মৃতি প্রবল হইয়া উঠিল। মাসের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই পল্লী অঞ্চলে প্রজাদের কুটীরে কুটীরে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রজারা বিস্মিত।

চিত্রার জমিদারী পরিচালনা পদ্ধতির সহিত প্রজারা পূর্ব্বে পরিচিত হইয়াছিল। সে পদ্ধতির ভিতর কূট রাজনৈতিক পরিচয় পাওয়া

গিয়াছিল। অঞ্জলিকে তাহারা তাহাদের হৃদয়ের ক্ষেত্রে পাইল। তাই তাহাদের আনন্দ বিশেষরূপে ফুটিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে সাম্প্রদায়িক বিষবহ্নি জলিয়া উঠিয়াছে। সমগ্র বাংলায় বৃটিশের চক্রান্তে লীগ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে লীগ ফণ্ডের জন্য জোর জুলুম করিয়া প্রত্যেকের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করা হইতেছে।

মুসলমান প্রজারা হিন্দু জমিদারকে খাজনা দিতে অনিচ্ছুক—আদালতে মামলা রুজু করিলেও কোন প্রতিকার হয় না। বর্ত্তমান সময়ে কোন গণ্ডীবদ্ধ সমাজের আদর্শ টিঁকিতে না পারিলেও তাহাতে ভিত্তিস্থাপন করিয়া মুস্‌লিম্ রাষ্ট্রগঠন ও ইস্‌লামীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতি সমগ্র বাংলার উপর যাহাতে সম্ভব হয় তজ্জন্য ভীষণ চেষ্টা চলিতেছে।

অঞ্জলি অ-সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি লইয়া প্রজাদের সুখ দুঃখের সহিত নিজেকে জড়িত করিতে উদ্যত হইল। বহু মুসলমান প্রজার ধারণা হইল তাহাদের জমিদার গৃহিণী দায়ে পড়িয়া তাহাদের তোষামোদ করিতেছে—মোল্লা মৌলানারাও সেই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এমন অনেক মুসলমান প্রজাও দেখা গিয়াছিল যাহারা তাহাকে শ্রদ্ধার আসনে বসাইয়াছিল সহৃদয়তার জন্য। তাহারা কোনমতেই মনের কোণে স্থান দিতে পারে নাই যে স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া সে তাহাদের সহিত মিশিতে বাধ্য হইতেছে।

—কুমার বাহাদুর মন্বন্তরের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া এযাবৎ প্রজাদের কল্যাণে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন কিন্তু কখনও জমিদারীর বিভিন্ন পরগণা পর্য্যবেক্ষণ করিতে যান নাই, চিত্রাও যায় নাই। ম্যানেজারই মাসে মাসে জমিদারী দেখিতে যাইত। সাধনা সেন ও তাহার দলের লোকেরা জেলে যাওয়ার পর কিছুদিন কোন গণ্ডগোল হয় নাই, আবার সূচনা দেখা গেল। তাহারও কারণ আছে। বাংলার রাজনৈতিক আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। প্রায় দশ বৎসর লীগ-মন্ত্রীত্ব দেশের কোন

কল্যাণ করে নাই—স্বার্থপর অর্থলোলুপ হইয়া অন্যায় অবিচার ও অত্যাচার করিয়া আসিতেছে। পঁয়ত্রিশ সালের আইন দেশের উপর মুসলমান প্রাধান্য আনিয়া হিন্দুরই সর্ব্বনাশ করিয়া চলিতেছে—বাংলার ব্রিটিশ লাট গদীতে বসিয়া মজা দেখিতেছেন।

অঞ্জলি যে মৌজায় যায় সেখানেই জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল দুঃস্থ-জনকে সাহায্য করে এবং সকলের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখে। প্রত্যেককেই বলে সুন্দর প্রারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাস করিবার জন্য নৈতিক অধিকার অর্জ্জন করিতে এবং অ-সাম্প্রদায়িক মনোভাব গঠন করিতে। হিন্দুরা তাহার নির্দ্দেশ অনুসারে চলিতে ইচ্ছুক, কতিপয় মুসলমানও সম্মতি দিয়াছে কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান পাকিস্থানের স্বপ্ন দেখিতেছে। তাহারা কথা অগ্রাহ্য করে, তাহাকে বক্রোক্তি করে এবং অশিষ্টতা দেখায়। অঞ্জলি নীরবে সহ্য করে এবং বলে—'পাকিস্থান হোলেও এটা জেনো তোমরা সুখী হোতে পার্‌বেনা···তোমাদের ওপর অবাঙালী আধি-পত্য কর'বে, তোমরা তাদের চোখে হয়ে উঠ্‌বে ঘৃণার পাত্র—'

তাহারাও উত্তর দিয়া বলে—'পরে দেখা যাবে, কাফেরের কাছ থেকে আমরা তফাৎ হোতে চাই—'

অঞ্জলি বলে—'পুরুষানুক্রমে হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই হয়ে এদেশে বাস করে আস্‌ছে, আজ একথা বল্‌ছ কেন,—'

'—জিন্না সাহেব যা বল্‌বেন আমরা তাই করবো—'

তাহারা কোন কথা শোনে না, তবু অঞ্জলি তাহাদের উপর সম্প্রীতি দেখা দেয়। কমিউনিষ্ট ও মুস্‌লিম লীগ এই দুইটী দল কুমার বাহাদুরের সমগ্র জমিদারীর ভিতর গোপনে গোপনে কাজ চালাইয়া যাইতেছে। সমস্যা নিতান্ত জটিল। চিত্রা এ সব সমস্যা চাপা দিয়া কেবল গ্রামের মোড়লদিগকে টাকা ছড়াইয়া কোন গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইতে দেয় নাই—সাধনা সেনের দল জেলে যাওয়ার পর প্রজারা জমিদারকে একটু ভয়ও

করিতেছিল। যেদিন অঞ্জলি জটিলতাকে সহজ করিবার জন্য সচেষ্ট হইল সেদিন মুস্‌লিম লীগও সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইয়া গ্রাম্য জীবনকে বিষাক্ত করিতে লাগিল। গুণ্ডামি ও মারপিট আরম্ভ হইল। মুসলমানের সাত খুন মাফ—হিন্দুর যত দোষ—পুলিস ও আদালতের এই মনোভাব।

চিত্রা যে ভাবে জমিদারী চালাইবার জন্য অঞ্জলিকে পরামর্শ দিয়াছিল সে তাহা গ্রহণ করে নাই। অঞ্জলির অন্তর সমাজতান্ত্রিক হইয়া উঠিয়াছে। সে সাম্য মৈত্রীর দিকে নিজেকে উপস্থিত করিয়াছে। যে দেশে নিরক্ষরতা দুইশত বৎসরের ইংরাজ শাসনে এক বিন্দুও যায় নাই সে দেশে প্রাণাদর্শ উচ্চে প্রতিষ্ঠা করিলেও বিপদ আছে। নিরক্ষরেরা নিজেদের ভালো মন্দ বুঝিতে পারে না, গড্ডলিকাব প্রবাহে গা ভাসাইয়া দেয় এবং মোড়লেরা যাহা বলে তাহাই শুনিয়া থাকে।

নিরক্ষরদিগের নিকট অপমানিত হইয়াও অঞ্জলি কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হয় না। সে বুঝায় হিন্দু অথবা মুসলনান কেহই কাহারও শত্রু হইতে পারেনা—হওয়াও পাপ। ভারতে একই মাটিতে একই আবহাওয়ার মধ্যে একই অন্নে তাহারা লালিত পালিত। প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতে হইবে এবং বিশ্বাস ও মৈত্রী বজায় রাখিতে হইবে। এসব কথা ব্যর্থ হইয়া যায়।

আগষ্ট মাসে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সময় হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে যে ভীষণ দাঙ্গা বাধিল, তাহা শুধু কলিকাতায় নয়, মফঃস্বলেও স্থানে স্থানে দেখা গেল। কুমার বাহাদুরের জমিদারীর অন্তর্গত কয়েকটী স্থানে দাঙ্গার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইল। কুমার বাহাদুর অঞ্জলিকে কলিকাতার বাহিরে যাইতে দিলেন না। অঞ্জলি ক্ষুব্ধ হইল।

কুমার বাহাদুর বলিলেন—এ সময়ে যাওয়া চলে না, শেষে 'হয় প্রাণ হারাবে, নয় হরণ হবে—'

অঞ্জলি উত্তর দিল—'এত ভয়, এতই অক্ষম শক্তিহীন আমরা? প্রজাদের দুঃখ কষ্ট দেখ্‌ব না—'

'—জানোনা কাদের মধ্যে গিয়ে পড়্‌বে? গুণ্ডার দল পাশবিকতাই বোঝে ভালো, ওরা ধর্ম্মের কাহিনী শুনতে চায় না, ওরা কোন আদর্শ মানে না—এখনও লীগমন্ত্রিত্ব বহালতবিয়তে আছে—বাংলাকে পাকিস্থান করবেই—ইংরেজ বুঝিয়েছে মুষ্টিমেয় হয়েও যদি তারা ছোট দ্বীপের অধিবাসীরা অর্দ্ধ পৃথিবী জুড়ে সাম্রাজ্য সৃষ্টি করতে পেরে থাকে আর ওরা পাকিস্থান সৃষ্টি কর্‌তে পার্‌বেনা? পশ্চাতে আছে মার্কিন জাতির শয়তানী—আর সাগর পারের আশা ভরসা পেয়েই ওরা কোমর বেঁধে লেগে গেছে—'

অঞ্জলির চোখের দৃষ্টি গভীর চিন্তাপূর্ণ—মন পড়িয়া থাকে জমিদারীর প্রজাদের উপর। নিয়মিতভাবে পত্র আসেনা, সংবাদ চলাচলের পথ বন্ধ। মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে মফঃস্বল বার্ত্তায় খুব সংক্ষিপ্ত খবর থাকে—লুঠতরাজ, মারপিঠ, হত্যা, অগ্নিকাণ্ড চলিতেছে। শবাচ্ছন্ন কলিকাতা সহর। ছাদের উপর হইতে দেখে বস্তিতে আগুণ জ্বলিতেছে। বোমার আওয়াজ কাণে আসে, বন্দুকের আওয়াজও পাওয়া যায়। হাট বাজার বন্ধ। দোকান লুটপাট হয়, মোটর লরী ও ঘোড়ার গাড়ী পুড়াইয়া দিয়া চতুর্দ্দিকে পৈশাচিক উল্লাস দেখা যায়। হল্লা চীৎকার কাণে আসে—আল্লা হো আকবর, জয় হিন্দ। ইহারা কি রক্তপিপাসু বন্য পশুর মত!

বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠে। বহু মৃতদেহ নর্দ্দামায় পড়িয়া রহিয়াছে কী বীভৎস চেহারা!

অঞ্জলি লক্ষ্য করিল একটা ছাদের উপর কয়েকজন লুকাইয়া

বসিয়া আছে। পার্শ্বের বস্তিতে আগুন লাগিয়াছে—দাউ দাউ করিয়া আগুন গগনচুম্বী হইয়া উঠে। যে ছাদে কয়েকজন লুক্কায়িত তাহার নীচে পেট্রল পাম্প করিয়া একদল লোক আগুন ধরাইতেছে।

অঞ্জলি দ্রুতবেগে দোতলায় নামিয়া কুমার বাহাদুরকে বলিল—'এখুনি ব্যবস্থা করা দরকার—ওপরে এসে দেখো কি ব্যাপার!—'

কুমার বাহাদুর বলিলেন—'দেখেই বা কি হবে! আমরা কোন প্রতিকারই করতে পারবনা, টেলিফোন করলেও পুলিস বা দমকল কেউ আসবেনা—'

'ফোর্ট উইলিয়মে ফোন করলে হয় না?—'

'—কোন জায়গায় 'কনেক্‌সান' দেওয়া বারণ, শুনেছি কল্‌কাতাকে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করবার জন্য পোড়ামাটির উদ্দেশ্যে বিরাট চক্রান্ত হয়েছে—'

'—তবে কি হবে? মহেশ বাবুকে ডাকি—'

'—উনি কি করবেন?—'

এমন সময়ে প্রাসাদের ফটকের কাছে আর্ত্তনাদ শোনা গেল। জনতা আসিয়া চীৎকার করিয়া বলে—'আপনারা বাঁচান, আমাদের বস্তি পুড়িয়ে দিয়েছে—আমাদের পাশের কোঠা বাড়ীতে আগুন ধরে গেছে—গুণ্ডার দল মেয়েদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে—'

অঞ্জলি স্থির থাকিতে পারিল না। কুমার বাহাদুরকে বলিল—'চল আমরা বন্দুক নিয়ে ওদের রুখবো—যেমন করে হোক্ রুখবো—'

'—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, আমরা পারবোনা, মাঝে পড়ে মারা যাবো—মুহূর্ত্তের ভুলে পরে অনুশোচনা করতে হবে—'

'—এত ভয় তোমার? বাধ্য হয়ে আমাকেই যেতে হবে দেখ্‌ছি—'

'—সে কি কথা!—'

অঞ্জলি কথায় কাণ না দিয়া মহেশ দাসকে নীচে গিয়া ডাকিল। সে

আসিতেই বলিল—'আসুন আমার সঙ্গে—ফটকের কাছে ঐ যে অসহায় লোকগুলো আর্ত্তনাদ কর্‌ছে ওদের ভিতরে এনে সব কথা শুন্‌তে হবে আর গুণ্ডাদের দমনের ব্যবস্থা কর্‌তে হবে—'

'—আমরা কখন পারি?—'

'—কোন কথা শুন্‌তে চাইনে ম্যানেজার বাবু, পার্‌তে হবে, আপনি আমার নুন খাচ্ছেন—আপনারাও দেখ্‌ছি মানুষ বলে পরিচয় দেবার মত ন'ন—'

কুমার বাহাদুর অঞ্জলির কাছে ছুটিয়া আসিলেন। বলিলেন—'অঞ্জলি স্থির হও, এ সময়ে ঝোঁকের মাথায় কিছু করোনা—'

অঞ্জলি কথায় কাণ দিল না। ফটকের কাছে আসিয়া দরোয়ানকে বলিল—'ফটক খুলে দাও—'

দরোয়ান বলিল—'মাইজী আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে—'

'—আমি যা বল্‌ছি তুমি শুন্‌বে কিনা দরোয়ান—'

—ফটক খুলিয়া দিতেই জনতা ভিতরে প্রবেশ করিল।

অঞ্জলি বলিল—'তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র আছে—'

জনতার ভিতর হইতে কযেকজন বলিযা উঠিল—'আমাদের কিছু নেই—'

'—অস্ত্রশস্ত্র দিলে লড়্‌তে পার্‌বে?—'

'—নিশ্চয়ই—'

'—আমিও তোমাদের সঙ্গে বন্দুক নিয়ে এগোতে চাই—'

কয়েকজন আপত্তি করিল পাছে' অঞ্জলি বিপন্ন হইয়া পড়ে। কুমার বাহাদুর ও মহেশ দাস নিষেধ করা সত্ত্বেও অঞ্জলি কোন কথা শুনিল না। মহেশ দাসকে বলিল—'লাঠি, তরোয়াল, ডাণ্ডা যা কিছু আছে ওদের দিযে দিন, তোমরা দাঁড়াও—বন্দুক নিয়ে আসি, আমিও যাবো—'

কুমার বাহাদুর অঞ্জলির পিছু পিছু উপরে উঠিযা বলিলেন—'যেওনা জীবনের উপরও কি তোমার কোন মমতা নেই!—'

'—যেখানে পুরুষ নির্ব্বীর্য্য সেখানে নারীকেই এগিয়ে যেতে হয়ঃ তোমার পৌরুষ নেই, তুমি পুরুষ নও—তা যদি হোতে এদের ডাকে সাড়া দিতে—'

কুমার বাহাদুর তাহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া প্রস্তরস্তম্ভের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অঞ্জলি কোমরে ছোরা রিভলবার বাঁধিয়া স্কন্ধে রাইফেল তুলিয়া লইল। দেহের উপর টোটার মালা ঝুলাইয়া নীচে নামিযা আসিল। কুমার বাহাদুর তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন।

মহেশ দাস চাকরদিগকে হুকুম করিতেই তাহারা কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও হাতবোমা আনিয়া দিল।

অঞ্জলি বলিল—'আপনার বন্দুক নিয়ে আসুন—'

জনতাকে পশ্চাতে লইয়া মহেশদাসের সহিত অঞ্জলি রাস্তায় আসিল। কুমার বাহাদুর ফটকের বাহিরে যাইতে সাহসী হইলেন না, কি করিবেন কিছুই ঠিক পাইতেছিলেন না। অর্দ্ধোন্মাদের মত অঞ্জলির দুঃসাহস লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। উহারা চলিয়া গেল। কুমার বাহাদুর ফটক বন্ধ করিতে বলিয়া ধীরে ধীরে ছাদে উঠিলেন। দেখিলেন পুরোভাগে অঞ্জলি বীরাঙ্গনার মত চলিয়াছে, পার্শ্বে বন্দুক কাঁধে মহেশ দাস, পশ্চাতে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া জনতা হল্লা করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ।'

সম্মুখে লীগ গুণ্ডারা উত্তর দেয়—'আল্লা হো আকবর, লড়্‌কে লেঙ্গে পাকিস্তান, মার্‌কে লেঙ্গে পাকিস্তান'—তাহাদের কয়েকখানি লরীও রহিয়াছে।

কুমার বাহাদুর এ দৃশ্য দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। অঞ্জলির

প্রত্যাবর্ত্তনের আশা তাঁহাকে একরূপ ছাড়িয়াই দিতে হইল।

ভীষণ সংঘর্ষ চলিতে থাকে। এধারে-ওধারে গোলাগুলি ও বোমার আওয়াজ শোনা যাইতেছিল। প্রতি মুহূর্ত্তটী কুমার বাহাদুরের নিকটই নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। ভাবিতে থাকেন—অঞ্জলি বুঝি নাই।

সমগ্র রাস্তাটী ধূম্রাচ্ছন্ন হইয়া গেল। কিছু দেখা যাইতেছিল না। কুমার বাহাদুর ভীষণ বিপন্নতার আশঙ্কা করিতে ছিলেন। এ অঞ্চলে হিন্দু মুসলমানের মিশ্রবসতি—দূরে একটী মসজিদের গম্বুজ দেখা যাইতেছিল। এক এক সময় তাঁহার মনে হইতে ছিল বিপদের সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করিয়াই ঐ সংঘর্ষের সম্মুখীন হইবেন···কিন্তু জীবনের ভয় এরূপ হইয়া দাঁড়াইল যে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল।

প্রায় এক ঘণ্টার পর অঞ্জলি কতকগুলি বিপন্না নারীকে উদ্ধার করিয়া তাহাদের সহিত প্রাসাদে আসিল। পশ্চাতে বহু লোক তাহাকে অনুসরণ করিয়া জয়ধ্বনি করিতে থাকে। গুণ্ডার দল পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

বিপন্না নারীদের অধিকাংশই অভিভাবকশূন্য। কাহারও স্বামী নাই, কাহারও মাতা পিতা নিখোঁজ, কাহারও বা ভ্রাতাভগ্নী ঘাতকের হস্তে নিহত। অঞ্জলির আশ্রয়েই তাহারা রহিল। যাহাদের বস্তি পুড়িয়া গিযাছে তাহারাও প্রাসাদের মধ্যে থাকিবার স্থান পাইল। চতুর্দ্দিকে অঞ্জলির প্রশংসা ছড়াইয়া পড়িল—হ্যাঁ—বড়লোকের বধূর ভিতর মহাশক্তি জাগ্রত।

এরাত্রে অঞ্জলির মনের অবস্থা আদৌ ভালো নয়। স্বামীকে বলিল—'তোমরা এত কাপুরুষ! ছিঃ ছিঃ—এর পর আর তোমার সঙ্গে আমার থাকা চলেনা, তোমাকে স্বামী বলে পরিচয় দিতেও আমার লজ্জা হয়। তুমি জানো না যে কি তুর্দ্দশার মধ্যে এই অঞ্চলের গরীব গেরস্ত পরিবার

গুলো রয়েছে, আজ ওদের সহায় সম্বল কিছু নেই—তোমার মত ভীরু পুরুষ জাতির বোঝা, এ বোঝা বয়ে জাতির কোন কল্যাণ করা যায় না—'

কুমার বাহাদুর তাহার বীরত্বের প্রশংসা করিতে থাকেন কিন্তু তাঁহার কোন কথাই তাহার মনের অবস্থা ফিরাইতে পারিল না। সে বলিল—'তোমার সংস্পর্শে থাকা শুধু লজ্জার কথা নয়, মহা পাপও বটে—আজ বাঙালী পুরুষ নির্ব্বীর্য্য ক্লীব ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাক্‌বে আর তার ঘরের কুলবধূ বেরোবে বন্দুক কাঁধে করে গুণ্ডা দমন কর্‌তে—কেমন?—তোমাকে স্বামী বলে পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ কর্‌ছি—'

কুমার বাহাদুর বলিলেন—'এর পর তুমি কি কর্‌তে চাও—'

'—দেখ্‌তে পাবে কি করি, নারীত্বকে বিসর্জ্জন দিয়ে পুরুষত্বই নিযে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যাবো—'

কুমার বাহাদুর তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কোন কথা বলিলেন না। তাহার অগ্নিগর্ভ কথা এবং বহ্নিশিখার মত মুখের অবস্থা তিনি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন—মাত্র কিছুদিন বিবাহ হইয়াছে। নিজের মনে বলিলেন—'এবার তবে কি বিচ্ছেদের পালা! জীবনে একদিনও কোন দিক দিয়ে সুখী হোতে পার্‌লাম না, দুর্ভাগ্য—সত্যই দুর্ভাগ্য আমার—নারীর কাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশের পর পুরুষের ভাগ্যে এইরকম শোচনীয় পরিণতিই ঘটে থাকে—'

কুমার বাহাদুর সজোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। অঞ্জলির ক্ষুব্ধ অন্তরে তখন দারুণ ঝড় উঠিয়াছে। মনের আকাশে ঘন কালো মেঘ জমাট বাঁধিয়াছে। কুমার বাহাদুরের কোন কথাই তাহার ভালো লাগিতেছিল না।

শেষে বলিল—'আমাকে জ্বালাতন করো না, আজ থেকে জেনো আমি তোমাকে ভালো বাসিনে, ঘৃণা করি—'

কুমার বাহাদুর কোন কথা বলিলেন না, দোতলায় উঠিয়া গেলেন।

—কুড়ি—

'—ও যে চলে গেল অভিমান করে, কিছু বলে গেল না প্রবোধ!—'

কুমার বাহাদুর এই কথা কোন প্রকারে বলিয়া নীরব হইলেন। কলিকাতা সহরে সাময়িক ভাবে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের যবনিকা পতন হইয়াছে। রাস্তায় লোক চলাচল দেখা যায়। সহর সামরিক শক্তির অধীনে। ইংলণ্ডের শ্রমিকমন্ত্রীপরিষদের আনুকূল্যে ভারত শাসন অন্তঃবর্ত্তী সময়ের জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সদস্য লইয়া বড়লাট বাহাদুর পরিচালনা করিবেন এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। জহরলালকে প্রধান মন্ত্রীত্ব দেওয়া হইয়াছে কিন্তু লীগের পক্ষ হইতে এ ব্যবস্থা উপেক্ষিত হওয়ায় ওয়াভেল দারুণ সমস্যায় পড়িয়াছেন— চিত্রা এই সকল কথা সংবাদ পত্র লইয়া পড়িতেছিল। প্রভাতের আলো তখন বাতায়নের ফাঁক দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছিল। বিষাদের ছায়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অবর্ণনীয় অবসাদে কুমার বাহাদুরের হৃদয় পীড়িত। মুখ পাংশুবর্ণ। পূর্ব্বদিন সায়াহ্নে প্রবোধ ও চিত্রা টেলিফোনে সংবাদ পাইয়া এখানে আসিয়াছে। 'কারফিউ' হওয়ায় বাড়ী ফিরিতে পারে নাই।

কুমার বাহাদুরকে প্রবোধ সান্ত্বনা দিতে থাকে। বলে—'বউদি ফিরে আস্‌বেন, তোমাকে ছেড়ে কি থাক্‌তে পারেন! ও একটা সাময়িক উত্তেজনা, তাই নাটকীয় ব্যাপার ঘটিয়ে চলে গেলেন—'

'—কিছু বলেও গেল না, সঙ্গে কিছু নিয়েও গেলনা,—শুধু শাঁখা পরে—'কুমার বাহাদুরের কণ্ঠস্বর বদ্ধ হইয়া আসিল। চিত্রা সংবাদপত্র টেবিলের উপর রাখিয়া কুমার বাহাদুরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। ক্ষণমুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া বলিল—'বউদির চরিত্র অদ্ভুত! যাঁকে দেখেছি আপনার জীবনের জন্যে নিজের জীবনপাত করবার দৃঢ়সঙ্কল্প, তাঁকেই আবার দেখলাম স্বামী আর সংসার সব ছেড়ে দিয়ে দুঃসাহসিকতার পথে

যাত্রা—যাঁর ভেতর দেখেছি ভোগবিলাসের মাদকতা তিনি আজ ত্যাগী—তাঁকে চিন্‌তে পার্‌লাম না—'

'—সে কি বলে গেল জানো চিত্রা! সে বল্‌লে, তাও ব্যঙ্গস্বরে—বল্‌লে, আজ বাঙ্‌লার সভ্য সমাজে তোমাদের মত ভীরু কাপুরুষের আবির্ভাবেই বাংলার এই দুর্দ্দশা! বলো আমি কাপুরুষ কোথায়—প্রকাণ্ড একটা দাঙ্গাকারীর দলকে রুখ্‌তে যাওয়া সোজা কথা?—'

'—যারা এসেছিল আপনার ফটকের কাছে তারা আর্ত্ত জনতা, দাঙ্গাকারী নয়—তাদের ডাকে সাড়া দেওয়া আপনারই উচিত ছিল প্রথম, মানুষ যদি মানুষের বিপদে সাহায্য না করে, নিজের সর্ব্বস্ব পণ করে জীবন তুচ্ছ করে আর্ত্তের ডাকে যদি সাড়া না দেয়, তা হোলে মনুষ্যত্ব কোথায়! জানি আপনি বহু অভাবগ্রস্ত দুঃস্থ লোকের চোখের জল মুছিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়েছেন, বহু লোকের উপকার করেছেন, সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে দাঁড়িয়ে প্রজাদের কল্যাণ করেছেন, আমাদের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচন করেছেন—তবু, তবু আপনার কাছ থেকে—'

চিত্রার কথা সম্পূর্ণ না হইতে দিয়া প্রবোধ বলিল—'তা বলে কুমার বাহাদুর গুণ্ডাদের কাছে প্রাণ দিতে পারে না—'

'—কই? তাঁর স্ত্রীতো থাক্‌তে পার্‌লেন না, প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়েই এগিয়ে গেলেন—তিনি সুন্দরী যুবতী, বড়লোকের মেয়ে ও বধূ, অন্তঃপুরেই তাঁর থাক্‌বার কথা, তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠ্‌লো, জীবন তুচ্ছ করে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লেন: তবে এটা জেনো কোন মহৎ কাজে এগিয়ে গেলে সহজে বিপদ আসে না—একথা বল্‌ছ, তুমিও তো বউদির মত বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে যখন আমাদের পাশের বাড়ী লীগ গুণ্ডারা আক্রমণ কর্‌তে এসেছিল, আমাদের কারও কথা শোনোনি—রাস্তায় গিয়ে বন্দুক চালিয়েছিলে—'

কুমার বাহাদুর বিস্মিত হইয়া বলিলেন—'বলো কি চিত্রা? প্রবোধের এত সাহস?—'

প্রবোধ বলিল—'ও কথা ছেড়ে দাও, তুমিও যেমন—এখন বউদিকে ফিরিয়ে আন্‌তে হবে কিন্তু তিনি কোথায়? তাঁর বাপের বাড়ী ফোন করে জানা গেছে সেখানে নেই, তোমার কোন জমিদারীর মধ্যেও গিযে থাকতে পারেন—বিভিন্ন কাছারীতে সংবাদ পাঠাও—জমিদারীর ভেতরই আছেন—'

'—মনে হয় না প্রবোধ, তার হাতখানি ধরে বল্‌লাম তোমায় হৃদয দিয়ে ভালোবাসি, আর তুমি চলে যাচ্ছ, সে বল্‌লে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে: মিছে কথা, ভালবাস্‌তে তুমি শেখোনি, ভালোবাসা কারে বলে জানো না, ভালবাসার অভিনেতা হোতে পারো প্রকৃত প্রেমিক নও, আমাকে প্রকৃত ভালবাসোনি, ভালবাস্‌লে ঐ সব অসহায় বিপন্ন নরনারীকে উদ্ধার কর্‌তে', তাদের জন্যে প্রাণ দিতেও দ্বিধাবোধ কর্‌তে না—তুমি পুরুষ নও, এই ধিক্কার ভৎ‍র্সনা আমাকে অবলীলাক্রমে সহ্য কর্‌তে হোলো, বল্‌লাম: বেশ এবার থেকে তাই করবো, বল্‌লে অনুরোধের তাগিদে কোন কিছু করা পছন্দ করিনে, প্রাণ তো সাড়া দেয় নি—আমার মনে হয় তোমার মা আর বউদি যেখানে আছেন সেখানে গিযে উঠ্‌তে পারে—'

'—কাশী যাবার মেয়েই নয়, তিনি বাঙ্‌লা আর বাঙালীকে ভালোবাসেন, হাজার হোক এখনও মনের মধ্যে কমিউনিজম আছে, কথাবার্ত্তায় কেবল মার্কসের বুলি শুনিয়েছেন, সাম্যবাদ সমাজ তন্ত্রবাদ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন—তা না হোলে বিয়ের পরই চলে গেলেন গাঁয়ে চাষাভূষোদের ভেতর—বউদি আর মা তপজপ নিয়েই আছেন, তিনি তো এসব উপহাসই করেন—প্রজাদের দুঃখে উনি কাতর—'

'—এতে আমার খুব ক্ষতি হয়েছে প্রবোধ! প্রজারা আমাকে মানে না,

স্বীকার করে না, খাজনা বাকী রাখ্‌ছে—চিত্রা যখন ছিল এখানে, নানা বাধাবিপত্তি বিদ্রোহের ভেতরও জমিদারী শাসন ঠিকমত চালানো গিয়েছে—হ্যাঁ, একটা কথা বল্‌ছিলাম, তোমরা এখানে কিছুদিন থাকো, তবু শান্তি পাবো—'

প্রবোধ বলিল—'কিন্তু আমার ঘর সংসার দেখ্‌বে কে?—'

'—ঘর সংসার বল্‌তে স্বামী স্ত্রী, চিত্রা! তোমার কি মত?—'

'—আমার মতামতের ওপর তো কিছু নির্ভর কর্‌ছে না, তবে একদিন আপনার আশ্রয়ে এসে আজ জীবনের মরুভূমিকে শ্যামল করেছি, আর কেউ না হোক, আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ—তাই আপত্তি কর্‌তে পারি নে, আমরা থাক্‌লে যদি আপনার মন ভালো থাকে তাহোলে আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে স্বার্থ ত্যাগ করে এখানে থাকা—'

প্রবোধ স্ত্রীর কথা শুনিয়া শুধু বিস্মিত নয়, লজ্জিতও হইল। আপত্তি করিতে পারিল না। কুমার বাহাদুর আনন্দ লাভ করিলেন। বলিলেন —'তা হোলে চিত্রা, এক কাজ করো,– তোমার ড্রাইভারকে ডেকে বলে দাও, যে গাড়ী নিয়ে ফিরে যাক্‌'।

কুমার বাহাদুরের কথামতই কাজ হইল। এখান হইতেই প্রবোধ নিত্য অফিস যাওয়া আসা আরম্ভ করিল। মহেশ দাসের স্ত্রী নীলিমা বেশীর ভাগ সময়েই চিত্রার তত্ত্বাবধান করিতে থাকে।

সেরেস্তায় এ সংবাদ গিয়া পৌঁছিল। চিত্রার পুনরাবির্ভাবে সকলেরই মন হঠাৎ যেন ভাঙিয়া পড়িল। মহেশ দাস বলিল—'আবার মা ঠাক্‌রুণ এলেন, বোধ হয় এবার পাকাপাকি হয়েই বস্‌বেন—'

শ্রীকৃষ্ণ তালুকদার বলিল—'তা বস্‌বেন বৈ কি, এখন তো আর শ্রীমতী নেই—তাঁর হাতে সেরেস্তা আমায় একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গিয়েছিল—'

'—সে আর বল্‌তে, এখন ইনি যদি এষ্টেটের কাজকর্ম্ম দেখা করেন তা হোলে আমাদের তল্পিতল্পা গুটোতে হবে, যা মাইনে পাই তাতে পেট চলে না, দুটো পয়সার মুখ দেখা যাচ্ছে না—'

বৃদ্ধ আমিন মহাশয় হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে বলেন—'রহস্যটা বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে, শ্রীমতী গোলমালের ভেতর কারও সঙ্গে জমিয়ে নিয়ে সরে পড়লেন না তো? যে রকম রাতদিন এখেনে হট্টগোল আরম্ভ হয়েছিল—সোমত্ত বয়েস—'

শ্রীকৃষ্ণ তালুকদার মৃদু হাসিল। বলিল—'এখেনে থেকেও কোন অসুবিধা হোত না, যাবার দরকার হোলো কেন বুঝিনে—'

বৃদ্ধ আমিন মহাশয় হুঁকায় কয়েকটা টান দিয়া জোরে ধোঁয়া ছাড়িলেন। বলিলেন—'চোরা প্রেমের ঝামেলা বেজায়, তাই হয়তো সরে পড়্‌লেন—'

সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিল। মহেশ দাস বলিল—'বিয়ে করে ভদ্রলোককে মজাবার কি দরকার ছিল?—'

বৃদ্ধ আমিন মহাশয় বলিলেন—'আমার এতখানি বয়েস হোলো, কত কাণ্ডই না দেখ্‌লাম এখনকার দিনে সব কাজেই আটপৌরে আর পোষাকে ভাব রাখতে হয়—'

শ্রীকৃষ্ণ তালুকদার বলিল—'অর্থাৎ বল্‌তে চান দ্বৈতভাব—কেমন?—'

বৃদ্ধ আমিন মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'ঠিক ধরেছ—'

মহেশ দাস বলিল—'চলে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না, গিয়ে ভুল করেছেন—'

এমন সময় দরোয়ান আসিয়া মহেশ দাসকে বলিল—'মাইজি ডাক্‌ছেন—'

'—তিনি কোথায়?—'

'—অফিসের ভেতর কুমার বাহাদুরের চেয়ারে বসে কাজ কর্‌ছেন—'

'—যার ভয় করেছি—'

মহেশদাস চলিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ তালুকদারের সহিত বৃদ্ধ আমিন মহাশয়ের কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। এসময়ে আমাদের মধ্যে ঐক্য থাকা দরকার, নতুবা গোলমালের সৃষ্টি হইতে পারে। এই প্রসঙ্গ লইয়া উভয়ের মধ্যে আলোচনা নিবিড় হইয়া ওঠে। নিশাকর ও খাজাঞ্চি মহাশয়কে এখানে আসিয়া আড্ডা জমাইতে দেখা গেল।

মহেশ দাস চেম্বারে প্রবেশ করিতেই চিত্রা বলিল—মুরারী চকের শ্রীধর সাউর খাজনা বাকী পড়ে রয়েছে অনেকদিন থেকে, আদায়ের চেষ্টা করা হয়নি কেন? পূর্ব্বেই বলেছিলাম বাকী খাজনাব নালিস করে দিতে, তাও করেননি—আপনারা কি ভেবেছেন বলুনতো? দান খয়রাত কর্‌বার জন্যে তো জমিদারী প্রতিষ্ঠা করা হয় নি—'

'—নাযেব মশায় কিছু না কর্‌লে—'

'—নাযেব মশায়কে হুকুম দিয়েছিলেন কিছু—'

'—না··'

'—তবে? মা ঠাকরুণ এর আগে যখন সেরেস্তা দেখছিলেন তখন তাঁকে কিছু বলেছিলেন?—'

'··তিনি ক'দিনই বা সেরেস্তা দেখ্‌লেন? মফঃস্বলে প্রজাদের দোরে দোরে ঘুরে বেড়িযেছেন···'

'···সে সব কিছু শুন্‌তে চাইনে, তাঁকে জমিদারী সংক্রান্ত এসব বলেছিলেন?···'

'···সময় হয়ে ওঠে নি···'

'···আচ্ছা, এখন যান, আপনাদের মত কর্ম্মচারী রেখে জমিদারী লাটে তুলে দেওয়া যায় না · এর ব্যবস্থা আমি কর্‌বো, শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, আমি ফিরে এসেছি—'

মহেশদাস ম্লানমুখে চলিয়া গেল।

রাত্রে নীলিমাকে বলিল—'এখানে কাজ করা আর পোষায় না, বাঙালীর ঘরে কাজ করা যে কি ঝক্‌মারি…'

'—সে সব কিছু শুনতে চাইনে, তাঁকে জমিদারী সংক্রান্ত এসব বলেছিলেন!—'

'—সময় হয়ে ওঠেনি—'

'—আচ্ছা এখন যান, আপনাদের মত কর্ম্মচারী রেখে জমিদারী লাটে তুলে দেওয়া যায় না—এর ব্যবস্থা আমি করবো; শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, আমি ফিরে এসেছি—'

মহেশ দাস ম্লান মুখে চলিয়া গেল।

রাত্রে নীলিমাকে বলিল—'এখানে কাজ করা আর পোষায় না, বাঙালীর ঘরে কাজ করা যে কি ঝক্‌মারী—'

নীলিমা হাসিয়া বলিল—'পেটে খেলে পিঠে সয়, এ সেরেস্তায় ঢুকে-ছিলে বলে তাই তিন পুরুষ বসে খাওয়ার সংস্থান করে নিতে পেরেছ, মাইনে তো মাত্র পঞ্চাশটি টাকা, এ টাকায় এ বাজারে একটা লোকের পেট কষ্টেসৃষ্টে চলে—যা দিচ্ছে তার চেয়ে ঢের বেশী রোজগার, একটা আদালতের হাকিম মাস গেলে যা মাইনে পায় তার চেয়ে বেশী তোমার আয়—তবু বলতে চাও—'

'—কুমার বাহাদুরের স্ত্রী থাকলে পড়তা ঘুরে যেতো, কপাল মন্দ, তিনি চলে গেলেন—এঁর সমুখ দিয়ে এক তিল সরবেও যাবার উপায় নেই—ভারী তীক্ষ্ণদর্শী—'

'—মাথা গরম করলে কি চলে? বরং খোঁজ করো কোথায় চলে গেছেন—তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো—'

অযৌক্তিক না হওয়ায় স্ত্রীর কথাগুলি মহেশ দাসের মনে ধরিল। বলিল—'সেই ভালো—'

রাত্রে কুমার বাহাদুরের ঘুম হয় না। ঘরের ভিতর একটা

আরাম কেদারায় বসিয়া নানা কথাই চিন্তা করিতে থকেন। সঙ্কট-জনক পরিস্থিতির মধ্যে কোথায়ই বা সন্ধান পাওয়া যায়! মনকে প্রবোধ দিতে থাকেন এই বলিয়া—চিত্রা ফিরিয়া আসিয়াছে, জমিদারী রক্ষা পাইবে। পরক্ষণে ভাবেন, জমিদারীর জন্যই বা এত মায়া কেন! কাহার জন্য তিনি জমিদারী রাখিয়া যাইবেন! আপনার বলিতে কেহ নাই। মনে হইল জীবন ধারণ জটিল হইয়া আসিতেছে। সংসারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিলে কেমন হয়? মৃত্যুই যখন ঘটিল না তখন সংসারে নিরাশ্রয়ের মত অবশিষ্ট জীবন যাপনও কম দুর্ভোগ নয়। মনের অন্যদিকে দৃষ্টি দিয়া তিনি যেন দেখিতে পাইলেন আশার উন্মোচন। রাত্রির মত দুর্ভাবনা নিবিড় হইয়া আসিল। বর্ত্তমান পৃথিবী কোন্ পথে চলিয়াছে তিনি যেন বুঝিতে পারিতেছিলেন না—অতীতের তন্দ্রাতুর অলস দিনগুলির স্মৃতি জাগিয়া ওঠে, কত আকাঙ্ক্ষা, কত কল্পনা কত পরিকল্পনাই না ছিল, আজ একে একে ধূসর—কত পরিবর্ত্তন! এত প্রবঞ্চনা—উঃ

নিজেই ঠিক করিতে পারেন না চিত্ত সুস্থ কিনা! হঠাৎ অন্তরে প্রশ্ন উঠিল—চিত্রাকেই যদি ভালোবাসা অর্পণ করা যাইত, প্রত্যাখ্যান করিতে পারিত না। আজ উহাকে সহধর্ম্মিনীরূপে পাইলে আজীবন দুর্ব্বিষহ হইত না, সুন্দরভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত—দেহ ও মনের ক্ষুধা নিবৃত্তি করা যাইত। এখন কোন উপায়ই নাই!

কোন্ এক অনতিবর্ত্তনীয় মুহূর্ত্তে অঞ্জলি তাঁহার জীবনের পথে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিল সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে নিজের মনে বলিলেন—"ও এলো আশীর্ব্বাদের মত নয়,—অভিশাপের মত—ভালোবাসার এই পরিণাম!' তাঁহার রুদ্ধ বেদনা হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গুমরিয়া উঠিল। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল।—তবুও চোখে ঘুম নাই। হায়রে অদৃষ্ট! চিত্রা ও প্রবোধ তখন দ্বিতলের কক্ষে মিলন শয্যায়

শাস্তিত আর তিনি! ভাবিতে পারেন না। পালঙ্কের উপর উঠিয়া শুইয়া পড়িলেন।

প্রবোধ ও চিত্রার মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে।......

চিত্রা বলিল—'যা পাওয়া যাবে তা পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, স্বাধীনতার ছায়ামাত্র—,প্রবোধ স্ত্রীর কথায় উত্তর দেয়—ছায়া কেন, পূর্ণই,—এখন অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার চালনা করছেন কংগ্রেস, মুসলিম লীগকে ঢোকাবার জন্যে যোগ্যতা করা হচ্ছে—ইংরেজ যাবার সময়, সকল রকমে জানিয়ে যাচ্ছে—দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর সামাজিক ভিৎ ভেঙে পড়েছে—বহুলোক গৃহহারা, লক্ষ্যহারা, সর্ব্বহারা,—যাক্, সত্য আর অহিংসার সাধনার ভেতর দিয়ে গান্ধীজীর তপস্যা ভারতের স্বাধীনতা এনে দিচ্ছে—'

'—তোমার সঙ্গে এক মত হোতে পারলাম না, গান্ধীজীর তপস্যা আর ত্যাগ, মানবিকতার আদর্শ, অহিংস নীতি প্রত্যেকটাই বিভ্রান্ত মনুষ্য সভ্যতাকে দৈবের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বটে কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ে শুধু গান্ধীজীর সাধনার কথা বললে হবে না, আরও বহু কথা বলতে হবে, বহু শহীদের স্মৃতি জাতির মনে জাগিয়ে তুলতে হবে—তারা হচ্ছে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যতীন, মায়াবী পিংলে, আসফাক্ উল্লা খাঁ এমনিধারা বহু দেশপ্রেমিক—এর পশ্চাতে আছে বিরাট ইতিহাস—কত বোমা বারুদ পিস্তল, তা ছাড়া বিয়াল্লিশের গণ-বিদ্রোহ, নৌ-বিদ্রোহ আর সবার উপরে আছে নেতাজী আর নেতাজীর আজাদ হিন্দফৌজের বিরাট আত্মত্যাগ আর অভিযান। বিশ্বাস করিনে বৃটিশের বর্ব্বর সাম্রাজ্যবাদ অহিংসার চাপে ভেঙে পড়তে পারে—'

'—তুমি না করলেও তোমার বাবার মত চিন্তাশীল পণ্ডিতরা শুধু বিশ্বাস করেন না, যুক্তির দ্বারা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেন—'

'—এর পর স্বাধীনতা পেলেও অহিংসার দ্বারা ভারত রাষ্ট্র রক্ষা করা যাবে বল্‌তে চাও?—স্বাধীনতা পাওয়ার বিঘ্ন ঘটবে জিন্নার জিগীর আর মুসলিম লীগের গুণ্ডামি আর উপদ্রবের জন্যে. দেখো আমাদের আগে বর্ম্মা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে, আমাদের মত তাদের ঐক্য-সঙ্কট নেই—'

সকালে চা পান করিতে করিতে এই সব আলোচনা হইতেছিল। কুমার বাহাদুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন—'এখন কি করা যায়? অঞ্জলির সম্বন্ধে তোমরা কিছু ভেবেছ?—'

চিত্রা বলিল—'আমাদের প্রত্যেক কাছারীতে চিঠি পাঠানো হয়েছে ওঁর অনুসন্ধানের জন্যে, কাশীতেও চিঠি লেখা গিয়েছে—সংবাদ পত্রের মারফৎ চারিদিকে জানিয়ে দেব কি?—'

কুমার বাহাদুর বলিলেন—'মোটেই নয়, এতে আত্মসম্মান থাক্‌বে না—যাই কর না কেন সংবাদপত্র আর বেতার বাদ দিযে, ঘরের কুলবধূ—কিন্তু ভাব্‌ছি শ্বশুর বাড়ীর কথা, ওরা খবরটা জেনে চুপ্‌চাপ—'

প্রবোধ বলিল—'আত্মীয় স্বজন এম্নি হযে থাকে, দুঃখ কর্‌বার কিছু নেই—'

একথার পর কুমার বাহাদুর কোন কথা না বলিয়া বারান্দার দিকে অগ্রসর হইলেন।

দিনের পর দিন উদ্বিগ্নতা এবং দুর্ভাবনার মধ্য দিয়া আসে ও চলিয়া যায়। অনুসন্ধানে ঔদাস্য নাই, অঞ্জলিকে পাওয়া যায় না। অকাতরে অর্থ ব্যয় হইতেছে। অঞ্জলির ফটো গোয়েন্দা বিভাগকে দেওয়া হইয়াছে। মফঃস্বলে প্রত্যেক কাছারীর নায়েব গোমস্তা নিজের এলাকাভুক্ত গ্রামগুলিতে তল্লাস করিতেছে.। সদরের সেরেস্তার আমলারাও নিশ্চেষ্ট নহে। চিত্রার কর্তৃত্ব ইহাদের মনে ভীতির সঞ্চার করিতেছে.। অঞ্জলি না আসিলে পরিচালনা ও তদারকের ভার ইহার উপরই থাকিবে।

কাহারও ভাগ্যে এক পয়সাও বাড়তি রোজগার হইবে না। তাই সকলে অঞ্জলিকে ফিরিয়া পাইবার জন্য আগ্রহশীল। পত্র চতুর্দ্দিকে দেওয়া হয়। ভাগ্য এমনই মন্দ কেহ উত্তরে অঞ্জলির অনুসন্ধান দিতে পারে না। চন্দ্রার পত্রে জানা গেল কাশীতেও যায় নাই। তবে কোথায় সে? অনেক দিন এইভাবেই গেল, নবেম্বর মাসও প্রায় শেষ হইয়া আসে—তারপর একদিন সকালে তাহার সম্বন্ধে সন্ধান পাওয়া গেল।

সে দিন ছিল রবিবার। সকালেই প্রচুর অবসর পাওয়া গেল, চায়ের মজলিস চলিতেছিল। কুমার বাহাদুরের সঙ্গে প্রবোধ ও চিত্রা গল্প করিতেছিল। দরোয়ান অনেকগুলি সংবাদপত্র দিল। সংবাদপত্র আসায় গল্পের বিরতি ঘটিল। সংবাদপত্রের ভিতর সকলেই মনোযোগী। দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালি সম্বন্ধে জানিবার জন্য ব্যগ্র।......

হঠাৎ চিত্রার নজরে পড়িল একটী মহিলা শিবিরের ফটোর দিকে—গান্ধীজীর সহিত কয়েকজন মহিলাকর্ম্মী আলাপরত। চিত্রা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিল—'হ্যাঁ, এই তো সে? এই তো সে?—'

কুমার বাহাদুর ও প্রবোধের মুখে শোনা গেল—'কি ব্যাপার!—'

চিত্রা ছবিখানি দেখাইয়া বলিল—'ঐ তো বউদি—'

উভয়ে বারম্বার নিরীক্ষণ করার পর সংবাদটীও দৃষ্টিগোচর হইল—নোয়াখালির দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলের বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে জয়াগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়াছে। চৌমুহনী হইতে গান্ধীজী রামগঞ্জ থানার গোপেরবাগ এবং লক্ষ্মীপুর থানার দত্তপাড়া প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া জয়াগে আসিয়াছেন। অঞ্জলি দেবীর অধিনায়কতায় মহিলা স্বেচ্ছা-সেবিকারা বহুধর্ষিতা ও ধর্ম্মান্তরিতা নারীর উদ্ধার করিয়াছেন। মহাত্মার উপস্থিতিতে হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে ইউনিয়ন গুলিতে যুক্ত শান্তি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

কুমার বাহাদুর অঞ্জলির প্রতিকৃতি ও সংবাদ দেখিয়া এবং শুনিয়া আনন্দ অনুভব করিলেন। বলিলেন—'দুঃসাহসী বটে! গুণ্ডাশাসিত জায়গায় গিয়ে কাজ কর্‌ছে, কোন সময়ে ওকেই বিপদে ফেলতে পারে—কি ভাবে কাজ করে বাহাদুরী পাচ্ছে বুঝিনে—'

প্রবোধ বলিল—'মেয়েরা যুগে যুগে পুরুষের ওপর টেক্কা দিয়ে আস্‌ছে কুমার বাহাদুর! ওরা মহাশক্তির অংশ, যারা ওদের ধর্ষণ করে, নির্য্যাতন করে, অসম্মান করে তাদের ধ্বংস হবেই—'

চিত্রা বলিল—'এই দাঙ্গায় লীগ গুণ্ডারা মেয়েদের ওপর যে নৃশংস অত্যাচার কর্‌ছে তার প্রতিক্রিয়ার বিষময় ফলভোগ সমগ্র জাতিকে কর্‌তে হবে, এপাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই—'

কুমার বাহাদুর বলিলেন—'শুধু মেয়েদের ওপরই নয়, শিশুদের ওপর পর্য্যন্ত—কত যে শিশুহত্যা, ভ্রূণহত্যা হয়েছে তার কি ঠিক আছে?—'

প্রবোধ বলিল—'ওরা চায় কি জানো? চায় মুসলিম রাষ্ট্র যেখানে আধুনিক গণতান্ত্রিক আদর্শ থাক্‌বে না—এ রাষ্ট্রে হিন্দুর অবস্থা হবে শোচনীয়—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাও তাই চায়—'

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতে চলিতে শেষে নোয়াখালি যাওয়ার কথা উঠিল। দূরের রাস্তা—দুর্গম স্থান, গুণ্ডাশাসিত দেশ। গোয়ালন্দের ষ্টীমারে উঠিয়া চাঁদপুর নামিতে হইবে, সেখান হইতে লাক্‌সাম, আবার গাড়ী বদল করিয়া নোয়াখালি, সেখান হইতে দূর পল্লীঅঞ্চল জয়াগ—কম ব্যাপার তো নয়? কুমার বাহাদুর চিন্তিত হইলেন। অঞ্জলিকে পাওয়ার ব্যাকুলতাই সর্ব্বপ্রকার আশঙ্কাকে ঠেলিয়া দিতে চায়। এতদিন অঞ্জলির সন্ধান না পাইয়া যে যাতনা ভোগ করিতেছিলেন তাহা কল্পনার অতীত। তাঁহার চিন্তার সহজ ও সাধারণ গতি ছিল না। এখন ইচ্ছা হইতেছে

অঞ্জলির কাছে ছুটিয়া যাইবার জন্য। সে অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছে —যেরূপেই হউক তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

শেষে মনের এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইল—ভয়ভাবনা রহিল না, শক্তি ও সাহস যেন শরীরে হঠাৎ বৃদ্ধি পাইল। কুমার বাহাদুর চিত্রা ও প্রবোধকে বলিলেন— 'চলো আমরা সবাই মিলে গিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনি—সে আস্‌বেনা ?—'

চিত্রা বলিল—'আপনি গেলে হয়তো আস্‌তে পারেন—'

'—বেশ আমিই যাবো, তোমরা আমার সঙ্গে থাক্‌বে—দরোয়ান ও একটা চাকর না নিলে চল্‌বে না, বিদেশ বিভুঁই—প্রবোধকে কিছুদিনের জন্যে অফিস থেকে ছুটি নিতে হবে—'

প্রবোধ বলিল—'সে আর এমন কি শক্ত ব্যাপার, বউদিকে ফিরিয়ে আনা, মহাত্মাজীকে দর্শন, দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালির বর্ত্তমান পরিস্থিতির সম্বন্ধে জানা—সব কিছুই একযোগে হোতে পার্‌বে—'

কুমার বাহাদুর নীরব হইয়া রহিলেন।

—এক্কুশ—

শীতের নিষ্ঠুর বাতাস বহিতেছিল। মধ্যরাত্রে লাক্‌সাম ষ্টেসনে গাড়ী বদল করিয়া কুমার বাহাদুর সদল বলে যখন নোয়াখালি আসিয়া পৌছিলেন তখন বেলা হইয়া গিয়াছে। ষ্টেসনে বহু জিপ গাড়ী রিলিফের কাজের জন্য উপস্থিত ছিল, কতকগুলি যাত্রীবাহী বাসও দেখা গেল। ট্যাক্সির সংখ্যাই অল্প, ভাড়াও বেশী। দরোয়ান দুইখানি ট্যাক্সি ঠিক করিয়া আনিল। ভাড়া খুব বেশী পড়িল—কি করা যাইবে! প্রায় দেড় ঘণ্টা ট্যাক্সিতেই কাটাইতে হইবে। রেস্তোরাঁয় চায়ের অর্ডার দেওয়া হইল— ট্যাক্সিতে বসিয়াই প্রাতরাশের কাজ কোন রকমে শেষ করিয়া কুমার

বাহাদুর সদল বলে জয়াগ যাত্রা করিলেন। ষ্টেশনে বহু ভলান্টিয়ার বসিয়া রহিয়াছে, প্রথমেই দৃষ্টিগোচর হইল।

কুমার বাহাদুর নিজের মনে বলিলেন—'এযাত্রা রক্ষে নাই দেখ্‌ছি, গুণ্ডাদের হাতে ধন প্রাণ সব দিয়ে যেতে হবে—কি জানি কখন কে ছোরা মারে!—' রাস্তায় বেশ লোকের ভিড়। কুমার বাহাদুর পোষাকের ভিতর রিভলবার লুকাইয়া লইয়াছেন, রাস্তাঘাটে কখন কি বিপদ আসে তাহাও ঠিক নাই।

এদিকের পল্লীগুলির বৈশিষ্ট্য আছে। ঝোপ জঙ্গল ভরা নয়। সুন্দর চিত্রের মত এক একটী পল্লী। বর্ষায় ইহারা জলের মধ্যেই থাকে. নৌকা ছাড়া যাতাযাতের কোন উপায় থাকে না। মেঠো রাস্তা, আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে—সুপারি ও নারিকেল গাছের সারি। নৈসর্গিক দৃশ্য সুন্দর ও মনোরম। স্থানে স্থানে নূতন করিয়া মিলিটারী বিভাগ পথ বাঁধিয়া দিয়াছে—ছোট ছোট পুল, জলকাদা তখনও ভালোভাবে শুকায় নাই। একদিকে আম্‌কি, অপর দিকে পাল্লা, মাঝখানে জয়াগ।

গান্ধীজী এই পথে আসিয়াছেন শুনিয়া বহুলোক জয়াগের দিকে চলিয়াছে। এদেশ একদিন অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত ছিল। নোয়াখালির দাঙ্গার অধিনায়ক গোলাম সারোওয়ার। মুসলীম লীগের হিন্দুধ্বংসী দাঙ্গার ফলে সমগ্র ভারতের আকর্ষণের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে নোয়াখালি। তীর্থের স্থানই সে যেন অধিকার করিয়াছে। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু প্রমুখ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের শুভাগমন হইতেছে। এখান হইতেই বুঝিবা ভারতীয় রাষ্ট্রশাসন চলিতে থাকিবে!

পথে গ্রাম্য বালক বালিকারা হিন্দুযাত্রীদিগকে মুখ ভেংচাইতেছিল, তাহারা নানারূপ বিদ্রূপের ভাষা ও অশ্লীল কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া আত্মপ্রসাদলাভ করিতেছিল। বুঝিবা তাহারা বিরাট যুদ্ধে জয়

লাভ করিয়া গর্কোন্নত শিরে নিজেদের মহিমা প্রচার করিতেছিল। পাখী মাঝে মাঝে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দুই চারিবার ডাকিল, সে কূজন কি আর্ত্তনাদ তাহা কে জানে! ছবির মত কুটীরগুলি খড় অথবা কর্গেটে ঢাকা।

শীতের রৌদ্র উপভোগ্য, সুতরাং বিশেষ কষ্ট বোধ হইতেছিল না। জয়াগে যখন কুমার বাহাদুর সদলবলে আসিয়া পৌঁছিলেন তখন প্রায় দশটা হইবে। গ্রামের ভিতর ঢুকিতেই-নজরে পড়িল কতকগুলি কোঠা-বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। বহু কুটীর নিশ্চিহ্ন অবস্থায় দেখা গেল। সে সময়ে শান্তি কমিটির সভা হইতেছিল। মহাত্মাজী যাহা বলিতেছিলেন সভার বাহিরে লাউড স্পীকারে তাহা শোনা যাইতেছিল। তিনি বলিতেছিলেন—'নূতন বয়সেই আমি বিবদমান দলের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা কর্‌বার ব্রত নিয়েছি। আইন ব্যবসায়ী হিসেবেও আমি দুটী দলকে মিলিত কর্‌তে প্রয়াস পেয়েছি। আমি আশাবাদী। দুইটী সম্প্রদায়কে কেন এক করা যাবে না। আমি মিলনের আলো দেখ্‌তে পেয়েছি—হিন্দু কিংবা মুসলমান কেহই কারও শত্রু হতে পারে না—'

সভার চারিদিকে পুরুষ ও মহিলা স্বেচ্ছাসেবক সেবিকার দল মাথায় গান্ধীটুপি পরিযা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কুমার বাহাদুর সদল বলে নামিতেই স্বেচ্ছাসেবকের দল আসিযা উপস্থিত হইল। ট্যাক্সির ভাড়া মিটাইয়া দিয়া তাঁহারা শিবিরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দরোয়ান ও চাকর বোচ্‌কা বুচ্‌কি রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রবোধ বলিল—'চলো, কুমার বাহাদুর, মিটিং শুনে আসি—'

কুমার বাহাদুর অঞ্জলিকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইলেও প্রবোধের কথায় আপত্তি করিতে পারিলেন না। চিত্রার সহিত উভয়ে সভার ভিতর প্রবেশ করিতে উদ্যত কিন্তু অত্যন্ত ভিড় এবং স্থান না থাকায় বাধ্য হইয়া শিবিরে ফিরিয়া আসিতে হইল। লাউডস্পীকারে বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন। স্বেচ্ছাসেবকরা ডাব দিয়া আপ্যায়িত করিল। পার্শ্বেই

মহিলা শিবির জানিতে পারিয়া চিত্রাকে কুমার বাহাদুর বলিলেন—'দেখে এসো, তোমার বউদি আছেন কি না—'

চিত্রা চলিয়া গেল। প্রবোধের সহিত কুমার বাহাদুর গল্প আরম্ভ করিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই চিত্রা অঞ্জলিকে লইয়া আসিল। হাসিতে হাসিতে বলিল—'আসামী গ্রেপ্তার করেছি—'

প্রবোধ বলিল—'অবশ্য এর জন্যে পুরস্কার দেওয়া যাবে তোমাকে—'

অঞ্জলির মাথায় গান্ধী টুপিপরা নব বেশভূষা এবং নগ্নপদ দেখিয়া উভয়েই বিস্মিত। কুমার বাহাদুর উৎফুল্ল নেত্রে দৃষ্টি দিয়া বলিলেন—তোমাকে যে আর চেনা যায় না—'

অঞ্জলির ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল যেন নিষ্প্রাণ অন্তঃসারশূন্য। বলিল—'না-ই বা চিন্‌লে, আমি তো তোমাদের কাছে এখন চেনার অতীত—'

প্রবোধ বলিল—'রাগ কর্‌ছেন কেন বউদি! বসুন, আপনার জন্যে আমরা এতদূর এসেছি—'

'—খুব ভালো করেছেন, এখন আমার বস্‌বার সময় নয়, মহাত্মা এসেছেন—অনেক কাজ রয়েছে—আমি আপনাদের আহারাদির ব্যবস্থা করে দিইগে, ক্ষমা কর্‌তে হবে—এবেলা কোন কথাবার্ত্তাই বল্‌তে পার্‌বো না—কাজ কর্‌ছিলাম, চিত্রা টেনে নিয়ে এলো—'

কুমার বাহাদুর সোৎসাহে বলিলেন—'তোমাকে আমরা নিতে এসেছি—'

'—সে আমি বুঝ্‌তে পেরেছি কিন্তু আমার পক্ষে আর যাওয়া সম্ভব হবে না, তোমরা ফিরে যাও—'

এ কথায় কুমার বাহাদুরের সব আশা, সব স্বপ্ন সব উদ্যম বুঝি একেবারে

ভাঙিয়া পড়িল। মুখখানি ম্লান হইল। প্রবোধ বলিল--'সামান্য একটা ঘটনার ওপর জোর দিয়ে এরিভাবে কি চলে আসে—'

অঞ্জলি ক্ষণমুহূর্ত্ত নীরব হইয়া বলিল—'এসে অন্যায় কিছু করিনি, বরং ভালোই হয়েছে—নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছি—এতদিন ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বন্দী ছিলাম, জীবনের কোন মহিমাকে প্রত্যক্ষ করতে পারি নি—আজ তা পেয়েছি—আজ মনে হয় ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ডুবে যাওয়া দুঃসহ অপরাধ—দেশের ও দশের সেবা করে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চাই, এ'তে কেন বাদ সাধ্‌তে এসেছেন আপনারা?—কর্ত্তব্যের পথে যোদ্ধার মত দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে বেরিয়েছি, বিফলতাও যদি আসে, সান্ত্বনা এই যে প্রাণের মর্য্যাদা রেখে যেতে পার্‌বো—আমি চাই জাতির প্রত্যেকে আত্মা বীর্য্যবান হোক, শক্তি সম্পন্ন হোক, নির্ভীক হোক্ -'

কথা সমাপ্ত হইতে না দিয়া কুমার বাহাদুর রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—'তবে সংসার পেতেছিলে কেন?—'

'—ভুল হয়ে গেছে কুমার বাহাদুর, বুঝ্‌তে পারিনি, একটা কাপুরুষ নির্ব্বীর্য্য ব্যক্তির সঙ্গে সংসার পেতেছি, উন্মত্ত আক্রমণকারীদের চীৎকার-ধ্বনি, সঙ্গে সঙ্গে মরণোন্মুখ অসহায় প্রাণীদের আর্ত্তধ্বনি শুনেও যার প্রাণ কেঁদে ওঠেনি, যাকে দেখা গিয়েছে আতঙ্কে বিহ্বল, আমি তাকে পুরুষ বলিনে— এর চেয়ে বলিষ্ঠ কৃষককে ভালবাস্‌লেও ভালোবাসার প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা হয়—যাক্ সে সব কথা, উত্তেজনা নিষ্প্রয়োজন—তোমরা খাওয়া দাওয়াকরে চারিদিক দেখেশুনে চলে যাও, আমাকে ভুলে যাও কুমার বাহাদুর— জেনো ভালোবাসার মৃত্যু ঘটেছে—'

কুমার বাহাদুরের চোখের কোণে অশ্রু দেখা দিল। চিত্রা বলিল—'বেশ, আপনি তো বউদি আপনার বিশাল জমিদারীর নিরক্ষর প্রজাদের মানুষ করে তুল্‌তে পারেন, কাজের প্রণালী ঠিক করে নিয়ে আপনারা

আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন জমিদারীর ভেতর—যদি একটা মানুষকেও অধঃপতন আর বর্ব্বরতার মুখ থেকে রক্ষা করতে পারেন তবে তাই হবে শ্রেষ্ঠ কাজ—'

'—এ জমিদারী আমার নব—ওর যে মালিক তাকে বলো—আমার আদর্শ সে-ই প্রজাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে মহামঙ্গলের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ যে দিতে পারে—আমি জমিদার নেই—আমার জমিদারীও নেই—আমি এখন রাস্তার লোক, পথ ধরে চলেছি—এ পথের শেষ কোথায় তা কে জানে?—'

কুমার বাহাদুর একথায় একটা সূত্র খুঁজিয়া পাইয়া বলিলেন—'বেশ, তোমাকেই আমি জমিদারী লেখাপড়া করে দিচ্ছি—'

অঞ্জলি হাসিল। বলিল—'তোমরা বড়লোক, ভাবো ঐশ্বর্য্য দিয়ে অর্থের ভেল্কি দেখিয়ে পৃথিবীকে মুঠোর মধ্যে রাখ্‌বে—কেমন! এখন আর সেদিন নেই—পৃথিবী এখন চায় হৃদয়—তোমার মধ্যে তারই অভাব রয়েছে, আগে ভেবেছিলাম তোমার হৃদয় আছে, তাই তোমার ভালোবাসার মোহ আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—যে সব অর্থ প্রজাদের কল্যাণে সাধারণের কল্যাণে ব্যয় করেছ, বুঝেছি সে সব লোক্‌দেখানো—তোমার হৃদয় নেই, ভালোবাস্‌তে জানো না—'

•

চিত্রা বলিল—'বউদি! এ আঘাত হয়তো উনি সহ্য করতে পারবেন না, একটা উৎকট রোগ সৃষ্টি হোতে পারে, শেষে কি প্রাণটা হারাবেন?—'

'—ওসব বলে আমাকে লাভ কি, যা নিয়তির লেখা তা কেউ খণ্ডন করতে পারবে না—যে সংসার আমি বিষের মত বর্জ্জন করেছি সে সংসারে আর ঢুকবো না—তোমরা রয়েছ, ওঁর সম্বন্ধে ভাব্‌বার কিছু নেই—তোমরা সেবাশুশ্রূষা করো—উনি যদি এতটুকুও আমাকে ভালোবেসে থাকেন

তা হোলে আমারই মত উনি লক্ষ লক্ষ অসহায় পতিত লাঞ্ছিত ধর্ষিত মানুষকে ভালোবেসে তাদের চোখের জল মুছিয়ে মুখে হাসি ফোটাবেন—সেই হবে সত্যিকার কাজ—তোমরা ফিরে যাও, দেরী হয়ে যাচ্ছে—চল্‌লাম, তোমাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিগে—'

কুমার বাহাদুর বলিলেন—'আমাদের জন্যে তোমার কোন ব্যবস্থা কর্‌তে হবে না, আমরা এখনই ফিরে যাচ্ছি—এইটুকু জেনো, মানুষকে কাঁদালে, কাঁদ্‌তেই হবে, তা আজই হোক, আর দুদিন পরেই হোক্—' অঞ্জলি কোন কথা না বলিয়া মহিলা শিবিরে প্রস্থান করিল।

তখন সভা ভঙ্গ হইয়া গেল। দলে দলে লোক গান্ধীজীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কুমার বাহাদুর প্রবোধ ও চিত্রার সহিত নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর কুমার বাহাদুর অশ্রুভারাতুর দৃষ্টি দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে প্রবোধকে বলিলেন—'তুমি না বলেছিলে প্রবোধ তোমার বৌদি ফিরে আস্‌বেন—ও একটা সাময়িক উত্তেজনা ?—'

প্রবোধ কোন কথা বলিতে পারিল না। নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। চিত্রা কুমার বাহাদুরের দিকে মৌন দৃষ্টিপাত করিল।

সমাপ্ত

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক ঃ

কাব্যগ্রন্থ—

১। মধুচ্ছন্দা—১।০
২। নীরাজন—১৲
৩। আযন্তনী—৩৲

উপন্যাস—

১। প্রথম প্রণাম—২৲
২। উনিশে আষাঢ়—২৷৷০
৩। তৃষিত মরু—৩৲
৪। নতুন দিনের কথা—৩৲

প্রত্যেক সম্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।